আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ০১ || সোমবার || আসিন ১৯ || ১৪২৮ || সফর ২৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 01 || 4 October || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকা'র ২৬ বছরে পদার্পনে সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

-সম্পাদক

www.banglapatrikausa.com

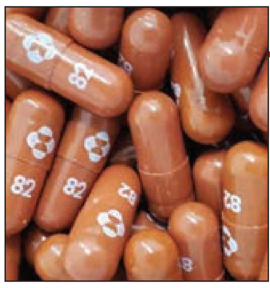

করোনার ট্যাবলেট আবিস্কার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কভিড চিকিৎসায় প্রায় ৭০ ধরনের ওষুধ আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) তালিকায়। বেশির ভাগই ইনজেকশনে ডোজ দেওয়ার দরকার হয়। কভিড চিকিৎসা আরো সহজলভ্য করার জন্য খাওয়ার ওষুধ আনার চেষ্টা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। যুক্তরাষ্ট্রের একটি কম্পানি শিগগিরই বাজারে আনছে এই ওষুধ। গবেষকদের দাবি, মলনুপিরাভির নামের অ্যান্টিভাইরাল এই ওষুধটি ব্যবহারে করোনায় মৃত্যু ও হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। এই ওষুধ সরাসরি ট্যাবলেটের মতো খেতে পারবে রোগীরা। এত দিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ওষুধের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছিল। গবেষকদের দাবি, এই ওষুধ দেহের কোষে ভাইরাসের সংক্রমণ **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

২৬ বছরে বাংলা পত্রিকা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বহুল প্রচারিত বাংলা পত্রিকা ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বছরে পদার্পণ করলো। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহের প্রথম পত্রিকা অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা হিসেবে বাংলা পত্রিকা কমিউনিটি **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

ইমিগ্র্যাশন ইস্যুতে বেকায়দায় বাইডেন প্রশাসন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অভিবাসী ইস্যুতে বেকায়দায় পড়তে চলেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বিশেষ করে টেক্সাস সীমান্তে জড়ো হওয়া হাইতি থেকে আসা লোকজন তার প্রশাসনের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। টেক্সাসের রিও গ্রান্ডির ডেল রিও ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজের কাছে অস্থায়ী তাঁবুতে গাদাগাদি করে থাকা শরণার্থীরা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্পের সময়ই আসতে শুরু করেছিল। অভিবাসন নিয়ে রাজনীতির সূচনা ট্রাম্পের সময় হলেও এর জের টেনে চলেছে বাইডেন প্রশাসন। সীমান্ত রক্ষীরা ঐ শরণার্থীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করছে। মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার গ্রুপগুলো এ নিয়ে সোচ্চার হচ্ছে। বলা হচ্ছে বর্ডার প্যেট্রল এজেন্টদের **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

গার্ডিয়ান ও বিবিসি'র প্রতিবেদন

বিশ্বের প্রভাশালীদের গোপন লেনদেনের তথ্য ফাঁস

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, ধনী ও প্রভাবশালীদের **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

মানবপাচারের অভিযোগে বাংলাদেশীর কারাদণ্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ম্যাক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মানবপাচারে জড়িত থাকার দায়ে এক বাংলাদেশির ৪৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। তার বিরুদ্ধে ম্যাক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচারে **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী মুহিবুল্লাহ হয়ে ওঠার নেপথ্যে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটি আলোচিত নাম মুহিবুল্লাহ। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত মংডু এলাকায় তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। শিক্ষাগ্রহণ করেছেন **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

একনজরে জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : না ফেরার দেশে চলে গেলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব, সাবেক মন্ত্রী ও ডাকসুর সাবেক জিএস জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু। শনিবার সকালে শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

কারাগারে মুফতি কাজী ইব্রাহিম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় মুফতি কাজী ইব্রহিমকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শনিবার দু'দিনের রিমান্ড **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় ৭ লাখ বিশ্বে ৫০ লাখের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে শুক্রবার পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানি ৭ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, যা রাজধানী ওয়াশিংটনের জনসংখ্যার প্রায় সমান। জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির পরিসংখ্যানে এ কথা জানানো হয়। ‡সন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930 NY (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

শব্দের পাঁচগুণ দ্রুত গতির ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : এবার শব্দের চেয়েও পাঁচগুণ দ্রুত গতির হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA অনুমোদিত
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge-Offs ▪Inquiries ▪Collections
▪Garnishment ▪Bankruptcy ▪Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
KABIR CHOWDHURRY
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
BANGLA CDPAP SERVICES
BANGLA HOME CARE
PASHMINA
Comfort Pharmacy
518 McDONALD AVENUE
BROOKLYN OFFICE
Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE
HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।
• Highest Rate • Home Care Services
• CDPAP Services • MLTC Related Supports
• Medicaid Apply, Renewal & Code Removal
BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

গভীর রাতে কবরীর বাড়িতে অজ্ঞাত লোকজন, থানায় জিডি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রয়াত অভিনেত্রী কবরীর গুলশান-২ নম্বরের বাড়িতে গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয়ের লোকজন ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। বাড়িটি দখলের পাঁয়তারা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কবরীর ছোট ছেলে শাকের ওসমান চিশতী। গত ২৭ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে অজ্ঞাত কয়েকজন কবরীর ওই বাড়িতে ঢুকে পড়েন। পরে মানুষের উপস্থিতি টের পেলে তারা পালিয়ে যান। এ ব্যাপারে গত মঙ্গলবার গুলশান থানায় সাধারণ ডায়রি করেছেন কবরীর ছেলে। জিডিতে শাকের অভিযোগ করে বলেন, গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাত আড়াইটার দিকে আমার বাসার সিঁড়িতে কিছু মানুষের শব্দ পাই। এরপর সিসি ক্যামেরায় দেখি, গ্রাউন্ড ফ্লোরের সব বাতি নেভানো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে ইন্টারকমে ফোন করি। কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ড ফোন না ধরায় আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। ২০ মিনিট পর রাত ২টা ৫০ মিনিটে ক্যামেরায় দেখি তিন ব্যক্তি ফোনের আলো (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

জাপা মহাসচিব বাবলুর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির শোক

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টির মহাসচিব, সাবেক মন্ত্রী, ডাকসু'র সাবেক জিএস জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু'র অকাল মৃত্যুতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। শনিবার প্রেরীত এক শোক বার্তায় মরহুম নেতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন সংগঠনের সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু সহ সকল নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি তারা শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোক বিবৃতিতে তারা বলেন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি ছাত্র জীবন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গণমানুষের কল্যানে কাজ করেছেন। মানুষের অধিকার রক্ষায় আন্দোলনে জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু সবসময় ছিলেন আপোষহীন। তিনি অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন আজীবন। ছিলেন গণমানুষের কণ্ঠস্বর। তার মৃত্যুতে দেশের রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহসা পূরণ হবার নয়। বিবৃতিতে তারা প্রবাসী সকল প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই-বোনদের কাছে মরহুম বাবলু'র জন্য দোয়া কামনা করে বলেন আল্লাহ্ যেন উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

এছাড়াও আরো শোক প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী, সাবেক সংসদ সদস্য শহীদুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য হাসনা বেগম, যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র উপদেষ্টা যথাক্রমে সৈয়দ শওকত আলী, গিয়াস মজুমদার, আব্দুর নুর ভূঞা ও মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি এডভোকেট হারিসউদ্দিন আহমেদ ও ডা. সেলিম উদ্দিন, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, মোঃ আব্দুল করিম, লুৎফর রহমান, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, মহিলা সম্পাদক জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুব সম্পাদক শফি আলম, নিউইর্য়ক ষ্টেট জাপা'র সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন ও নিউইর্য়ক ষ্টেট সভাপতি শুভংকর গাঙ্গুরলী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

রাজনৈতিক সুনীল শুভ রায় ও মনজুরুল ইসলাম সংবর্ধিত

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর প্রেস এবং রাজনৈতিক সচিব ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়কে প্রধান অতিথি এবং এরশাদ-এর একান্ত সচিব মোঃ মনজুরুল ইসলামকে বিশেষ অতিথি হিসেবে গণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াস্থ বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি আলাদা আলাদাভাবে বক্তব্য প্রদান করেন। তারা তাদের বক্তব্যে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর স্মৃতিচারণ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এর উপদেষ্টা আবদুল্লাহ সিদ্দিকী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী ও উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী।

সুনীল শুভ রায় বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ও এরশাদ সরকারের তুলনা করে বলেন, দেশের মানুষ এরশাদ আমলে সুবর্ণ দিন অতিবাহিত করেছেন। "এরশাদকে কেন স্বৈরাচার বলা হয়"- এমন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, এরশাদ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের আপামর মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে যখন যেখানে যা করার প্রয়োজন হতো তখন তাই করতেন, কোথাও কোন বিলম্ব বা বাধাপ্রাপ্ত হলে তৎক্ষনাত যারা বিলম্ব করতো বা বাধা প্রদান করতো তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি। উন্নয়নের স্বার্থে এরকম স্বেচ্ছাচারিতা করতেন বলেই তাকে স্বৈরাচার বলা হয় বলে উল্লেখ করেন।

মনজুরুল ইসলাম তার বক্তব্যে জাতীয় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদের-এর নেতৃত্বে দল আরো সুসংগঠিত হবে এবং আগামী দিনে সরকার গঠন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি হারিছ উদ্দিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক মীর জাকির, যুব সম্পাদক সফি আলম, নিউইয়র্ক সিটি সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, নিউইয়র্ক স্টেট সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন, মোঃ নাজিম উদ্দিন, আবুল বাশার মিলন, আব্দুল মোতালেব, বাসুদের রায় প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

الحرمين
AL HARAMAIN
50 Years
SINCE 1970 منذ ١٩٧٠
الحرمين
بلاتينيوم عود
AL HARAMAIN
PLATINUM OUD
الحرمين
روز عود
AL HARAMAIN
ROSE OUD
AL HARAMAIN
GOLDEN OUD
الحرمين
جولدن عود
OFFICE: P.O.Box: 13754, Dubai - UAE CORPORATE OFFICE & INDUSTRY: New Industrial Area 1, Munah Street, P.O.Box: 1885, Ajman - UAE
Tel: 800-42 72 62 46 / +971 6 74 80 555 +971 52 102 6080 shop.alharamainperfumes.com
SAUDI ARABIA • U.A.E. • KUWAIT • OMAN • QATAR • BAHRAIN • MOROCCO • SINGAPORE • MALAYSIA • BANGLADESH • U.K. • U.S.A.

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বাংলা পত্রিকা'র ২৪ বর্ষে পদার্পণ

বাংলা পত্রিকা ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বর্ষে পদার্পণ করলো। নিউইয়র্কের বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে উইকেন্ডের সর্বশেষ অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা হিসেবে বাংলা পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সেই সাথে তৎকালীন মিডিয়া সিন্ডিকেটের হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি রক্ষার পাশাপাশি কমিউনিটি বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ছিলো বাংলা পত্রিকা'র। বাংলা পত্রিকা কতটুকু তার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে বা করছে, বা কতটুকু অঙ্গীকার পালন করেছে তার বিচারের ভার প্রিয় পাঠকগণ মূল্যায়ন করবেন।

দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বাংলা পত্রিকা এখন পুরো যৌবণে। কিন্তু এমন এক সময় বাংলা পত্রিকা তার যৌবণ অতিবাহিত করছে যখন বিশ্বময় মহামারী করোনার মহা আক্রমণ। বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্রনিক আর সামাজিক মিডিয়ার দাপট। হ্রাস পাচ্ছে প্রিন্টিং প্রেস, মূল্য বাড়ছে কাগজ আর প্রিন্টিং-এর। দেশে দেশে ব্যক্তি, সাংবাদিক ও সংবাদপেত্রের স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরার অপপ্রয়াস। চরম নির্যাতনের শিকার সাংবাদিক সমাজ। এসব সমস্যার মধ্য দিয়েও এগিয়ে চলেছে সাংবাদিকতা নামক পেশা। যে পেশার মর্যাদা রক্ষায় বাংলা পত্রিকা সবসময়ের সাথী।

বলতে দ্বিধাা নেই যে, বাংলা পত্রিকা তার চলার শুরু থেকেই পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা আর শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক সহযোগিতায় আজো মাথা উচু করে চলেছে। অতিক্রম করে চলেছে নানা বাধা-বিপত্তি। এজন্য আমরা সংশ্লিস্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের সবার সহযোগিতায় বাংলা পত্রিকা আরো এগিয়ে যেতে চায়। উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো এগিয়ে নিতে চায়। সেই অঙ্গীকার নতুন বছরের প্রথম সংখ্যার শুরুতে।

কথায় বলে 'জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হউক ভালো'। চলমান সঙ্কট মোকাবেলায় বাংলা পত্রিকা ২৬ বছরে পদার্পণ করলেও শতবাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলা পত্রিকা এগিয়ে যাবে, বাংলা পত্রিকার কর্ম ভালো হবে। আবারো এই অঙ্গীকার।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রেক্ষিত

সংকট ও বৈষম্য নিরসনে নতুন ছয় দফা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতৃবন্দের মাঝে এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। যার মমার্থ ও সারাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো : গত এক দশকে আর্থ-সামাজিক খাত ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২৩ দশমিক ৬৭-এ কমে এসেছে। প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ১৭৩-এ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্য মতে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। ২০১৪ সাল থেকে এ সূচকে বাংলাদেশ আঞ্চলিক প্রতিবেশি দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে। আমাদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। আমরা ব্যাপকভাবে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' কর্মসূচির সম্প্রসারণ করেছি। 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১' অনুযায়ী ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সূচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নে বিপুল বিনিয়োগ। এ বিনিয়োগ আমাদের রূপান্ড়র সক্ষম উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখেছে। এ বছর আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পদার্পণ করেছি। এখন আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশ ও ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও টেকসই বদ্বীপে রূপান্তর করা।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ আশঙ্কার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এ মহামারি মোকাবিলায় আমাদের সময়োচিত, সমন্বিত ও বহুমুখী উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষা করতে শুরুতে আমাদের বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিভিন্ন সময়ে আমরা ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৪৬০ কোটি ইউএস ডলার বরাদ্দ দিয়েছি, যা মোট দেশজ উৎপাদনের ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। করোনা ভাইরাসের টিকা সংগ্রহের জন্য চলতি অর্থবছরে বাজেটে ১৬১ কোটি ইউএস ডলারের সংস্থান রাখা হয়েছে। তার ভাষণের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বিষয় নিম্নরূপ- যাকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নতুন ছয় দফা হিসেবে অভিহিত করতে পারি। প্রথমত, কোভিডমুক্ত একটি বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিকার সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। জরুরিভিত্তিতে টিকা বৈষম্য দূর করতে হবে। লাখ লাখ মানুষকে টিকা থেকে দূরে রেখে কখনোই টেকসই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আমরা পুরোপুরি নিরাপদও থাকতে পারব না। সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত ও সাশ্রয়ী মূল্যে টিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে টিকা প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র টিকার সমতা নিশ্চিত করার একটি উপায় হতে পারে। প্রযুক্তি সহায়তা ও মেধাস্বত্বের ছাড় পেলে বাংলাদেশও ব্যাপক পরিমাণে টিকা তৈরি করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, এ মহামারি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে অধিকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম এবং ভালনারেবল-২০ গ্রুপ অব মিনিস্টারস অব ফাইন্যান্সের সভাপতি হিসেবে আমরা 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা- দশক ২০৩০'-এর কার্যক্রম শুরু করেছি। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের জন্য জলবায়ুকে ঝুঁকির কারণ নয়, বরং সমৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে পরিণত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মহামারির প্রকোপে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, করোনাকালে আংশিক বা পুরোপুরি বিদ্যালয় বন্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর দূরশিক্ষণে অংশগ্রহণের সক্ষমতা ও প্রযুক্তি না থাকায় ভর্তি, সাক্ষরতার হার ইত্যাদি অর্জন হুমকির মুখে পড়েছে। ডিজিটাল সরঞ্জামাদি ও সেবা, ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

চতুর্থত, কোভিড-১৯ অতিমারির নজিরবিহীন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে রয়েছি। তবে এ মহামারি অনেক দেশের উত্তরণের আকাঙ্খাকে বিপন্ন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আমরা প্রণোদনাভিত্তিক উত্তরণ কাঠামো প্রণয়নে আরো সহায়তা আশা করি।

পঞ্চমত, মহামারিকালে প্রবাসীরা অপরিহার্য কর্মী হিসেবে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরি সেবা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তারাও সম্মুখসারির যোদ্ধা। তবুও তাদের অনেকে চাকরিচ্যুতি, বেতন কর্তন, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সেবার সহজলভ্যতার অভাব ও বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সংকটকালে অভিবাসী গ্রহণকারী দেশগুলোকে অভিবাসীদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার এবং তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণকে নিশ্চিত করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

ষষ্ঠত, রোহিঙ্গা সংকট এবার পঞ্চম বছরে পড়ল। কিন্তু এখন পর্যন্ত বলপূর্বক বাস্তচ্যুত একজন রোহিঙ্গাকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। মিয়ানমারে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো ভূমিকা ও অব্যাহত সহযোগিতা আশা করি। মিয়ানমারকে অবশ্যই তার নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত। এ জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশকে নিয়ে গেলেন আরো এক অনন্য উচ্চতায় জাতিসংঘের কাছ থেকে এসডিজি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল) অগ্রগতি পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে। এই পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের এক অনন্য স্বীকৃতি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হলো জাতিসংঘের এসডিজি সংক্রান্ত সভায় এই পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করার বিষয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন অব দ্য ডে' বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যেও এসডিজি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে সেই সঞ্চালক আরো উল্লেখ করেন যে, এই পুরস্কার হচ্ছে এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে জোরালো দায়িত্ব পালনের একটি প্রমাণপত্র। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার একটি অনুষ্ঠানে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করে এভাবে উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের ভাবমূর্তি চলে যায় অনন্য এক উচ্চতায় এবং আমাদের মনটাও গর্বে ভরে যায়। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, টানা এক যুগেরও বেশি সময় দেশ শাসনের সুযোগ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন তারই স্বীকৃতি জাতিসংঘের এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমসাময়িক অন্য যে কোনো বিশ্বনেতার চেয়ে অনন্য এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি এরই মধ্যে সেই যোগ্যতার স্বাক্ষরও রেখেছেন। কারণ বিশ্বের অন্য কোনো দেশ পরিচালনার চেয়ে বাংলাদেশ পরিচালনা করা অনেক কষ্টসাধ্য এবং বলা যায় এক ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো কাজ। বিশেষ করে উন্নত দেশের সঙ্গে তো কোনো তুলনাই চলে না।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি- সব সূচকেই বাংলাদেশ এখন এগিয়ে আছে। এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সংগ্রামী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ দেশকে এখন সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার দৃষ্টি এখন উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অঙ্গীকার এবং তার জন্য অবিরাম আন্দোলনের ফসল। আজকের গণতান্ত্রিক পরিবেশ। একই সঙ্গে মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি অবিচল। তার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তাকে পরিণত করেছে গণতন্ত্রের মানসকন্যারূপে। তিনি আজ গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাই এ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ছোঁয়া পেয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও আজ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক।

forqan.info@gmail.com

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ফজর	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬
সূর্যোদয়	৬.৫৪	৬.৫৫	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০০
জোহর	১২.৪৫	১২.৪৪	১২.৪৪	১২.৪৪	১২.৪৩	১২.৪৩	১২.৪৩
আসর	৪.৪৯	৪.৪৭	৪.৪৬	৪.৪৪	৪.৪৩	৪.৪২	৪.৪০
মাগরিব	৬.৩৫	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৭	৬.২৫
এশা	৭.৪৯	৭.৪৭	৭.৪৫	৭.৪৪	৭.৪২	৭.৪১	৭.৩৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

আফ্রিকান ইউনিয়নে ইসরাইল

মো: বজলুর রশীদ

আফ্রিকান ইউনিয়ন আফ্রিকার ৫৫টি দেশ নিয়ে গঠিত। প্রায় ২০ বছর ধরে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর ইসরাইল গত জুলাই মাসের শেষ দিকে আফ্রিকান ইউনিয়নে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা অর্জন করল। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদ এক বিবৃতিতে বলেন, 'এটি ইসরাইল-আফ্রিকা সম্পর্কের উদযাপনের দিন।' তিনি বলেন, বর্তমানে আফ্রিকার ৪৬টি দেশের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক রয়েছে। এর আগে অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটিতে (ওএইউ) পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেয়েছিল ইসরাইল। কিন্তু ২০০২ সালে ওএইউ ভেঙে দেয়া এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়ার পর সেই স্ট্যাটাস ফিরে পেতে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যর্থ হয় দেশটি।

পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পাওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে 'করোন-াভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই' এবং আফ্রিকা মহাদেশে 'চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ বিস্তার' প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে আরো শক্তিশালী সহযোগিতা সৃষ্টি হবে এমন কথা তেলআবিব ঘোষণা করল।

পৃথক বিবৃতিতে ইউনিয়নের চেয়ারপারসন মুসা ফকি মাহ-ামাত দীর্ঘ দিনের ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব নিয়ে এইউ-এর অবস্থানের ওপর জোর দেন, তিনি বলেন, 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য দুই রাষ্ট্রের সমাধান প্রয়োজন।' কিছু দিন আগে তিনি বলেন, অধিকৃত পূর্বজেরুসালেমে অবস্থিত ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থানে ইসরাইলি সেনাবাহিনী 'আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন' করছে। ফকি মাহামাত ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনারও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে পদদলিত করেছে।'

আলজেরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী রামতানে লামামরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ইসরাইলকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া ইউনিয়নকে বিভক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।' সাতটি আরবভাষী প্যান-আফ্রিকান সংগঠন মুসা ফকি মাহমাতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। সাতটি দেশ হলো, আলজেরিয়া, মিসর, কোমোরো, তিউনিসিয়া, জিবুতি, মৌরিতানিয়া ও লিবিয়া।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসরাইলকে নীরবে আফ্রিকান ইউনিয়নে ঢোকানো বিপজ্জনক। আলজেরিয়া ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এক জোরালো কণ্ঠস্বর, এখন আলজেরিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনও উত্তপ্ত ও বিক্ষুব্ধ। এসব একদিনে হয়নি। দুই দশকের নীরব ও পরিকল্পিত কূটনীতির কারণে ইসরাইল এই পরিদর্শকের মর্যাদা পেল। অনেক আফ্রিকান দেশ নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ফিলিস্তিন পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারপরও কেন ইসরাইলকে এই মর্যাদা দেয়া হলো তা বোধগম্য নয়। তা ছাড়া এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে হলে সদস্য দেশগুলোর মতামত গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে পেছন দরজার রাজনীতি বেশি কাজ করেছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে ইসরাইল আলেলি আদমাসুকে ইথিওপিয়া, বুরুন্ডি ও শাদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়। আলজেরিয়া ইসরাইলের সদস্যপদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন শুরু করে। দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া, ইরিত্রিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, নাইজার, কমরোস, গ্যাবন, নাইজেরিয়া, জিম্বাবুই, লাইবেরিয়া, মালে, বতসোয়ানা আলজেরিয়ার পদক্ষেপকে সমর্থন দেয়। আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রামতান লামারা বলেন, এই পদক্ষেপের কারণে তার দেশ নিরাপত্তা ইস্যুতে ভুগছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা যদিও নিজ দেশের ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে তবুও বলেছে, 'আফ্রিকান ইউনিয়নের সাম্প্রতিক কাজে আমরা হতভম্ব হয়ে গেছি।' এক সরকারি বার্তায় বলা হয়, পদক্ষেপটি 'সঠিক নয়' এবং 'কোনো আলাপ ছাড়া এককভাবে' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে সেই ১৯৯৫ সাল থেকে।

ফিলিস্তিন অনেক আগ থেকে আফ্রিকান ইউনিয়নে পর্যবেক্ষক সদস্যের মর্যাদা ভোগ করছে। ইসরাইলের জন্য বিষয়টি হতাশার। সভার প্রসিডিং এবং কোন দেশ আসলে কী বলল এসব সরাসরি প্রত্যক্ষ করার জন্য তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে তেল আবিব।

ইসমাইল হানিয়া, হামাস নেতা, যারা গাজা নিয়ন্ত্রণ করছে, আফ্রিকান ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, যে নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে সংস্থা গঠিত হয়েছে তার সাথে এই কর্মকান্ডের মিল নেই। তিনি চেয়ারম্যান মুসা ফকি মাহামাতকে চিঠি দিয়ে তার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। হানিয়া নিন্দা জানিয়ে লিখেন, 'যারা ইসরাইলি রেজিমের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চায় এই পদক্ষেপ তাদের অধিকারের প্রতি বড় আঘাত।'

ফকি মাহামাতের স্মৃতিতে কি কিছুই নেই? দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তার নিজের দেশে এবং অন্যান্য আফ্রিকান রাজ্যে বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে এবং সবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাদের ভুলে যাননি যারা বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ভালোভাবেই জানি আমাদের স্বাধীনতা পরিপূর্ণ হবে না ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ছাড়া।' তিনি ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক সলিডারিটি দিবসের এক ভাষণে এ কথা বলেছিলেন। অথচ আফ্রিকা ইউনিয়ন যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা ধারণাও করেননি।

মধ্য আফ্রিকান দেশগুলোর সমস্যা হলো সন্ত্রাস। নাইজার, চাঁদ, ক্যামেরুন, বুর্কিনা ফাসো, মালি, নাইজেরিয়া এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের মতো দেশগুলো সন্ত্রাসকবলিত। সে জন্য ইসরাইল তার সন্ত্রাস দমন ট্রাম্পকার্ড এই দেশগুলোতে ব্যবহার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আফ্রিকায় ইসরাইলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো ফিলিস্তিনের প্রতি জনসমর্থন কমানো। আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় সমর্থন সবসময় আফ্রিকা থেকে এসেছিল। কখনো কখনো, আফ্রিকা এর জন্য শাস্তিও পেয়েছে, যেমন- উগান্ডার ইদি আমিনের ক্ষেত্রে।

ইসরাইল আফ্রিকায় তার দূতাবাসের সংখ্যা ১০ থেকে ২৫-এ উন্নীত করতে চায়। এই লক্ষ্যে গিনি, চাঁদ এবং নাইজারে দূতাবাস খুলেছে। সেনেগাল ও নাইজেরিয়ায় ইসরাইলের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই চালু আছে এবং সেগুলো থেকে পুরো আফ্রিকায় নজর রাখা হয়। এক্ষেত্রে ইসরাইলের মূল শক্তি তার গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক। তবে ঘানা, কেনিয়া, উগান্ডা ও ইথিওপিয়া ইসরাইলের গোয়েন্দা সহায়তা সম্পর্কে সজাগ। তেলআবিব এই নেটওয়ার্ক পুরো আফ্রিকায় সম্প্রসারণ করতে চায়।

তেলআবিব, কূটনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে ইসরাইল ডিফেন্স ফোর্স, আইডিএফ, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সেনাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। দ্য ইসরাইলি টাইমস এই পদক্ষেপকে বলেছে 'সামরিক সহযোগিতার নাটকীয় উত্থান'। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট রিভলিন ঘোষণা দিয়েছেন, 'আফ্রিকা আমাদের ভবিষ্যৎ'।

এসব সম্পর্ক ইসরাইলকে তার নিজের লাভ সঠিকভাবে পাইয়ে দিতে সক্ষম করেছে, যেমন- সিরিয়া ও লেবাননে ইসরাইলি সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষা মিশনে জড়িত সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে তেলআবিব!

'সহিংসতা রফতানি' ও 'যুদ্ধ করা' শান্তির কোনো রেসিপি নয়। অথচ ইসরাইলের কাছে আফ্রিকায় এই দুটি বিষয় উপজীব্য। বিগত দুটি মহাযুদ্ধে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে সিদ্ধান্তে এসেছে যে, বোঝাপড়ার মাধ্যমে বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাই হোক, আফ্রিকান দেশগুলোর উন্নয়নে সহ-ায়তার ছদ্মাবরণে, ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তার অপরাধের দায়মুক্তির জন্য কাজ করতে চায় এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের জন্য সব ধরনের সুযোগ একত্রিত করতে ইচ্ছুক। ন্যায়নীতির বিষয়টি এখানে গুরুত্বহীন। আফ্রিকার সরকারগুলোর সাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেকে অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইসরাইল।

ইসরাইল আফ্রিকার অফুরন্ত সম্পদও আহরণ করতে চায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া ও আইভরিকোস্টে ইসরাইলি সংস্থাগুলোর এনার্জি এবং কৃষিতে কাজ করছে। ইসরাইলি কোম্পানিগুলো অনেক আফ্রিকান দেশে টেকসই এনার্জি ও আধুনিক কৃষির ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ এবং মূলধন ব্যয় করেছে। শুকনো ও মরু এলাকায় চাষাবাদ করার কৃষিজ্ঞানের জন্য বিশ্বব্যাপী ইসরাইল পরিচিত। আরো একটি বিষয় রয়েছে যা নীল অর্থনীতি নামে পরিচিত। মাছ ধরা থেকে বন্দর ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত এর সাথে জড়িত। আফ্রিকার দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নে নীল অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে আফ্রিকানরা সেদিকে ঝুঁকছে। সৌরবিদ্যুৎ, কৃষির উন্নয়ন করে অধিক খাদ্য ফলাও, পানি সরবরাহ, বেকারত্ব, জীবনমান উন্নয়ন এসব জরুরি বিষয়। কিন্তু এসব ভালো কাজের ফাঁকে ইসরাইলি মোসাদ আফ্রিকায় সন্ত্রাসের নতুন পালে হাওয়া দিচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলো নিজেদের মধ্যে নানা সজ্ঘাতে লিপ্ত রয়েছে। ইসরাইল আঞ্চলিক সংঘর্ষের উর্বর ভূমিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য মোসাদকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন- মোসাদ বিদ্রোহীদের সমর্থন করে সুদানকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ইসরাইলের পক্ষে এই অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা একসময় হয়তো মারাত্মক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। যদি ইসরাইল আবার এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, তাহলে আরেকটি বিশ্বাসঘাতকতা ঘটবে এবং এর জন্য সুদান, মালি ও নাইজারকে চড়া মূল্য দিতে হবে। আফ্রিকান ইউনিয়ন যখন নিজেকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তখন মহাদেশটি আরো বেশি ঔপনিবেশিকতা, দাসত্ব, প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদের শোষণ এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপে প্রবাহিত নানাবিধ সমস্যার শিকার হচ্ছে। আমরা দূর থেকে মনে করতাম, আফ্রিকা এগিয়ে গেছে, এখন মনে হচ্ছে সেই 'এগিয়ে চলার' যুগকে কি পেছনে ফেলে এসেছি?

মহাদেশটির রাজনৈতিক অখন্ডতা, কয়েক দশক ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের অযোগ্য নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছে। এখন ইসরাইলকে পর্যবেক্ষক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এটি কি আসলে খুবই জরুরি ছিল? আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসরাইল কেবল ঔপনিবেশবাদের মূল নয়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফিলিস্তিনকে উইল করার পর থেকে এটি একটি দখলদার শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এটি আদিবাসী ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে অত্যাচারের নিকৃষ্টতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তা সত্ত্বেও জায়নিস্ট পতাকাবাহীদের জন্য ঘরের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হলো।

জায়নবাদী ইসরাইল নির্লজ্জভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। আদিবাসী ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য ও নির্মম সামরিক শাসনের হিংস্রতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব কাজ আফ্রিকান ইউনিয়নের সনদের সাথে সরাসরি বিরোধপূর্ণ।

তা ছাড়া, ইসরাইল যুদ্ধাপরাধ এবং ক্রমবর্ধমান গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত। বর্ণবাদের অপরাধ ছাড়াও মানবতার বিরুদ্ধেও বিস্তর অপরাধ করেছে দেশটি। জাতিসঙ্ঘের অসংখ্য প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করেছে। এত কিছুর পরও একটি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে উপযুক্ত মনে করল আফ্রিকান ইউনিয়ন! দক্ষিণ আফ্রিকা ও কিছু আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য দেশ ইসরাইলের পর্যবেক্ষক মর্যাদার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এখন এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার লড়াই মহাদেশের প্রধান সংস্থাটির সামনে আরো একটি বড় সঙ্কট সৃষ্টি হলো।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আইনজীবী, গবেষক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর একটি দল এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ শুরু করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকানরা বলছে, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'লড়াই করা এবং আপত্তি জানানো কর্তব্য বলে মনে করি'। ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার আইনি যুক্তি এবং সাক্ষ্য রয়েছে। আফ্রিকানরা মনে করে, পর্যবেক্ষক মর্যাদা থাকলে ইসরাইল ক্রমশ 'আফ্রিকান ইউনিয়নের কার্যক্রমে জড়িত' হতে পারে। অভিযোগকারীরা বলছে, এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আফ্রিকান ইউনিয়ন একটি বড় ভুল করল।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Emirates
www.emirates.com
SUPER
WINTER
SALE
আমরা
IATA
অনুমোদিত
ফোন: 718-721-2012
উমরাহ্ স্পেশাল
★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান
KUWAIT AIRWAYS
Emirates
QATAR AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
SAUDIA
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Digital Travel Astoria
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com
We are on Facebook

২৫ বছরে
সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

আমরা নিজেদেরই হত্যা করে চলেছি

নজরুল ইসলাম

কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে। আর নিজেকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।' (সুরা আন নিসা-২৯)। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে আমরা আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে নিজেরাই নিজ জাতিকে ধ্বংস করে চলেছি। বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে আশা করি সবাই বুঝবেন।

আমাদের দেশে বড় বড় মহাজনেরা বিশাল বিশাল অটো রাইস মিলে চাল তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করে থাকেন। মালিকরা মিল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংক থেকে যত টাকা ঋণ গ্রহণ করে থাকেন, সেই পরিমাণ টাকা মিলে খরচ না করে অন্যত্র খরচ করে থাকেন। এখান থেকেই শুরু হয় প্রতারণা ও জালিয়াতি। মিলে ক্রয় করা ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য চালকে ঝকঝকে পরিষ্কার করার জন্য ক্ষতিকর রসায়নসহ ইউরিয়া ব্যবহার করে থাকেন। এই ইউরিয়ার মিশ্রণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে প্রথমেই আঘাত করে কিডনিকে। এ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতিতো করেই থাকে। আবার মোটা চাল মেশিনে ছাঁটাই করে চিকন চালে রূপান্তর করে বেশি দামে বিক্রি করে জনতাকে প্রতারিত করে এবং জাতিকে ঠকায়। আমরা বাজার থেকে মুড়ি ক্রয় করে থাকি। মুড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান একে আকর্ষণীয় সাদা রঙের জন্য চালের সাথে ইউরিয়া সার ব্যবহার করে থাকেন। রান্নার জন্য সরিষা অথবা সয়াবিনের তেল আমাদের রান্নাঘরের অত্যাবশ্যকীয় এক উপাদান। তেল ছাড়া রান্নার কথা কল্পনাও করা যায় না। এসব তেলের মধ্যে বহু প্রকারের রসায়ন ও ভেজাল মিশানো হয়। সে খবর 'বিএসটিআই' এর ইঞ্জিনিয়ার কতটুকু জানেন আমরা জানি না।

ইক্ষুর রস থেকে উৎপাদিত গুড় সবার জন্য প্রিয় একটি খাদ্য উপাদান। বীরের জাতি বাঙালি এখন দেশে আর আখের চাষে মনোযোগী নয়। তাই আখ থেকে আর আগের মতো গুড় তৈরি হয় না। যতটুকু উৎপাদিত হয় সেই গুড়ের মধ্যে ইদানীং আটা মিশানো হয়। আবার শোনা যায় গুড় তৈরির সময় কম দামের চিনি মিশানো হয়। এ ছাড়া ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যতো মিশানো হয়-ই। সুতরাং গুড়ের তৈরি কোনো খাদ্য আর স্বাস্থ্যকর নয়। শীতকালের খেজুরের রস এবং গুড় একটি মুখরোচক খাদ্য। সারা দেশ থেকে শীতকালে রস নামানো হয় এবং রস থেকে লালি অথবা পাটালি তৈরি করা হয়। লোভী ব্যবসায়ীরা গাছ থেকে নামানো রসের সাথে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করে থাকে। আবার যে লালি বা পাটালি তৈরি করা হয় অধিক লাভের জন্য গাছিরা সেই লালি বা গুড়ের সাথে চিনি মিশিয়ে থাকে। ফলে এখন আর পিওর লালি পাওয়া যায় না এবং পাটালিকে আকর্ষণীয় করার জন্য তার মধ্যে অনেক ক্ষতিকর রসায়ন মিশানো হয়। এসব গুড় খেলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বেকারির কেক, বিস্কুট, পাউরুটি, বাটারবন ইত্যাদি আমাদের সবার নাশতার টেবিলের প্রিয় আইটেম। বেকারিতে তৈরি এসব খাদ্যের মধ্যে নষ্টডিম, নিম্নমানের তেল, নিম্নমানের আটা ময়দা চিনি ব্যবহার করা হয় এটা সবার জানা কথা। ফলে বেকারির তৈরি খাবার খেয়ে আমাদের জীবনীশক্তি কমছে। বাজার থেকে আমরা আম,কলা, পেঁপে, আপেল, আনার ইত্যাদি ক্রয় করে খাই। আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে এসব ফলের বেশির ভাগ এখন ফরমালিন, কার্বাইড বা ক্ষতিকর রসায়নমুক্ত নয়।

খামারিরা অধিক লাভের আশায় গরুর শরীরে বিক্রয়ের কিছু দিন আগেই ক্ষতিকর ইনজেকশন করে থাকে ফলে গরু খুব দ্রুত মোটা হয় এবং গায়ে গোশতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মুরগির শরীরে বেশি বেশি গোশতের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য খাওয়ানো হয়। বাজার থেকে হলুদ-মরিচের গুঁড়ায় মরিচের পাতা বোঁটা,নষ্টমরিচ, হলুদের গায়ের ধুলা মাটি এবং অধিক লাভের জন্য মিশানো হয় ইটের গুঁড়া যা স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। আমরা যে প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকি। এগুলোর মধ্যে পুরনো বোতলে নকল প্রসাধনীও থাকে। এসব প্রসাধনী ব্যবহার করার কারণে দেহে চর্মরোগ ও ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি হয়। মধু সবার পছন্দনীয় খাদ্য এবং প্রাকৃতিক একটি ওষুধ। এখন তো বিশুদ্ধ মধু অধরা। পত্রিকায় পড়েছি, চিনি পিষে গুঁড়া করে তার মধ্যে গ্লিসারিন ও গন্ধ এবং রঙের কেমিক্যাল মিশিয়ে মধু তৈরি করে বোতলজাত করে থাকে। শুনেছি সুন্দরবন এবং পাহাড়ি অঞ্চলে মৌচাক থেকে যে মধু নামানো হয় তা নাকি জঙ্গলের বাইরে আসতে আসতেই ভেজাল মধুতে রূপান্তরিত হয়। বোতলের গায়ে আকর্ষণীয় মোড়ক লাগিয়ে সেগুলো বাজারে বিক্রি করা হয়।

বাজার থেকে ছানার তৈরি রসগোল্লা ক্রয় করে আমরা খেয়ে থাকি। সাদা টিস্যু পেপার পানিতে দীর্ঘক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ছানার সাথে মেশানো হয় এবং এই ছানা দিয়ে রসগোল্লা বানানো হয়। পাঁচ কেজি ছানার সাথে যদি আধাকেজি টিস্যু পেপার মিশানো হয় তাহলে লাভ কত? ঠিক দই বানাতেও একই (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন

DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S

DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

SHARIF TAX SERVICE

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER

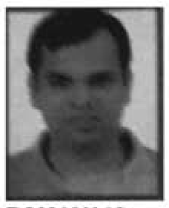

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

গভীর রাতে কবরীর বাড়িতে অজ্ঞাত লোকজন, থানায় জিডি

((৩ পাতার পর)

জ্বালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন।

পরে একটি মোটরসাইকেলে করে তারা চলে যান। এরপর আমি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে দায়িত্বরত পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করি।

তিনি বলেন, ফোন পেয়ে রাত সোয়া তিনটার দিকে পুলিশ আসে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাসার সিকিউরিটি গার্ড সব লাইট জ্বালিয়ে দেন। এরপর গার্ড জানান, বাসার কেয়ারটেকার সহিদুল ইসলামের কথায় তিনি লাইট নিভিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আজিজুল হক বলেন, কবরীর ছেলের অভিযোগ পেয়ে আমরা তাদের গুলশান লেক রোডের বাড়িতে যাই। এই অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছি আমরা।

শাকের চিশতী বলেন, ২০০১ সালে আমরা আবাসন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পাঁচতলা বাড়িটি নির্মাণ করিয়েছি। মা মারা যাওয়ার আগে গুলশানের এই বাড়িটি নিয়ে নানা আশঙ্কা করেছেন। বাড়ির দুই ফ্ল্যাট মালিকের একজন তিন বছর এবং আরেকজন চার বছর

সার্ভিস চার্জ দিচ্ছিলেন না। প্রতিবাদ করলে সেই থেকে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে বিষয়টি নিয়ে। তারা ভেবেছে, মা যেহেতু এখন আর নেই, সহজে বাড়িটি দখল করতে পারবে। তাই হলো, আমাদের বাড়িটি দখলের চেষ্টা চলছে। আম্মু যখন মারা গেল, তখন ভেবেছিলাম কিছু পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু উল্টো আরও অ্যাগ্রেসিভ হলো। মা জীবিত থাকতে লাঞ্ছিত হয়েছে। আমি এখন হুমকির মুখে আছি।

DR. SADI ALAM, DPM

Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান মাহমুদের প্রশ্নঃ

আজ আমি আমার এক আত্মীয়ের জন্যে এই চিঠি লিখছি। আমার আত্মীয় একজন গ্রিনকার্ডধারী একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে বিয়ে হয়েছিলো। অবশ্যই বিয়ের মাধ্যমে সে গ্রিনকার্ড পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে তাদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত টেকে নি। এখন জানার বিষয় হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার পর ডিভোর্স হবার ফলে তার গ্রিনকার্ডের অবস্থা কেমন হবে? আমাদের নানা বন্ধুরা নানারকম কথা বলে। সে কারণে এ ব্যাপারে আপনার কাছে লেখা। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাসান মাহমুদের প্রশ্নের উত্তরঃ

ডিভোর্স হওয়ার পর গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস কি দাঁড়ায়?

আনেক ক্ষেত্রে ডিভোর্সের পর পারমানেন্ট রেসিডেন্টরা গ্রিনকার্ড পাওয়ার জন্য তাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আবার অনেক সময় এটা কোন ইস্যু মনে হয় না। কেউ যদি আইনসম্মত রেসিডেন্ট হিসেবে ১০ বছর যাবত গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে বিয়ের স্ট্যাটাস সরাসরি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেনা। আবার কেউ যদি কোন ইউএস সিটিজেন বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ে করে গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে ডিভোর্স সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সেক্ষেত্রে ইউএসসি-সআইএস ২ বছর শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকে। এই ২ বছরকে ইউএসআইএস বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়নের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। ইমিগ্রেশন আইন ইউএসসিআইএস দেখতে চায় ঐ ২ বছরের বিয়েটা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায় পৌছেছে এই শর্ত সাপেক্ষ সময়ের শেষে দম্পতি তাদের বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণসহ অবশ্যই যৌথভাবে আবেদন করবেন এবং ফরম আই-৭৫১ প্রমাণসহ পুরণ করে শর্ত প্রত্যাহারের পিটিশন দাখিল করবেন। ফরম আই-৭৫১ হচ্ছে যৌথ পিটিশন এবং এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে স্বাক্ষর করতে হবে।

শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ড পাওয়ার পর ডিভোর্স হলে কী হবে?

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন ইউএসসিটিজেন বা কোন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে বিয়ের শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড পাওয়ার পর ডিভোর্স হলে সেক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস ২ বছরের জন্য শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড ইস্যু করে থাকে। যদি সঠিকভাবে শর্ত পুরণ করে ২ বছর অতিক্রান্ত হয় তবে যৌথভাবে ফরম আই-৭৫১ ফাইল করতে হবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের স্বাক্ষরসহ। যদি এই সময়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় তবে শর্ত মওকুফের জন্য উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত যৌথ আবেদন জরুরী। কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট ডিভোর্সের পর একই ফরম আই-৭৫১ পূরণ করা যায়। তবে ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস প্রায় নিশ্চিতভাবেই কেসটিকে অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়ে বাছাই করে দেখতে চাইবে। তারা নিশ্চিত হতে চাইবে যে বিয়েটা প্রকৃত অর্থেই বিয়ে ছিলো। এবং উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ছিল। ইউএসসিআইএস যেনো মনে করে, যে দু'জন একদা ভালোবেসে ছিলো। এবং একে অপরের প্রতি কমিটেড থাকা সত্বেও তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তবে প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাবে যিনি শর্তসাপেক্ষে গ্রিনকার্ড পেয়েছিলেন। এরকম ক্ষেত্রে আমরা সবসময়

পরামর্শ দিয়ে আসছি যে, ওয়েবারের জন্য আই-৭৫১ ফাইল করার পূর্বে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীও সাথে কথা বলা ভালো। আবেদনকারীকে অবশ্যই আবেদনের সঙ্গে ডিভোর্সের রায়, বিবাহিত যথাযথভাবে চলছিল এবং কেন ডিভোর্স হলো তার একটি বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি সংযুক্ত করে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইমিগ্রেশন প্রমাণ চায় যে বিয়েটা প্রকৃত বিয়ে ছিলো গ্রিনকার্ড পাওয়ার জন্য বিয়েটা ছিলো না। বিষয়টি সিরিয়াসলি নিতে হবে এবং যত বেশি প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব তা সংযুক্ত করতে হবে। ফরম আই-৭৫১ ফাইল করতে ব্যর্থ হলে এবং অসফল আবেদনের ফলে ডিপোর্টেশনের আশংকা থাকবে এ ব্যাপারে আরো কিছু জানার থাকলে আমাদের অফিসে ফোন করতে পারেন।

কুইন্স থেকে জে চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি আমার আত্মীয়ের জন্যে রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করেছিলাম। কিন্তু আমার এ কেস অ্যাপ্রুভ না হয়ে ফেরৎ এসেছে। আমার কেস ফেরৎ আসার কারণ আমার পিটিশনের ফিস নাকি যথার্থ ছিল না। ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম। সে কারণে এ বিষয়ে আমি আপনার কাছে পরামর্শ কামনা করছি। আশা করি আমার প্রশ্নের জবাব পাব।

জে চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

এর আগেও আমরা উল্লেখ করেছি ইউএসসিআইএস'র ফি কত। আপনাকে সঠিক অর্থ অর্থাৎ যথাযথ অর্থ উল্লেখ করে চেক লিখতে হবে। সঠিক পরিমান অর্থ না দিলে ইউএসসিআইএস আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। দুটি কারণে ইউএসসিআইএস আবেদন ফেরত পাঠাতে পারেঃ

চেকে যদি স্বাক্ষর না থাকে এবং ২) যদি সঠিক ফিস প্রদান করা না হয়। অধিকাংশ ইমিগ্রেশনের ফরমে প্রয়োজনীয় ফি'র উল্লেখ থাকলেও আবেদনকারীকে ইউএসসিআইএস এর ফি চেক করে নেয়া জরুরী। কেননা অনেক ক্ষেত্রে একই ফরম অনেক ধরনের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেক আবেদনের জন্য আলাদা আলাদা ফি। যেমনঃ রিলেটিভ পিটিশন-আত্মীয়ের জন্য আই-১৩০ এর ফি ৫৩৫ ডলার। এই ফরম গ্রিনকার্ডধারী এবং সিটিজেনেদের রিলেটিভ পিটিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একই রকম ফরম ব্যবহৃত হয় স্বামী-স্ত্রী, সন্তান (বিবাহিত/অবিবাহিত) মা-বাবা, ভাইবোনের জন্য এবং সব ক্যাটাগরির জন্য ফিস একই। আরেকটি ফরমের উদাহরণ দেয়া যায় যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফি ভিন্ন ভিন্ন। আই-১৩১ ফরমও বিভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি ইউএসসিআইএস বাইরে সাময়িক ভ্রমণের জন্য আগাম প্যারোলের আবেদন, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদনের জন্য আই-৪৮৫ ফরম পূরণের জন্য কোন ফি লাগেনা। কিন্তু কেউ যদি এই ফরম রি-এন্ট্রির আবেদনের জন্য ব্যবহার করে তবে তার ফি ৫৭৫ ডলার। আবার কিছু ফরম ফি পরিবর্তনের আগেই চাপ হয়। সেক্ষেত্রে সঠিক ফি'র এর জন্য ইউএসসিআইএস এর ওয়েব সাইট পরীক্ষা করে নিতে হয়।

এটি ইউএসসিআইএস এর ওয়েব সাইটের ফি ক্যালকুলেটর থেকে সহজেই পাওয়া যাবে। ফি ক্যাকুলেটর পাওয়ার পর তাতে ফরম নম্বর, ফরম ব্যবহারের উদ্দেশ্য এনটার দিয়ে ক্যালকুলেট-এ প্রেস করলেই সঠিক ফি জানা যাবে। এরপরও কারো সংশয় থাকলে তিনি ইউএসসিআইএস অথবা কোন ইমিগ্রেশন অফিসে কল করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। কারণ ভুল তথ্য, ঠিকানা কিংবা পিস এর কারণে আবেদন গৃহীত হবেনা এবং যার ফলে অনেক বিলম্ব ঘটবে।

আর ইমিগ্রেশন বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে স্পষ্ট করে সমস্যা ও প্রশ্ন উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় সুস্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন। অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

২৫ বছরে
সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

টিকা-বৈষম্য দূর করতেই হবে

ডা. মুশতাক হোসেন

প্রায় গোটা বিশ্ব করোনা মহামারির যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ধারণ করে আছে এর বাইরে আমরাও নই। জনক্ষয় তো হয়েছেই, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশি এই মহামারির নানামুখী অভিঘাতের ক্ষত রয়ে গেছে সর্বত্রই। সহজে শুকাবে না এই ক্ষত। এই অবস্থায় করোনা-উত্তর পরিস্থিতি ও এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক পরিসরে কর্মপরিকল্পনা জরুরি। এই বাস্তবতার আলোকেই ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এবং দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা আকারে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তিনি বৈশ্বিক সংহতি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে যে আলোকপাত করেছেন, তা সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

এত বড় মহামারির পরও করোনা প্রতিরোধে টিকা-বৈষম্য জিইয়ে রাখছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যে দাবি উত্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক দাবি। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে তিনি নেতৃত্বমূলক অবস্থান নিয়েই কথাগুলো বলেছেন। একই সঙ্গে অধিকারের ও কল্যাণের পক্ষে আমাদের অবস্থানও স্পষ্ট করলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়টি নিয়ে লড়াই করছে যে, করোনার টিকা উৎপাদনে যেসব দেশের সক্ষমতা রয়েছে তাতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে টিকার আওতায় আনা কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। এ রকম মহামারির সময় আগে থেকেই একটি চুক্তি আছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিষেধক উৎপাদনের পথ খুলে দেওয়া। স্বল্পমূল্য ওষুধ, টিকা, মেডিকেল সামগ্রীসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু প্রাপ্তির পথ সহজ করা।

কিন্তু বিস্ময়কর হলো, করোনার মতো এত বড় দুর্যোগেও তারা অর্থাৎ উৎপাদক দেশগুলো প্রতিশ্রুতি-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বাণিজ্যচিন্তা একচেটিয়া করে ফেলেছে। এমন পরিস্থিতিতে সব উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের পক্ষে কণ্ঠ মিলিয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা সাধুবাদযোগ্য। করোনা মহামারি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করবে যদি এই দাবি আদায় হয়। দাবি উত্থাপিত হয়েছে এবং এখন দায়িত্ব হলো, একজোট হয়ে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যূথবদ্ধভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত, তারা যেন তা মানতে বাধ্য হয়। আমরা যদি বর্তমান বিশ্ব-বাস্তবতায় ভাবি তাহলে যূথবদ্ধভাবেই নতুন নতুন অংশীদারিত্ব, সহযোগিতার ক্ষেত্র, সমস্যা সমাধানের সড়ক তৈরি করতে হবে। জাতিসংঘ এ ক্ষেত্রে আরও জোরালো অবস্থান নেবে তাও তাদের প্রত্যাশিত। টিকা উৎপাদনে প্রযুক্তি সহায়তা ও মেধাস্বত্ব উন্মুক্তকরণের মধ্য দিয়েই বিদ্যমান টিকা-বৈষম্য নিরসনের পথটা মসৃণ করা সম্ভব। কাজেই বড় শক্তিগুলোর বোধোদয় জরুরি।

কয়েকটি শক্তিশালী দেশ এ ব্যাপারে অনেকটা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করলেও অন্য শক্তিশালী কয়েকটি দেশের ওজর-আপত্তি রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা যেসব যুক্তি দেখাচ্ছে তা অত্যন্ত খোঁড়া এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় অমানবিকও বটে। যদি প্রযুক্তি সহায়তা পাওয়া যায় এবং মেধাস্বত্ব উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক দেশই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে টিকা উৎপাদনে এগোতে পারবে যার যার সাধ্যমতো। যেমন, আমরা যদি বিশাল আকারে উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নাও পারি, যেটুকুই করতে পারব তাও বা কম কিসের। এখন আমরা বাইরে থেকে যে টিকা পাচ্ছি বা সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছি, এর চেয়ে তো কয়েক গুণ বেশি টিকা নিশ্চিত করা যাবে। যদি এমন হয়- আমাদের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন বেশি করা সম্ভব হয়েছে, তাহলে অন্যের দিকে আমরাও বাড়াতে পারব সহযোগিতার হাত।

আর যদি সবার সহযোগিতা থাকে একই সঙ্গে যদি থাকে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, তাহলে এই ব্যবস্থার পথ মসৃণ করা কঠিন নয়। আমরা যখন করোনার পরীক্ষা শুরু করি তখন তা ছিল একেবারেই গন্ডিবদ্ধ, তারপর বেড়ে হলো কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র। আর এখন আটশর মতো কেন্দ্রে এই পরীক্ষা হচ্ছে। এ থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি, সহযোগিতা, পরিকল্পনা, সদিচ্ছার সমন্বয়ে অনেক কঠিন কাজই সহজ করা সম্ভব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। যদি প্রযুক্তি সহায়তা আমরা পাই ও মেধাস্বত্ব উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের যেটুকু সক্ষমতা রয়েছে, তাতে আমরা আশান্বিত হতেই পারি। সরকারি পর্যায়ে ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনেক কিছুই দৃশ্যমান হবে। বেসরকারি পর্যায়েও আমাদের সক্ষমতা আছে। কাজেই যারা অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি ভুলে তাদের মস্তিস্কে একচেটিয়া বাণিজ্যের চিন্তা চাষ করছে, তা থেকে সরে আসতে হবে।

কোনো কোনো উৎপাদক দেশ বলছে, প্রযুক্তি সহায়তা ও মেধাস্বত্ব ছাড় দিলে এই টিকা নকল হয়ে যাবে। তাদের এই বক্তব্যও অত্যন্ত খোঁড়া যুক্তি। নকল কি অন্যান্য ওষুধ হচ্ছে না? উন্নত রাষ্ট্রেও কি নকল ওষুধের সন্ধান মেলেনি? তবে এই অপপ্রক্রিয়া যাতে কেউ না চালাতে পারে এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি দেশকে বলিষ্ঠ অবস্থান নিতে হবে। অভ্যন্তরে তো বটেই, বাইরে থেকেও এ ব্যাপারে সতর্ক-সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেসব রাষ্ট্র এমন কথা বলছে, তারা যদি টিকা একা উৎপাদন করে কিংবা অন্য দেশের সঙ্গে যৌথভাবে উৎপাদন করে, তাহলেও এক কথাই। তবে যখন উৎপাদনের পরিসর বাড়বে, তখন নজরদারির পরিসর কিংবা ব্যবস্থার দিকেও সমগুরুত্ব দিয়েই দৃষ্টি দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী করোনার টিকার ন্যায়সংগত মূল্যেরও ফের তাগিদ দিয়েছেন তার ভাষণে। এর রূপরেখা কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক দেওয়া আছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর স্তরও নির্ধারণ করেছে। কোনো দেশ পাবে বিনামূল্যে, কেউ পাবে স্বল্পমূল্যে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা উচ্চমূল্যে কিনবে। বিশ্বব্যাংকের নির্ধারিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী উন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত কিংবা অনুন্নত দেশ-এ অনুযায়ীই মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটছে। আন্তর্জাতিক চাপ এ ব্যাপারে সেইভাবে সৃষ্টি না হওয়ায় মুনাফা যাদের লোটার সুযোগ রয়েছে, তারা সেই সুযোগ নিচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাবও নতুন করে সামনে এলো এবং এ জন্য ভুক্তভোগী দেশগুলোর এক কাতারভুক্ত হওয়া জরুরি। নতুন কিংবা পুরোনো বলে কথা নেই, যে কোনো উদ্ভাবনের মান যাতে বজায় থাকে তাতে সচেষ্ট থাকতে হবে সবাইকে। আমাদের যেমন এ ব্যাপারে আইন আছে, অন্যদেরও আছে। তারা এও বলেছে, মেধাস্বত্ব উন্মুক্ত করে দিলে টিকা উৎপাদন ব্যবস্থা ঝুঁকির মুখে পড়বে। এসবই হচ্ছে মুনাফা লোটার ফন্দি। ওষুধ তো সাধারণ কোনো পণ্য নয়। এর উৎপাদনে আন্তর্জাতিক নিয়ম আছে। মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সে ক্ষেত্রে মুখ্য। আন্তর্জাতিক টিকা জোগানদাতা সংস্থা কোভ্যাক্সের স্লোগান- 'মহামারির এ বিশ্বে আমরা কেউই নিরাপদ নই, যতক্ষণ না প্রত্যেকেই নিরাপদ হই। আমরা কেউই দৌড়ে জিতব না, যতক্ষণ না প্রত্যেকেই জিতব৷ তাদের এই স্লোগান টিকা-বৈষম্যহীন বিশ্ব গড়ার অনন্য নজির। উন্নত কিংবা টিকা উৎপাদক রাষ্ট্রগুলো এই স্লোগানের পক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করলেও কার্যক্ষেত্রে কি তেমনটি দৃশ্যমান? রোমে জি-২০ সম্মেলন হয়ে গেল। সেখানেও এ বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। তারাও যদি এ ব্যাপারে অধিকতর তৎপর হয়, তাহলে জি-৭-এর দেশগুলো চাপে পড়বে। জি-২০ভুক্ত দেশগুলো যদি তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী হয়, তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য পূরণের পথও মসৃণ হবে। নিশ্চয়ই আমরাও তাদের সঙ্গে থাকব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো বলেছেনই, নতুন নতুন অংশীদারিত্ব ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তার এই বক্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী।

লেখক: রোগতত্ত্ববিদ। সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আইইডিসিআর

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিশ্বনায়কের ইতিকথা

গোলাম মাওলা রনি

বড় বড় মানুষের জীবনী পড়া আমার পুরনো অভ্যাস। ইদানীংকালে সেই অভ্যাসটি অর্থাৎ বই পড়ার অভ্যাসটি সিনেমা দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর সব বড় বড় মানুষের জীবনী এখন প্রামাণ্য চলচ্চিত্ররূপে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে পাওয়া যায়। আপনার যদি ঐতিহ-াসিক বিষয়ে আগ্রহ থাকে তবে মাত্র ১ ঘণ্টার একটি ভালো মানের চলচ্চিত্র দেখার মাধ্যমে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনি যে ধারণা লাভ করতে পারবেন তা বই পড়ে অর্জন করতে হলে সময় এবং অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ অনেক গুণ বেশি হয়ে যাবে।

ইউটিউব নামক সামাজিকমাধ্যমটিতে আপনি যেমন পৃথিবীর প্রথম সম্রাট সারগণের যুদ্ধ, রাজ্য শাসন এবং মানবকল্যাণের ঘটনা সংক্রান্ত চলচ্চিত্র দেখে তার প্রেমে পড়ে যাবেন তেমনি মহামতি সাইরাস, দারারুস, চীনের প্রথম সম্রাট শি হুয়ান টির জীবনীও আপনাকে নিদারুণভাবে প্রভাবিত করবে। প্রাচীন দুনিয়ার পম্পেই দি গ্রেট, মহাবীর হানিবল বার্সা এবং তার বাবা হামিলকার বার্সা, জুলিয়াস সিজার, মার্কাস অরলিয়াস, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট প্রমুখের জীবনী দর্শনের পর জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণাই পাল্টে যাবে। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে খলিফা হারুন আল রশিদ, আল মামুন, আল মুইজ, তৃতীয় আবদুর রহমান, সালাউদ্দিন আইয়ুবী, সম্রাট আকবর, সুলতান মুহাম্মদ, সুলতান সুলেমান ছাড়াও পারস্যের শাহ ইসমাইলের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রগুলো আপনাকে নিদারুণভাবে আলোড়িত করবে।

আপনি যদি মধ্যযুগ ছেড়ে বিংশ শতাব্দীর মহামানবদের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র দেখেন তবে আপনার কাছে এমন একটি অনুভূতি হাজির হবে যার কল্যাণে আপনি হয়তো অনেক মহ-ামানবের স্পর্শ পেতে চাইবেন। নেলসন ম্যান্ডেলা, হো চি সিন, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা ছাড়াও আপনি চীনের দেং জিয়াও পিং, সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ, মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ প্রমুখের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো অধ্যয়ন করেন তবে খুব সহজেই মানুষ এবং অমানুষের পার্থক্য বুঝতে পারবেন। রাষ্ট্রনায়ক বনাম রাষ্ট্রীয় ভিলেনের চরিত্র কেমন অথবা নিজের পিতা এবং জাতির পিতার মধ্যে পার্থক্য কি তা বোঝার জন্য গয়া-কাশি-বৃন্দাবন বা কামরূপ-কামাক্ষা যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

উল্লিখিত উপায়ে বিশ্বের রাজনীতি-অর্থনীতি-যুদ্ধ অথবা রাষ্ট্র গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং মানুষের চিন্তা-চেতনা-বুদ্ধি এবং কল্পনার রাজ্যে পরিবর্তন আনয়নকারী মহামানবদের নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো দেখার পর আমার কাছে যে মহামানবকে বর্তমান শতাব্দী এবং বিগত শতাব্দীর অর্থাৎ বিংশ এবং এক-বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিশ্বনায়ক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তিনি হলেন সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান, যাকে রাষ্ট্রটির জনক বা পিতা বলেও অভিহিত করা হয়। যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, কেন আমি সিঙ্গাপুরের মতো ছোট একটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষ্যাপাটে, রূঢ় বা নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী এবং গণতন্ত্রের নামে এক ব্যক্তির শাসন কায়েমকারী ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন তাকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিশ্বনায়ক বলছি। অথবা যেখানে পশ্চিমা দু-নয়ার চার্চিল, জেনারেল দ্য গল, জেনারেল আইসেন হাওয়ার, ট্রব্যান, কেনেডি ছাড়াও মিসরের গামাল আবদেল নাসের, সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল, লেলিন-স্ট্যালিন এবং ভারতবর্ষের মাওলানা আজাদ-গান্ধী-জিন্নাহর মতো দুনিয়া কাঁপানো লোকজন রয়েছে সেখানে কেন আমার কাছে লি কুয়ানকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বনায়ক মনে হলো!

আমার মতে লি কুয়ানের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে অন্য রাষ্ট্রনায়কদের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা হয় না। কারণ সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৯ সালের মে মাসের পাঁচ তারিখে যে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার চেয়ে লাখ কোটি গুণ বেশি সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় ১৯৯০ সালের মে মাসে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তার সুদীর্ঘ ৩১ বছরের শাসনামলে তিনি কেবল

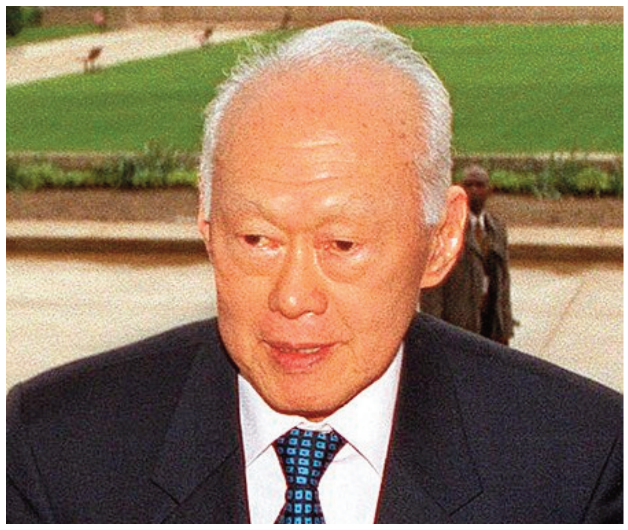

সিঙ্গাপুর নয়, তামাম দুনিয়ার জন্য যে সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে গেছেন অমনটি অন্য কারো জীবনীতে দেখতে পাইনি। সিঙ্গাপুরকে নকল করে একই ধাঁচের নগররাষ্ট্র তৈরি করার জন্য '৮০-র দশকে বিশ্বের তাবৎ ক্ষমতাধর এবং ধনী রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা লি কুয়ানের কাছে আসতে থাকেন। ফলে আমরা বর্তমানে দুবাই, আবুধাবী, শারজাহ, শেনঝেন, হংকং, সাংহাই, বেইজিংয়ের মতো নগররাষ্ট্রগুলো দেখতে পাই। একই পথ অনুসরণ করে মার্কিন মুলুকের হনলুলু, ইন্ডিয়ানা, ইউরোপের সাইপ্লাস, মোনাকো, মাল্টা এবং লুক্সেমবার্গ প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গাপুর হওয়ার জন্য। আমরা যারা সাধারণ চোখে সিঙ্গাপুরকে মূল্যায়ন করি তাদের কাছে হয়তো ছোট এই দ্বীপরাষ্ট্রটির ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, উঁচু উঁচু বিল্ডিং, বিনোদন ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, উন্নত জীবন, উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা ইত্যাদি মুখ্য বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু এই শতাব্দীর অন্যতম মহানায়ক এবং আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা দেং জিয়াও পিং যেদিন সিঙ্গাপুর এসেছিলেন লি কুয়ানের কৌশল রপ্ত করার জন্য সে দিন তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জনগণ কী কারণে সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রটিকে বিশ্বাস করছে ভালো বাসছে এবং সব বিষয়ে নিজের চেয়েও রাষ্ট্রকে নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ ভাবছে?

দেং জিয়াও পিং আরো জিজ্ঞাসা করেছিলেন শহরের জন-নরাপত্তা, ন্যায়বিচার, মুক্ত অর্থনীতি, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং সুখী জনগণের রহস্য সম্পর্কে। দেং এর প্রশ্নের জবাবে লি যা বলেছিলেন তার অসংখ্য ভিডিও ক্লিপ ইন্টারনেটে রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গেলে নিবন্ধের পরিধি অনেক বড় হয়ে যাবে। সুতরাং দেং ও লিয়ের বৈঠকের চৌম্বক অংশটুকু বলে আমি পরবর্তী প্রসঙ্গে চলে যাবো। লি তার সহকর্মী অর্থাৎ মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য দেশ-বিদেশের ৮০০ মেধাবী মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন যারা বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুজাতিক কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরূপে সারা দুনিয়ার মধ্যে শীর্ষ বেতনধারী এবং সফলতম মানুষ ছিলেন। এর বাইরে বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য সেক্টরের সফলতম মানুষের সাক্ষাৎকারও তিনি নিয়েছিলেন।

লি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, বিভিন্ন সেক্টরে চূড়ান্ত সফল হবার পরও বেশির ভাগ লোকের অর্থলোভ এবং ক্ষমতার লোভ প্রবল। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান কিংবা বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত লাখ লাখ লোককে সফলভাবে নেতৃত্বদানকারী লোকটির মধ্যে তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলি দেখতে পাননি। তিনি তাদের মধ্যে সংবেদনশীল মন, সাহস, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এবং সাধারণ মানুষের সাথে মেলাশেলা করার যোগ্যতা দেখতে পাননি। অধিকন্তু তাদের শ্রবণশক্তিও ছিল ভয়ানক দুর্বল। অর্থাৎ তারা শুধু হুকুম দিতে অভ্যস্ত কিন্তু কারো আকুতি কিংবা পরামর্শ শোনার মতো কান তাদের ছিল না। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চপদস্থ সাম-রিক ও বেসামরিক আমলাদেরও মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অভ্যাস-রুচি, মনমানসিকতা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। ফলে ৮০০ প্রার্থীর মধ্য থেকে মাত্র দুই-তিনজনকে তিনি মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

তিনি মন্ত্রীদেরকে সর্বোচ্চ বেতন দিতেন। অর্থাৎ সিঙ্গাপুর তো বটেই এমনকি লন্ডন আমেরিকার শীর্ষ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী অথবা বিশ্বসেরা করপোরেট হাউজের প্রধান নির্বাহীর বেতনের চেয়েও লি কুয়ানের মন্ত্রীরা বেশি বেতন পেতেন। ফলে মাত্র সাত-আট বছরের মধ্যে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা-সফল ও সুন্দর বিমানবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর গড়তে পেরেছিলেন। একই সাথে বিশ্বের প্রধানতম বিমান সংস্থা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স বা প্রধানতম শিপিং কোম্পানি এপিএল এনওলের সৃষ্টি হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের ব্যাংকিং, পুলিশি ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র এবং বিচারব্যবস্থাকে এমন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যার সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো রাষ্ট্র ধরাধামে নেই। তিনি গর্ব করে বলতেন, পৃথিবীর সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মাটির নিচে আর আমাদের দেশের সম্পদ নগদে ব্যাংকে জমা রয়েছে যা যখন ইচ্ছে তখনই প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যায়। কোনো দেশের সোনার খনি-তেলের খনি বা অন্য কোনো খনিতে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পরিশোধিত সোনা এবং নগদ অর্থ আমাদের রয়েছে।

লি কুয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব তার দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের যে গ্রাফ রচিত হয়েছে তার মধ্যে নিহিত। সেখানকার লোকদের শিক্ষাদীক্ষা আইনের প্রতি আনুগত্য, নৈতিক সততা, সামাজিক সম্প্রীতি, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা ইত্যাদি সূচকে গত পঞ্চাশ বছরে সিঙ্গাপুরের জনগণ যে উচ্চতায় পৌঁছে গেছে তা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। ছিনতাই রাহাজানি চু-রিচামারি সন্ত্রাস চাঁদাবাজি মাস্তানি দখলদারিত্ব ইত্যাদি মন্দ শব্দ এখন সিঙ্গাপুরের ডিকশনারিতে নেই। অন্য দিকে, ভোটচুরি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, দিনের ভোট রাতের আঁধারে সম্পন্ন করা, রাষ্ট্রীয় পদে থেকে মিথ্যাচার অনাচার ব্যভিচার, রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় বা লোপাট ইত্যাদি কিভাবে হয় বা হতে পারে তা এখন পর্যন্ত সিঙ্গাপুরবাসী দেখা তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

লি কুয়ান তার দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে নারীদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা নিয়ে একবার কৌতুক করে বলেছিলেন যে, এখন সিঙ্গাপুরের মেয়েরা এতটা শিক্ষিত হয়ে পড়েছে এবং কর্মজীবনে দক্ষতা ও সফলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের বিয়ে দেয়া এখন সমস্যা হয়ে পড়েছে। পুরুষরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী সাধারণত তাদের চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন। অলস এবং গৃহকর্মে পারদর্শিণী মেয়েদের বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমাদের মেয়েরা রান্নাঘর ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে এসে বহু পুরুষের বস হয়ে গেছে। ফলে এরকম অসংখ্য মেয়েকে বিয়ে করার যোগ্য পাত্র দেশে-বিদেশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

লি কুয়ান প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নেন ১৯৯০ সালে এবং মারা যান ঠিক ২৩ বছর পর ২০১৩ সালে। অবসর গ্রহণের আগে তিনি তার দলে এবং পরিবারে যোগ্য উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করেন। জীবদ্দশায় তিনি তার ছেলের পরিবর্তে গো চক টংকে দল এবং সরকারের প্রধান মনোনীত করেন এবং ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি কোনো ক্ষমতা অফিস বা দফতর ছাড়া নিছক পরামর্শক মন্ত্রীরূপে তার উত্তরাধিকারীদের সাহায্য করেছেন। এরপর ২০০৪ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মিনিস্টার মেন্টর হিসেবে দেশ-বিদেশে সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রকে তুলে ধরেছেন। তারপর যখন দেখলেন তার স্বপ্নের সিঙ্গাপুর বাস্তব রূপ নিয়েছে এবং তার উত্তরাধিকারীরা স্বাধীনভাবে সবকিছু করছে এবং তিনি তা দেখে উপলব্ধি করেছেন যে, তার অবর্তমানে সব কিছু আগের মতোই চলবে তখন তিনি শতভাগ অবসরে চলে যান এবং তার দুই বছর পর মারা যান। লি কুয়ানের গৌরবময় মৃত্যুর মতোন এমন মৃত্যু এই শতাব্দীতে অন্য কোনো মহামানবের জীবনে ঘটেনি। দেশের প্রতিটি নাগরিক তাদের রাষ্ট্রের জনকের শেষকৃত্যে যে ভক্তি শ্রদ্ধা আবেগ অনুভূতির অশ্রু বিসর্জন করেছে এবং ঘটনার দিন মানুষের কান্নার সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশ যেভাবে কেঁদেছে তা আপনি নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

ব্যাপকতর সমৃদ্ধি ও একটি উন্নততর বিশ্বের অভিমুখে লি জিমিং

২০২১ সাল চীনের শতবর্ষী জাতীয় পুনরুজ্জীবনের সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর, আর বাংলাদেশের জন্য মহামারীসৃষ্ট দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে উন্নয়নের পথে চলার তাৎপর্যপূর্ণ বছর এবং সারা বিশ্বের জন্য প্রাচ্যমুখী হওয়ার এক অপরিহার্য বছর।

চীনের শতবর্ষী লক্ষ্যমাত্রা

১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশটি ঘুরে দাঁড়ানো, সমৃদ্ধি অর্জন এবং শক্তিশালী হওয়ার তিনটি ধাপের রূপান্তর লাভ করেছে। ২০১৭ সালে সি-পসি চীনের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের একটি পরিকল্পনাকে তার সনদে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তা করা হয়েছে দুইটি শতবর্ষের লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে। গত ১ জুলাই অনু-ষ্ঠিত সিপিসি প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রপতি ও সিপিসির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিং আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, চীন সঠিক সময়ে তার প্রথম শতবর্ষের লক্ষ্য অর্জন করেছে। একই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, চীনের সফলতা সিপিসির ওপর নির্ভরশীল। চীনা জাতির ১৮১ বছরের আধুনিক ইতিহাস, সিপিসির ১০০ বছরের ইতিহাস, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ৭২ বছরের ইতিহাস জোরালোভাবে প্রমাণ করে সিপিসি ছাড়া নয়া চীন এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনের কোনোটাই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

চীনের উন্নয়ন সবার জন্য কল্যাণকর

চীনের সফলতা এশিয়া মহাদেশের সফলতার প্রতীক। ক্রমবর্ধমানভাবে একুশ শতককে 'এশিয়ার শতক' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলোর মহামারি নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ সফলতা এই বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে এশিয়ার দেশগুলো সাধারণত শান্তি, উন্মুক্ততা, সমবায় ও অভিন্ন উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন

লক্ষ্যের পাশাপাশি চীন এতদঞ্চলে এবং তার বাইরে মানবজাতির জন্য একটি যৌথ ও সমন্বিত ভবিষ্যতের এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই উন্নয়ন ধারণা সফল এবং সবার জন্য কল্যাণকর বলে এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছে চীন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তার নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসার জন্য নিজস্ব সম্পদ সারা বিশ্বের সঙ্গে ভাগাভাগি করে চীন মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করছে চীন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ ও সংহতির আহ্বান জানিয়েছে চীন। যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যকার সমস্যা ও ভিন্নতাগুলো সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

অভিন্ন স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশের সঙ্গী চীন

রাষ্ট্রপতি শি বলেছেন, চীনের মহান জাতীয় পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন বাংলাদেশের 'সোনার বাংলা' স্বপ্নের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। চলতি বছর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই দুদেশকে আরো ঘনিষ্ঠ করেছে। দুদেশই সব ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে মহামারীসৃষ্ট সব দুর্যোগ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ তার ৭০তম স্বাধীনতাবার্ষিকীতে একটি পুরোপুরি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। একই সময়ে চীন তার দ্বিতীয় শতবর্ষের লক্ষ্য অর্জনের নতুন যাত্রা শুরু করেছে। ফলে আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে দুই দেশের সামনে আরো অনেক অবারিত সুযোগ এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আসুন, আমরা চীন ও বাংলাদেশ একে অপরের হাতকে শক্তভাবে ধরে রাখি। একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ এশিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং মানবজাতির একটি উজ্জ্বল অভিন্ন ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে এটি খুবই প্রয়োজন।

লেখক: বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

যেন লর্ড রাসেলের ভাষণ শুনছিলাম

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

কোন বছরের কথা তা ঠিক মনে নেই। তবে তখন আমি বিলেতে আইনের ছাত্র। সমগ্র আফ্রিকায় চলছিল মহাদুর্ভিক্ষ, অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছিল শত শত মানুষ। ঠিক একই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ চালকে প্লাস্টিক পণ্যে রূপান্তরিত করে মানবতা বিরোধিতার চরম উদাহরণ চালিয়ে যাচ্ছিল। জুড়িথ হার্ট নামের যুক্তরাজ্যের শ্রমিক দলের বিশ্বমানবতাবাদী নেত্রী ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁর দলের সদস্যদের বলেছিলেন শিগগির ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে এ ধরনের নগ্ন অমানবিক কর্মকান্ড প্রতিহত করার জন্য। চালকে যে প্লাস্টিকে রূপান্তর করা যায়, এ কথা তখনই প্রথম শুনেছিলাম। গত ২৫ সেপ্টেম্বর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব সংস্থায় যে ভাষণ দিলেন, তা শুনে যুক্তরাজ্যের সেই শ্রমিকদলীয় নেত্রীর ভাষণের কথা মনে পড়ল, যার কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বড় অংশজুড়ে ছিল বিশ্বমানবতার কথা, বিশ্বের দরিদ্র জনসংখ্যার স্বার্থের কথা, দরিদ্র দেশগুলোর অধিকারের কথা এবং উন্নত দেশগুলোর অমানবিক আচরণের কথা। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো প্রধানমন্ত্রী ঠিক তাঁর বিশ্ববন্ধু পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন, একই আদর্শের ধারক। বঙ্গবন্ধু বলতেন, তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি একজন মানুষ। মধ্য যুগের কবি চন্ডীদাস সব মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' জাতীয় কবি নজরুলও লিখেছেন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান', লালন গেয়েছেন 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'।

গত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী, শান্তির দূত হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয় সেই লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল আজীবন বিলেতের হিউমেনিস্ট স্যান্ডিং অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে লিখিত আত্মজীবনীতে যা উল্লেখ করেছিলেন তা ছিল 'তিনটি মৌলিক আবেগ আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে, যার একটি ভালোবাসার সন্ধান, দ্বিতীয় জ্ঞানের চর্চা এবং তৃতীয়টি মানবজাতির নিপীড়ন নিবারণের পথ খোঁজা।' বিলেতের অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য (আর্ল) হয়েও তাঁর মানবপ্রেম ছিল অভাবনীয়। ১৯ শতকের বিলেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের দৌহিত্র নোবেলজয়ী বার্ট্রান্ড রাসেলকে গত যুগের শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদীদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আর বঙ্গবন্ধুর দর্শনতত্ত্বকেও ইউরোপের নামিদামি দার্শনিকরা বার্ট্রান্ড রাসেলের তত্ত্বের অনুসারী বলে বিবেচনা করতেন এ জন্য যে বঙ্গবন্ধু লর্ড রাসেলের সেই তিন আদর্শই পালন করতেন। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ও তত্পূর্বে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বিশ্বমানবতার পক্ষে কথা বলে এবং বিশ্বময় নির্যাতিত ও মুক্তিকামী মানুষের অধিকারের সমর্থনে কথা বলে বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। ঠিক একই নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার মধ্যে। সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে তিনি বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের অধিকারের কথা বলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। অভিন্ন মানবজাতি শব্দটি উচ্চারণ করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর চিন্তা-চেতনায়ও রয়েছে বিশ্বের সব মানুষ। তিনি সবাইকে সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ ভুলে গিয়ে বিশ্বমানবতার জন্য নিবেদিত হওয়ার দাবি জানান। এটি গোটা মানবজাতির জন্য দুঃখজনক যে আজ করোনা মহামারির সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলো করোনার টিকা নিয়ে বাণিজ্যিক মনোভাব নিয়ে নেমে পড়েছে, যা দেখে মনে হচ্ছে 'কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস'। এটি ৭০ দশকে চালকে প্লাস্টিকে পরিণত করার মতোই নির্মম। যেখানে মানবতার দাবি হলো করোনার টিকাকে মানবজাতির সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে, মুনাফার কথা না ভেবে সেগুলো গোটা বিশ্বের মানুষের মধ্যে বিতরণ করা, সেখানে উন্নত দেশগুলো করোনার টিকাকে ব্যবহার করছে নিজ নিজ দেশের মুনাফার হাতিয়ার হিসেবে, আর আমাদের নেত্রী ঠিক সেই অমানবিক মনোভাবের ওপরই প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছেন তাঁর ভাষণে, কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন এ ধরনের মুনাফা প্রবৃত্তির, দাবি করেছেন করোনার টিকা বৈষম্যহীনভাবে বিশ্বময় বিতরণ করতে, একে মানবজাতির সম্পদ বলে বিবেচনা করতে। করোনা টিকার ৮৪ শতাংশ উন্নত বিশ্ব তাদের দখলে রাখায় উষ্মা প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেছেন, এই টিকা অবশ্যই বৈষম্যহীনভাবে বিশ্বের সব মানুষের কাছে বিতরণ করতে হবে, এই টিকার প্রযুক্তি সব দেশকেই জানাতে হবে, যাতে দরিদ্র দেশগুলোও করোনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেছেন, দরিদ্র দেশগুলো করোনায় কাবু হয়ে থাকলে বিশ্বের উন্নতি সম্ভব হবে না, যে কথা শুধু একজন আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদের ধারণারই প্রতিফলন। মানবতার প্রতি তাঁর সচেতনতার জন্য জলবায়ু সমস্যায় জাতিসংঘ গঠিত কমিটিতে তাঁকে বিশেষ অবস্থানে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষণে নেত্রী জলবায়ুর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য উন্নত দেশগুলোর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দাবি তুলেছেন ভুক্তভোগী দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে। বার্ট্রান্ড রাসেলের যেমন জীবনভর সংগ্রাম ছিল অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, বঙ্গবন্ধুও তেমনি সোচ্চার ছিলেন নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে; আর একইভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিষবৃক্ষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন বিশ্বসভায়। তিনি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবেতর জীবনের কথা উল্লেখ করে বিশ্বনেতাদের কাছে দাবি তুলেছেন তাঁদের দুর্দশা লাঘবের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার।

নেত্রী ঠিক তাঁর মহামানব পিতার মতোই বিশ্বের গোটা জনগোষ্ঠীর অভাব-অনটন বিমোচনের কথা বলে মহাত্মা গান্ধীর সেই উক্তিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে উক্তি ছিল 'পৃথিবীতে সব মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু লোভ নিবারণের জন্য নয়।' তিনি উন্নত দেশগুলোর কাছে দাবি তুলেছেন–করোনার টিকা ও জলবায়ুর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ঠেকানোর জন্য যে প্রযুক্তির প্রয়োজন তা বিশ্বময় বিতরণ করার। এমন কথা কিন্তু অন্য কারো মুখ থেকে শোনা যায়নি বলে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম তাঁর ভাষণকে অনন্য বলে আখ্যায়িত করেছে, তাঁর দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও মানবপ্রেমী মনোভাবের প্রশংসা করেছে। বাংলাদেশে উন্নয়নের বিস্তারিত ধারাবিবরণী দিয়ে নেত্রী বিশ্বনেতাদের মূলত নিজ নিজ দেশে উন্নয়নের প্রবাহ সৃষ্টি করতেই দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, যাতে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা যায়। বাংলাদেশ যে উন্নয়নে চমকপ্রদ নজির সৃষ্টি করেছে, আজ তা পৃথিবীর কারো কাছে অজানা নেই। তাই বিশ্ববাসী, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলো জানতে ইচ্ছুক বাংলাদেশ কিভাবে জাদুর স্পর্শের মতো এত অল্প সময়ে উন্নয়নের দীপশিখা জ্বালিয়ে এক দশক আগের দরিদ্র বাংলাদেশকে উন্নয়নের আলোকবর্তিকায় এনে চমক সৃষ্টি করল। তিনি যেভাবে বাংলাদেশে উন্নয়নের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন তাতে হামবড়া বা স্বার্থপরতার গন্ধ ছিল না, ছিল উপদেশের সুর, যাতে অন্য দেশগুলোও বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে বিশ্বকে সুখ-শান্তির নিবাসে পরিণত করতে পারে–যা ছিল লর্ড রাসেলের প্রত্যাশা, বঙ্গবন্ধুর ভাবনা। নেত্রী এই প্রত্যাশার কথাটিই স্মরণ করিয়ে জানান দিয়েছেন যে মানবজাতি সভ্যতার উত্কর্ষের কারণে যা কিছু অর্জন করেছে, বৈষম্যহীনভাবে তার ভাগীদার সমগ্র মানবসমাজ। বিশ্বসম্পদ বিতরণে, বিশেষ করে করোনার টিকার বিশ্বময় বিতরণের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণকে, কুক্ষিগত করার প্রবণতাকে তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে অর্জন করেছেন শ্রোতাদের শ্রদ্ধা।

জননেত্রী শেখ হাসিনা যে বিশ্ববাসীর কাছে অনেক বড় মাপের বিশ্বনেত্রী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন তার বড় প্রমাণ তাঁকে প্রদান করা এসডিজি সম্মাননা (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা স্থায়ী উন্নয়ন)। এটি প্রদান করেছে স্বয়ং জাতিসংঘ ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যা বিশ্বের শীর্ষ তালিকায় থাকা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। এটি যে কত উঁচু মাপের সম্মাননা তা আরো পরিষ্কার হয়েছে, যখন এই সম্মাননা প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'জুয়েল অব দ্য ক্রাউন' বিশেষণে সম্বোধন করা হয়। তাদের কথার মর্মার্থ হলো, তিনি সারা পৃথিবীর মুকুটের মণি। উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিককালে ভারতবর্ষের সম্পদের জন্য, খ্যাতির জন্য একে 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার' বলা হতো। সুতরাং 'জুয়েল অব দ্য ক্রাউন' কথাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ, যার জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা সবাই গর্বিত হওয়ার দাবিদার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে আন্তর্জাতিকতা যেমন অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তেমনি সম্মোহিত করেছে জাতিসংঘের মহাসচিবকেও, যিনি শেখ হাসিনার প্রশংসায় কোনো কার্পণ্য প্রদর্শন করেননি। করোনার টিকা ও বিশ্ব জলবায়ু সমস্যার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তাকে অনেকেই মাইলফলক ভাষণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকে বলেছেন, তাঁর ভাষণ উন্নত দেশগুলোর নেতাদের চোখ খুলে দিতে পারে, তাঁদের মধ্যেও বিশ্বমানবতার ধারার সূচনা হতে পারে। এ ভাষণ নিশ্চিতভাবে শেখ হাসিনাকে একটি দেশের রাষ্ট্রনায়ক থেকে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়কে পরিণত করেছে, যে মর্যাদা সত্তরের দশকে বঙ্গবন্ধু লাভ করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়ই। সব ভেদাভেদ ভুলে সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ার জন্য অভিন্ন মানবসমাজের যে কথা তিনি বলেছেন, তা নিশ্চিতভাবে একটি গভীর তত্ত্ব কথা। অভিন্ন মানবজাতির তত্ত্ব আগে যাঁরা উচ্চারণ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ ব্যাপারে স্মরণ করা যায় আমেরিকান মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং, শিকাগো সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, বিভিন্ন জায়গায় মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ, ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের ভাষণে, দার্শনিক সার্ত্রে, অঁদ্রে মালরো, গোর্কি, কার্ল মার্ক্স, হেগেল, ইমানুয়েল কান্ত, স্টিফেন হকিন্স (লিখিতভাবে), অতীশ দীপংকর, জুলিও কুরি, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, মাদার তেরেসা, বঙ্গবন্ধু প্রমুখের ভাষণে। তা ছাড়া সে যুগের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কয়েকজন নেতাও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন।

করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতির দুরবস্থা নিরোধকল্পে, ক্ষুধামান্দ্য রোধকল্পে অংশীদারির ভিত্তিতে এবং দরিদ্র দেশগুলোকে প্রযুক্তি বিতরণের দাবি জানিয়ে তিনি শুধু দরিদ্র দেশগুলোর সমর্থন পাননি, অনেক উন্নত দেশের রাষ্ট্রনায়করাও তাঁর চিন্তা-চেতনায় আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ ছিল বলে তাঁর জয়গান গেয়েছেন। মহামারির কারণে দরিদ্র দেশগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বলে তিনি দাবি করেন–এর থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য উন্নত দেশগুলোকেই গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। তিনি দাবি করেছেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নের পথে পা বাড়ানোর জন্য উন্নত দেশগুলোকে অংশীদারির ভিত্তিতে সহায়তা দিতে হবে। তিনি করোনার টিকাকে মানবজাতির সম্পদ উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ কথা উন্নত দেশগুলো মানছে না; বরং ৮৪ শতাংশ টিকাই পাচ্ছে উন্নত দেশ, যে বৈষম্য রোধ না করলে বিশ্ব এক সংযুক্ত মানবগোষ্ঠী হিসেবে এগোতে পারবে না। জলবায়ু সমস্যা যে উন্নত দেশেরই সৃষ্টি সে কথা উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি বহুলভাবে সমর্থিত হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধকরণ, অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচারের ব্যাপারগুলোও তাঁর ছয় দফা দাবির মধ্যে ছিল। তাঁর ছয় দফা দাবি বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু যে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন, সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাঁর এই ছয় দফা দাবিকে অনেক চিন্তাবিদই আন্তর্জাতিকভাবে মানবতার মুক্তির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন এগুলো বাস্তবায়িত হলে বিশ্ব হবে অনাহারমুক্ত, শান্তি সাম্য এবং ন্যায়বিচারের জায়গা। আফগানিস্তানের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল অতি মূল্যবান এই অর্থে যে তিনি সেখানে গণমানুষের ইচ্ছার সরকার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার কথা বলেছেন, যা আজ সবার প্রত্যাশা। তিনি দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তির অঞ্চল হিসেবে দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বীভৎস ফলের কথা উল্লেখ করে তিনি লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেলের সেদিনের উক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেদিন লর্ড রাসেল আণবিক শক্তির বিধ্বংসী ক্ষমতার আবিষ্কারের কথা শুনে বলেছিলেন–এরপর আর নিরাপদ বিশ্বের চিন্তা ধারণ করার অবকাশ থাকবে না।

শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের কথা উল্লেখ করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের নিপীড়নের কথা বলে তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপের বিকল্প নেই বলে যে কথা বলেছেন, সে কথা তাঁর ভাষণের পর বহুজনের মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর ভাষণের একটি উল্লেখযোগ্য ছিল এই যে তিনি কারো প্রতি কটাক্ষমূলক ভাষা ব্যবহার না করে তাঁর ছয় দফা দাবি সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করা। তিনি সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ ভুলে গিয়ে সবাইকে বিশ্বের মানুষের কথা চিন্তা করার আহ্বান জানিয়ে যে আদর্শের কথা উচ্চারণ করলেন, তা প্রতিপালিত হলে এক নতুন বিশ্বের সূচনা হবে বলে বিজ্ঞজনরা মনে করছেন। তাঁর ভাষণের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ঘটিত বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা বিশ্বসম্প্রদায়কে নতুন করে জানিয়ে দেন, যা এরই মধ্যে অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি 'জয় বাংলা' শব্দ দুটিকেও বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত করিয়ে দেন। তিনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলে জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশ ইসরায়েলের পক্ষ নেয়নি।

শেখ হাসিনার জাতিসংঘে গমনের ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী নেতা তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই এই বিশ্বনন্দিত নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন, অথচ তৃতীয় বিশ্বের নেতারা সাধারণত উন্নত বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত পাওয়ার জন্য রীতিমতো ধরনা দিয়ে থাকেন। জাতিসংঘে তিনি যে সম্মান পেলেন তা আমাদের সবার জন্য গৌরবের ব্যাপার। আমাদের সবারই প্রত্যাশা–তাঁর দীর্ঘায়ু, যাতে বিশ্বব্যাপী আমাদের মানমর্যাদা সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকে।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

অভিনন্দন

নিউইয়র্ক: কুলাউড়া উপজেলার ৩ নং ভাটেরা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রী টুকন রাম বিশ্বাসের (সহকারী শিক্ষক) পুত্র সঞ্জয় বিশ্বাস শান্ত উচ্চ শিক্ষার জন্য ডেনমার্ক যাচ্ছেন। তার প্রবাস গমন মঙ্গলময় কামনা করে শুভ কামনা করেছেন টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও তার পরিবার এবং ভাটেরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, শ্রী টুকন রাম বিশ্বাসশুধু একজন শিক্ষক নন, পুরো এলাকার একজন পরিচ্ছন্ন সালিশী ব্যক্তি এবং বর্তমানে শ্রী শ্রী কালি বাড়ি মন্দিরের উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম সদস্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল

ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com

Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

MLS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687, 610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঘাঁৎ ও ইধহবব ঝধহমবববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎশনড়ৎড়ঁময জড়ধফ
ঈড়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইন্‌ক

নির্বাচন ২০২১ | ELECTION 2021

আমরা নিষ্ঠা, সততা ও ঐক্যে বিশ্বাসী

মিসবাহ-অপু

পরিষদ আপনার মূল্যবান ভোট প্রত্যাশী

A1
সভাপতি প্রার্থী
মিসবাহ আহমদ
Misbah Ahmed, President

"সমাজকর্মে পরীক্ষিত তারুণ্য নির্ভর ও বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভাসহ ১০টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একমাত্র প্যানেল"

A3
সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
রেজাউল আলম (অপু)
Rezaul Alam (Opu), General Secretary

A2
আবুল ফজল (লিটন)
সহ-সভাপতি
Abul Fazal (Liton), Vice President

A4
হোসেন আহমদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Hussain Ahmed, Asst. General Secretary

A5
পারভেজ ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ
Parves Islam, Treasure

A6
মাহমুদুল কবির (রুবেল)
সাংগঠনিক সম্পাদক
Mahmudul Kabir (Rubel), Organizing Secretary

A7
মো.আব্দুল আলীম
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MD A alim, Literature & Cultural Secretary

A8
শামসুল আলম (শিপলু)
দপ্তর সম্পাদক
Shamsul Alam (Shiplu), Office Secretary

A9
মো. আজহার হুসেন (রিফাত)
প্রচার সম্পাদক
MD Azahar Hussen (Rifath), Publicity Secretary

A10
হাসান খান
ক্রীড়া সম্পাদক
Hasan Khan, Sports Secretary

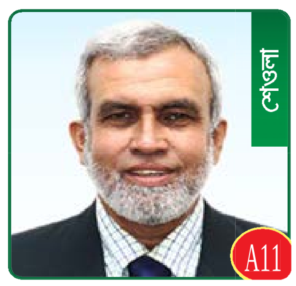
A11
মো. কমর উদ্দিন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
MD K Uddin, Social Welfare Secretary

A12
হাফছা ফেরদৌস হেলেন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
Hafsa Ferdous Helen, Women Affairs Secretary

A13
সাজু আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Shaju Ahmed, Executive Member

A14
সুহেল আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Suhel Ahmed, Executive Member

A15
আবু রাসেল
কার্যকরী সদস্য
Abu Rashel, Executive Member

A16
ফয়ছল আলম
কার্যকরী সদস্য
Faysol Alam, Executive Member

A17
মো. সরোয়ার আহমদ
কার্যকরী সদস্য
MD. Sorwar Ahmed, Executive Member

A18
মো. মেহেদী হাসান শিমুল
কার্যকরী সদস্য
MD. Mehdi H Shimul, Executive Member

A19
ইকবাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য
Iqbal Hussain, Executive Member

নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান

রবিবার, ১০ অক্টোবর, ২০২১

সময়: সকাল ৯টা - রাত ৮ টা | স্থান: জয়া হল | PLACE: JOYA HALL

63-108 WOODHAVEN BLVD, REGO PARK, NY 11374

১০ অক্টোবরের নির্বাচনে আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে মিসবাহ-অপু পরিষদকে নির্বাচিত করে দেশ ও প্রবাসে বিয়ানীবাজারবাসীর সেবা করার সুযোগ দিন

PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR MISBAH-OPU PANEL

মেশিনের প্রথম সারিতে মিসবাহ-অপু পরিষদে (A1 থেকে A19) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

প্রচারে: নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

শতফুল ফুটতে দাও হতাশাই শেষ কথা নয়

ড. মাহবুব উল্লাহ্

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। বাংলাদেশকে ঘিরে এর নাগরিকদের অনেক স্বপ্ন, অনেক প্রত্যাশা ছিল। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের কথা বলতেন আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব। বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, এ দেশ অতীতে খুব সমৃদ্ধ ছিল। এটা নিছক কল্পকাহিনি নয়। বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই একটি সম্পদশালী ভূখন্ড ছিল।

ওই একই সময়ের ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ ধন-সম্পদের দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের এ রূপকল্প কবি ডি এল রায়ের লেখায় অত্যন্ত আবেগমন্ডিত ভাষায় ফুটে উঠেছিল। ডি এল রায় 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা/আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি রচনা করে ঐশ্বর্যময় বাংলাদেশের মুখোচ্ছবি এঁকেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে দেশটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে দেশটি ভয়ানক রকম পেছনে পড়ে গিয়েছিল। তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৯৬৯ সালের স্তরে উন্নীত হওয়া। বাংলাদেশকে আবার কী করে সোনার বাংলায় পরিণত করা যায়, তার একটি কর্মকৌশল রচনা করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসি অর্থনীতিবিদ বেনে দুম্যো। দুম্যোর প্রতিবেদনে একটি চমৎকার মন্তব্য ছিল-'কত লোক কাজ করার আছে, কত লোক বেকার আছে'!

এ ধরনের সমস্যা শুধু বাংলাদেশের একার নয়। পৃথিবীর সব স্বল্পোন্নত দেশ এ প্যারাডক্সের মধ্যে পড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশ এমন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তদসত্ত্বেও এই এগিয়ে যাওয়া টেকসই হয়নি। একটি দেশের উন্নয়ন টেকসই হয়েছে কিনা, তা বোঝার জন্য আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় দৃষ্টিপাত করতে হয়।

কয়েক বছর আগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করত। ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও অবকাঠমো, কৃষি, শিল্প এবং বৈদেশিক রেমিটেন্সের ঊর্ধ্বগতির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ২১ শতাংশে নেমে এসেছিল। কিন্তু যেসব দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছিল, করোনা মহামারির ফলে তাদের অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। এর একটি বড় কারণ হলো কর্মজীবী মানুষের মধ্যে বেকারত্বের বিস্তৃতি। যারা দারিদ্র্যকে জয় করেছিল, তাদের জীবনযাত্রা মসৃণ হয়ে গেছে এমনটা দাবি করা যায় না। দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে তারা তাদের পদযুগল স্থির রাখতে পারেনি। করোনা মহামারিতে তারা ফসকে নিচে পড়ে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, যারা নতুন করে দরিদ্র হয়েছে তাদের সংখ্যা ২ কোটি। এই হিসাব কিছুটা অনুমাননির্ভর। কারণ বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জরিপ করে দেখা হয় না কারা কাজ হারিয়ে আবারও দরিদ্র হয়ে গেছে। কত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে গেছে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে একথা সত্য যে অনেক মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে।

পরিবেশ অর্থনীতির সংজ্ঞানুসারে সাসটেইনেবিলিটি দুই ধরনের, যথাক্রমে Strong sustainability I Weak sustainability. Strong sustainability নিশ্চিত করতে হলে প্রকৃতির গায়ে আঁচড় কাটা মেনে নেওয়া হয় না। অর্থনীতিবিদরা বাস্তবসম্মত সমাধানে বিশ্বাসী। তারা ডবধশ ংঁংঃধরহধনরষরঃু গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এর অর্থ হলো দেশে বিদ্যমান পুঁজির যোগফল স্থিতিশীল রাখা। পুঁজি অনেক রকমের, যেমন-প্রাকৃতিক পুঁজি, বস্তুগত পুঁজি, মানব পুঁজি, সামাজিক পুঁজি, আর্থিক পুঁজি। Weak sustainability'র সংজ্ঞা অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন পুঁজির স্টকের যোগফল যদি স্থির থাকে, তাহলে বলতে হবে অর্থনীতি টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development-এর আওতার মধ্যে আছে।

যদি কোনো এক ধরনের পুঁজির স্টক হ্রাস পায় এবং অন্য এক ধরনের পুঁজির স্টক বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিকভাবে সব ধরনের পুঁজির যোগফল স্থির থাকে, তাহলে ঝঁংঃধরহধনষব উবাবষড়ঢ়সবহঃ হচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। প্রাকৃতিক পুঁজির মধ্যে রয়েছে জীববৈচিত্র্য, জলপ্রপাত, ঝরনা, নদী, জলাভূমি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর, বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদি।

জলাভূমির পানিতে যদি দূষণ হ্রাস করা যায়, বায়ু যদি দূষণমুক্ত হয় এবং শব্দদূষণ যদি কর্ণের সহন ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, তাহলে মানুষের জীবনযাত্রায় স্বর্গীয় নির্মলতা বজায় থাকবে। মানুষ শান্ত ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশে বাস করতে আগ্রহী। ধারাবাহিকভাবে বছরজুড়ে এর নিশ্চয়তা না থাকলেও দেশের কিছু কিছু অঞ্চল যদি শব্দদূষণমুক্ত থাকে, তাহলে সেসব এলাকায় গিয়ে মানুষ নীরবতার স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালাবে।

এ নীরবতা এমন রূপ ধারণ করবে যে পাতায় পাতায় শিশিরের পতনের শব্দ শুনতে পাবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশে লোভের সংস্কৃতিতে অনেক মানুষকে প্রাকৃতিক নীরবতা হননের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে দেখি। যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভোগের মাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, তাহলে বুঝতে হবে আমরা Sustainable Development-এর মধ্যেই আছি।

পুঁজির বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে সামাজিক পুঁজি। সামাজিক পুঁজিতে যে দেশ যত সমৃদ্ধ হয়, সে দেশের উন্নয়নের গতি তত ত্বরান্বিত হয়। যে সমাজে পরার্থপরতা, সামাজিক সংহতি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনকল্যাণের জন্য সংঘশক্তি জোরদার হয়, সে দেশ সামাজিক পুঁজির দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশে এক সময় অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের সামাজিক পুঁজি ছিল।

পুঁজির বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে সামাজিক পুঁজি। সামাজিক পুঁজিতে যে দেশ যত সমৃদ্ধ হয়, সে দেশের উন্নয়নের গতি তত ত্বরান্বিত হয়। যে সমাজে পরার্থপরতা, সামাজিক সংহতি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনকল্যাণের জন্য সংঘশক্তি জোরদার হয়, সে দেশ সামাজিক পুঁজির দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশে এক সময় অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের সামাজিক পুঁজি ছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে রাজনৈতিক বিভাজন পরিণত হয়েছে গোত্রগত সংঘাতের পর্যায়ে। সমাজের ভেতরকার বিরোধগুলোকে প্রশমিত না করে এগুলোকে ভয়াবহ মারমুখী করে তোলা হচ্ছে। এদেশে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার মরণ খেলায় লিপ্ত রয়েছে। এর ফলে সামাজিক শক্তির প্রভূত সংকোচন ঘটছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমে যেসব খবর পরিবেশিত হয়, তাকে ভিত্তি করে কেউ যদি মনে করে এ দেশ এবং এ সমাজ আত্মহননে লিপ্ত, তাহলে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। গত ২৮ সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্রের একটি শিরোনাম হলো, 'নিজের বাইকে আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদ'।

স্যানিটারি সামগ্রীর ব্যবসা করে ভালোই চলছিল শওকত আলীর সংসার। করোনার কারণে তাকে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়। এ ব্যবসায় তার ৯ লাখ টাকা লোকসান হয়। বাংলাদেশের মানুষের বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহার ধারাবাহিকতায় শওকত আলী ৮০ হাজার টাকায় মোটরসাইকেল কিনে রাইড শেয়ারিংয়ের ব্যবসা শুরু করেন। সারাদিনে ৬০০-৭০০ টাকা আয় করতেন তিনি। বাজারে স্বস্তিদায়ক অবস্থায় থাকার জন্য তার রোজগার যথেষ্ট ছিল না। তবুও দিন কেটে যাচ্ছিল। ৩ সপ্তাহ আগে অ্যাপস ছাড়া রাইড শেয়ার চালানোর অপরাধে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা ট্রাফিক বিভাগ ১০০০ টাকার একটি মামলা দেয়।

২৭ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে গুলশান-বাড্ডা লিংক রোডে যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন শওকত আলী। এ সময় ট্রাফিক সার্জেন্ট এসে তার কাগজপত্র নিয়ে যান। মামলা না দেওয়ার অনুরোধ করে পুলিশের কাছে গাড়ির কাগজপত্র ফেরত চান শওকত আলী। কাগজপত্র ফেরত না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেন।

এ ঘটনার পর বাড্ডা থানা-পুলিশ শওকত আলীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশের কাছ থেকে শওকত ছাড়া পান ১১ ঘণ্টা পর। শওকত সাংবাদিকদের বলেন, 'সারাদিন মোটরসাইকেল চালাব আর অ্যাপ কোম্পানি ২৫ পারসেন্ট টাকা কেটে নিয়ে যাবে-এটা হয় না। আবার অ্যাপ ছাড়া বাইক চালালে পুলিশ মামলা দেবে-এসব ক্ষোভে আমি বাইক জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

করোনা সংক্রমণের ফলে বাংলাদেশের গরিব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, নিুবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ খুব কষ্টে আছে। পরিবারের মধ্যে কেউ যদি করোনায় আক্রান্ত হয়, তাহলে দুর্দশার সীমা থাকে না। মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা নতুন একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

শওকত আলীর ব্যথা-যন্ত্রণা ও ক্ষোভ কতটা চড়িয়ে উঠেছিল যে সে কষ্টার্জিত অর্থে কেনা মোটরসাইকেলটি ভস্মীভূত করতে দ্বিধা করেনি। বাংলাদেশে বিত্তহীন মানুষ জীবন ধারণে নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করছে। এদেশের মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা নতুন নতুন কর্মকান্ডের জন্ম দিচ্ছে।

উপায়ান্তহীন মানুষগুলোর দুঃসময়ে রাষ্ট্রকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। অথচ সামর্থ্যবানরা প্রণোদনার নামে সহায়তা পাচ্ছে। এ ভেদনীতি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। আরব বসন্তের সূচনা হয়েছিল তিউনেশিয়ায়। সেখানে পুলিশ এক গরিব ফল বিক্রেতার ভ্যানগাড়ি উলটে দিয়েছিল। ফল বিক্রেতা নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফল বিক্রেতার এ বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ বিচ্ছিন্ন থাকেনি। তিউনেশিয়ায় ব্যাপক গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এ বিক্ষোভের ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে তিউনেশিয়ার দীর্ঘদিনের শাসক বেন আলী জায়নুল আবেদীন দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। তিউনেশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো এ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে। দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। বেশ ক'বছর শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় থাকার পর তিউনেশিয়ায় নতুন করে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশে অবশ্য শওকত আলীর বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ বিক্ষোভের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে আর কোন ঘটনায় ঝড় উঠবে কেউ তা বলতে পারে না। ১৯৬৮'র শেষদিকের এ ঘটনাটি তৎকালীন আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হয়নি। ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮ পল্টন ময়দানে ছিল মওলানা ভাসানীর জনসভা।

সেই সভায় রিকশা শ্রমিকদের নেতা আবদুস সেলিম বেবিট্যাক্সি চালকদের ওপর ট্রাফিক পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীকে হরতাল দেওয়ার আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী হরতালের ডাক দিলেন। ঢাকায় ৬ ও ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ অত্যন্ত সফল হরতাল হলো। হরতালে আব্দুল মজিদ ও আবু নামে দুই ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন।

বহুদিন পর রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব কেটে গেল, যা ১৯৬৯-এর ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের সূচনা সম্ভব করে তোলে। অথচ এ ঘটনার আগে ১৯৬৪ সাল থেকে প্রতিবাদী রাজনীতির আবির্ভাবের কোনো লক্ষণ ছিল না। সর্বত্র ছিল হতাশার নিকষ কালো অন্ধকার। আমরা জানি, রাত যত গভীর হয় ভোর তত ঘনিয়ে আসে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

আমরা নিজেদেরই হত্যা করে চলেছি

(৮ পাতার পর)

প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। হাটে বাজারে যে দই এবং মিষ্টি খাই সেসব এই প্রক্রিয়াই যে তৈরি হয়নি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দুধ সবার প্রিয় একটি আদর্শ খাবার। বাজার থেকে, দুধ সরবরাহকারীর নিকট থেকে অথবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে প্যাকেটজাত দুধ আমরা কিনে থাকি। দুধে পানি মেশানো সহজ এবং এতে লাভ বেশি। সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে আগে দুধের মধ্যে বেশি লাভের আশায় পানি মেশানো হতো আর এখন পানির মধ্যে দুধ মেশানো হয়।

আশির দশকে এবং নব্বইয়ের দশকে রেডিওতে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো। বিজ্ঞাপনটি এরকম যে 'হাসিনার মা মাইয়্যাডারে এবার বিয়া দিয়া দিমু। হাসিনার মা বলে, বিয়া দিবা টাকা কই? হাসিনার বাবা বলে, টাকা দিবো ফুরাডান। মা আশ্চর্য হয়ে বলে, ফুরাডানতো ধানের পোকা মারনের ওষুধ, টাকা দিবো কেমন্যে? বাবা এবার সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আরে ধান লাগাইয়া ফুরাডান দিছি, ফলন যা হইবো না? ধান বেইচ্যা মাইয়্যাডারে বিয়া দিমু। এবার মা বলে, আল্লাহ ফুরাডানরে বাইচ্যা রাখুক। অর্থাৎ এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হলো ফুরাডান নামে একটি কীটনাশকের প্রচার। তখন গ্রামে গেলে দেখতাম কৃষক এই কীটনাশক ব্যবহার করে প্রকৃতপক্ষেই ফসলের ভালো ফলন পেতো। প্লাস্টিকের প্যাকের এই কীটনাশকটি লাল রঙের এবং দানাদার। কিছুদিন পর জানা গেল অসাধু ব্যবসায়ীরা প্যাকেট কেটে কীটনাশকের সাথে লাল ইটের গুঁড়া মিশিয়ে নতুন করে প্যাকেটজাত করে বাজারে ছেড়েছে। আমাদের দেশের সহজ-সরল কৃষক এই প্রতারণা না বুঝতে পেরে কীটনাশকটি ব্যবহার করে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঠিক একইভাবে অসাধু ব্যবসায়ীরা প্লাস্টিকের বোতল থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই আসল কীটনাশক বের করে বোতলের মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে বাজারজাত করে থাকে। এসব কীটনাশক ফসলে ছিটানো হলে কোনো উপকার পায় না কৃষক। টাকা খরচ করে তারা উৎপাদনে মার খায়।

এবার আসি মানুষের জীবন রক্ষাকারী ওষুধের কথায়। মাঝে মধ্যে পত্রিকার পাতায় দেখা যায় যে নকল ওষুধ প্রস্তুতের সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় প্রতারককে। এই প্রতারকরা নামীদামি কোম্পানির ওষুধ নকল করে নিজেরই মোড়ক তৈরি করে বাজারজাত করে থাকে। ধরা পড়ার আগে তারা অসংখ্য রোগীর সর্বনাশ করে ফেলে। এসব প্রতারক আমাদের জাতির একটি অংশ। এক-এগারো সরকারে সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধের মান নির্ণয়ে একটি পরীক্ষামূলক তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে দুই-একটি কোম্পানির ওষুধ মানসম্পন্ন, অধিকাংশ কোম্পানির ওষুধ মানসম্পন্ন নয়। অর্থাৎ উপাদানগুলো যথাযথ পরিমাণে নেই। তাহলে চিন্তা করে দেখুন মানুষের জীবন-মরণ যেই ওষুধের সাথে জড়িত সেই ওষুধ মানসম্পন্ন নয়, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা কেমন? ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল ওষুধের প্রভাবে দেশে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রোগের জন্ম নিচ্ছে এবং দেশে ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। চিকিৎসা করতে আমাদের আয়ের বড় অংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। বিদেশে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ টাকা চিকিৎসা বাবদ। অর্থাৎ আমরা রুগ্ন জাতিতে পরিণত হচ্ছি।

সরকারি চাকরিজীবীদের কথা আর নতুন করে কী বলব। নিয়মিত বেতনের ওপর ঘুষ না পেলে কোনো ফাইল নড়ে না এটা সবাই জানেন। সরকারি কেনাকাটা এবং ঠিকাদারিতে যে কী রকম অর্থের লোপাট হয় তা মাঝে মধ্যে পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। রাস্তা নির্মাণে অর্থের লোপাট হলেও রাস্তা টেকসই হয় না। রাস্তার এই মাথা রিপেয়ার করে অপর মাথায় যাওয়ার আগেই পূর্বের কাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অথচ এসব কাজে সরকার বরাদ্দ দিতে কোনো রকম কার্পণ্য করে না। নদীভাঙন রোধ এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য সরকার প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে থাকে। প্রতি বছর বন্যায় জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নদীর পাড় অব্যাহতভাবে ভেঙেই যায়। অপর দিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বাড়ি গাড়ির অভাব নেই। নদীর করাল গ্রাসে হাজার হাজার বাড়িঘর ফসলি জমি খেত খামার নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর কর্মকর্তাদের নতুন নতুন ফ্ল্যাট গজিয়ে ওঠে রাজধানীর বুকে। উঁচু বহুতল ভবন, বাড়ি, বাঁধ, ব্রিজ কালভার্ট, সেতু নির্মাণে স্টিলের রড ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। পত্রিকায় দেখলাম স্টিল মিলে এখন ভেজালযুক্ত রড তৈরি হচ্ছে যা ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

তিতাস গ্যাস, বিদ্যুৎ, ভূমি অফিস, শিক্ষা অফিস, ব্যাংক বীমা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য বিভাগ, রেল মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহনসহ এমন কোনো বিভাগ ও মন্ত্রণালয় নেই যেখানে সরকারি অর্থের লোপাট হয় না। দেশকে সুরক্ষার জন্য দেশের সীমান্তে বেতনভুক বিজিবি যোদ্ধা রেখেছি দেশকে পাহারা দেয়ার জন্য। এই বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীর চৌকস মেধাবী অফিসার। এসব অফিসার ও বিজিবির পাহারার মধ্য দিয়ে দেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঢুকছে অবৈধভাবে মাদক, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ মারাত্মক রকমের নেশাজাত দ্রব্য। এগুলোকে ধরার জন্য আছে দেশের মধ্যে চৌকস পুলিশ বাহিনী। এসব নেশাদ্রব্য সেবনের ফলে যুবসমাজ ধ্বংস হচ্ছে, জলজ্যান্ত সংসার ধ্বংস হচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে যাচ্ছে। তা হলে কথা দাঁড়ালো ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে লাভের জন্য, হবে দেশের সেবা এবং জনগণ হবে উপকৃত। এই মহান দেশসেবা কোনো পক্ষ থেকেই হচ্ছে না। তাহলে আমরা দোষ দিবো কাকে?

ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন পরস্পরের সম্মতি ও স্বচ্ছতার সাথে ধনসম্পদ আদান-প্রদান ও শ্রমের বিনিময় হবে। সেখানে থাকবে না প্রতারণা, জালিয়াতি, আত্মস্যাৎ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। এমন করে আমরা নিজেদেরকে নিজেরা হত্যা করছি। ভেজালযুক্ত খাবার, ভেজালযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ, ভেজাল পণ্যদ্রব্য ব্যবহারে আমাদের জীবনপ্রদীপ মৃত্যুর দিকে অকালে এগিয়ে যাচ্ছে। জুলুম করা ঘুষের প্রভাব আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করি তাহলে কে আমাদের বাঁচাতে আসবে? তাই মৃত্যুই অনিবার্য। বাঁচতে হলে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিরোধশক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক জাগ্রত করতে হবে। শিশুকাল থেকে আমাদের সন্তানদের হালাল ও হারামের পার্থক্য বুঝিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। পাঠ্যপুস্তক রচনায় এসবের প্রতিফলন থাকতে হবে। শিশুকে বাল্যকালেই শিখাতে হবে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য। শিশুর মধ্যে জাগাতে হবে মনুষ্যত্ব, শিখাতে হবে মানুষকে, দেশকে, দেশের সম্পদকে ভালোবাসার প্রেরণা।

শিশুর মধ্যে আল্লাহকে ভালোবাসার প্রেরণা আল্লাহকে ভয় করার আচরণ, নবী সাঃকে ভালোবাসার ও অনুসরণ করার প্রেরণা এবং সর্বোপরি আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও ভয় শিশুর মধ্যে জাগাতে হবে তাহলে আজকের শিশু আগামী দিনের সুনাগরিক তৈরি হবে। আমরা জাতি হিসেবে টিকে থাকতে চাই এবং আমাদের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকেই চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এই কথাটি কুরআনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে ও পেছনে তার নিযুক্ত পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশোনা করছে। আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলি বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফয়সালা করে ফেলেন তখন কারো রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবেলায় এমন কোনো জাতির কোনো সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।' (সূরা রাদ আয়াত : ১১)।

লেখক: শিক্ষক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC
নির্বাচন-২০২১ Election-2021
OCTOBER 10, 2021, SUNDAY
সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও নতুন নেতৃত্বের প্রত্যাশায়
মান্নান-মাহবুব
পরিষদে আপনার সুচিন্তিত রায় দিন
B1
মো: আব্দুল মান্নান
সভাপতি পদপ্রার্থী
Mohammed Abdul Mannan, President
B3
নাজমুল হক (মাহবুব)
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Nazmul Haque (Mahabub), General Secretary
B2
ফয়জুর মিয়া
সহ-সভাপতি
Payzur Miah, Vice-President
B4
আব্দুন নূর হারুন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abdun Noor Harun, AGS
B5
আব্দুল হান্নান (দুখু)
কোষাধ্যক্ষ
Abdul Hannan (Duku), Treasurer
B6
আবু তৈয়ব মো: তালহা
সাংগঠনিক সম্পাদক
Abu Toyob Md Talha, Organizing Secretary
B7
অনিক রাজ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa Anik Raj, Literature & Cultural Secretry
B8
আব্দুল হামিদ
দপ্তর সম্পাদক
Abdul Hamid, Office Secretary
B9
আব্দুল হাকিম
প্রচার সম্পাদক
Abdul Hakim, Publicity Secretary
B10
কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ
ক্রীড়া সম্পাদক
Kibria Ahmed Shahid, Sports Secretary
B11
আক্তারুজ্জামান শাহীন মালিক
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Akhtaruzzaman Shaheen Malik Social Welfare Secretary
B12
নাজমা আহমেদ
মহিলা সম্পাদক
Nazma Ahmed, Women Affairs Secretary
B13
মো: খলকুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
Mohammed Khalkur Rahman, Executive Member
B14
জামাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য
Jamal Hussain, Executive Member
B15
মো: রাজ্জাক (মুন্না)
কার্যকরী সদস্য
Mohammed Razzak, Executive Member
B16
নূর উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
Noor Uddin, Executive Member
B17
ফখরুল হক
কার্যকরী সদস্য
Fokhrul Haque, Executive Member
নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়
রবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২১
সময়: সকাল ৯টা - রাত ৮টা / স্থান: জয়া হল /
Place: JOYA HALL
মান্নান-মাহবুব পরিষদকে ভোট দিয়ে সংগঠনের অতীত ঐতিহ্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিন
B18
হোসেন আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Hussaiin Ahmed, Executive Member
B19
মো: আবু তাহের
কার্যকরী সদস্য
Md Abu Taher, Executive Member
PLEASE ELECT MANNAN-MAHBUB PANEL

২৫ বছরে
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত আফগানিস্তানকে সমর্থন দেয়া

গত ১৮ আগস্ট তালেবান কর্মকর্তা আনাস হাক্কানি মুসলিমইয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে এই সাধারণ ক্ষমার সবচেয়ে বড় একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, মুসলিমইয়ার এর আগে আনাস হাক্কানিকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও হাক্কানি তার বাড়িতে গিয়ে ভাইয়ের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেন।

আবদুল রহিম সাকিব

এখন আফগানিস্তান তালেবানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা গত ২০ বছর ধরে তালেবান আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সমূলে উৎপাটনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারা আফগানিস্তানকে করায়ত্তে রাখার জন্য দুই ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ খরচ করেছে এবং আফগান যুদ্ধে তিন হাজারেরও বেশি বিদেশী সেনা জীবন দিয়েছে। তাদের এসব তৎপরতা সত্ত্বেও তালেবান পুনরায় আফগানিস্তান শাসন করছে।

তালেবান তাদের সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও কারিগরি দক্ষতার কারণে এই বিজয় অর্জন করেনি। বরং আফগান সমাজে তাদের যে ধর্মীয় ও সামাজিক ভিত্তি রয়েছে এর কারণেই তারা পরাশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি এবং তার মিত্ররা এ ধরনের জনসমর্থন পাননি। সে কারণেই তালেবানরা কাবুলের দিকে তাদের অভিযান শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যে আশরাফ গনি সরকারের পতন ঘটে। প্রকৃত ব্যাপার হলো– যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গনি সরকারের প্রতি সমর্থন দেয়া সত্ত্বেও জনবিচ্ছিন্নতার কারণে দ্রুত তাদের পতন ঘটে।

তালেবান এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তৎকালীন আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও মন্তব্য করেছিলেন, ‘আফগানিস্তানের জনগণের কেবল নিজেদের দ্বারাই একটি সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থায়ী শান্তি অর্জিত বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় তালেবান নেতৃত্ব প্রচেষ্টা চালালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখন তাদের বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করাই আফগান জনগণের কাজ। তবে এ জন্য তাদের সাহায্য প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি সত্যিই আফগানদের ভালো চায়– তারা সমৃদ্ধ তথা উন্নত জীবন এবং উন্নত দেশে বসবাস করুক– ওই কামনা করে, তা হলে তারা সাবেক গনি সরকারকে যেভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিল সেটি তাদের অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।

এখন অবশ্যই এটা স্পষ্ট করতে হবে যে, আজকের তালেবান ১৯৯৬-২০০১ সালের তালেবান থেকে ভিন্ন। ১৯৯০-এর দশকে টিভি চ্যানেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং নারীদের কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, তালেবানরা কাবুল দখল করার পর মিডিয়াগুলো এখন কাজ অব্যাহত রেখেছে। তালেবানরা আফগানিস্তানের রেডিও টেলিভিশনগুলো (আরটিএ) পুনরায় চালু করেছে এবং নারীরা সাংবাদিক হিসেবে তাদের কাজ করছেন। এমনকি তারা তালেবান নেতাদের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হয়েছে। নারী শিক্ষকরাও তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। অতীতে যেসব এনজিও কাবুলে কাজ করেছে তার মধ্যে কিছু এনজিও আগের মতোই তাদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সব সরকারি চাকরিজীবীকে কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কারো প্রতি কোনো হুমকি দেয়া হচ্ছে না, যাতে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। তালেবানরা কাবুলে আসার পর একটি আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ইসলামিক স্টেট অব খোরাসান প্রভিন্স (আইএসকেপি) এই হামলা চালিয়েছে এবং এতে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। মার্কিন সৈন্যরা কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন বিমানের মাধ্যমে দেশত্যাগীদের বিমানে ওঠার ব্যাপারে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের অব্যবস্থাপনার কারণেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

প্রকৃতপক্ষে, তালেবানরা ১৫ আগস্ট কাবুলে প্রবেশ করার পর আফগান রাজধানীকে নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে তারা লক্ষ্য নির্ধারণ করে। জনগণের বৈধতা ও সমর্থন না পেয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট গনি কাবুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতা ও নৈরাজ্য যাতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য সেখানে তালেবানের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন থেকে এ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং স্থিতিশীল রয়েছে।

কাবুলের অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। তালেবানরা চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের দূতাবাসগুলোতে যথাযথ নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

আফগান নাগরিকদের দেশত্যাগ করতে চাওয়া উচিত হবে না এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশেরও এ ব্যাপারে আফগানদের উৎসাহিত করা উচিত হবে না। এর কারণ স্পষ্ট– এসব আফগান নাগরিক সমাজের সুশিক্ষিত অংশ। আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ, সিনেট চেয়ারম্যান ফজল হাদি মুসলিমইয়ারসহ সাবেক সরকারগুলোর সিনিয়র কর্মকর্তারা শান্তিতে বসবাস করছেন। তালেবানরা তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করছেন, যা ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রতিফলিত হয়েছে।

আফগানিস্তান গত চার দশক ধরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধে জর্জরিত হয়ে আসছে। এ কারণে আফগানদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাই এক পক্ষ যখন একটু সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে অপরপক্ষ নিজেরা প্রতিশোধের টার্গেটে পরিণত হতে পারে বলে শঙ্কা বোধ করে। যাই হোক না কেন, তালেবানরা আফ-গানিস্তানে তাদের সব শত্রুর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার মাধ্যমে এই সহিংসতার অবসান ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত ১৮ আগস্ট তালেবান কর্মকর্তা আনাস হাক্কানি মুসলিমইয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে এই সাধারণ ক্ষমার সবচেয়ে বড় একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, মুসলিমইয়ার এর আগে আনাস হাক্কানিকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও হাক্কানি তার বাড়িতে গিয়ে ভাইয়ের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেন।

আফগান জনগণ শান্তিপ্রিয় এবং তাদের দেশ ও ধর্মকে রক্ষা করার মতো সাহস তাদের রয়েছে। গত তিন শতকে আফগানরা তিনটি পরাশক্তির সাথে যুদ্ধ করলেও তারা কখনো অন্যদের আক্রমণ করেনি। তারা কেবল তাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছে। এটা তাদের বৈধ এবং আইনগত অধিকার।

গত চার দশকে প্রথমবারের মতো আফগানিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অধীনে এসেছে। গত চার দশকে আফগানরা ব্যাপক অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এখন তাদের ক্ষতকে পরিশুদ্ধ করার এবং দেশ ও জাতির জরুরি সমস্যা সমাধানের সময় এসেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তালেবানের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে ও কূটনৈতিক পন্থায় মিথস্ক্রিয়ার তথা কাজ করার এখনই সময়।

এতে করে দু’পক্ষের মধ্যে কেবল যে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথ খুলে যাবে তা নয়, বরং তালেবানের সাথে বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতাও বিশ্ববাসী অর্জন করতে পারবে। এর মাধ্যমে হয়তো একটি ইতিবাচক ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আফগানদের এড়িয়ে গেলে বা বর্জন করলে তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে। এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ভালো ফল বয়ে আনবে না। এতে কারো স্বার্থসিদ্ধি হবে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই তালেবানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আফগান তালেবানদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

লেখক: বিশ্লেষক এবং তালেবান রাজনৈতিক অফিসের একজন সদস্য

‘আলজাজিরা’র সৌজন্যে । ভাষান্তর : মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা,ইনক
Jalalabad Association of America,Inc
29-28, 30th Ave,Astoria, NY-11106 Tel- 860-938-6718 ,917-622-7776, 917-535-4131

২০২১-২০২৩ ভোটার ও সদস্য হওয়ার আহবান

সম্মানিত জালালাবাদবাসী, আসসালামু আলাইকুম/ আদাব

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর নির্বাচন ২০২১-২০২৩ উপলক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সিলেট বিভাগবাসীকে সাধারণ সদস্য ও ভোটার হওয়ার জন্য আহবান করা যাচ্ছে । বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ রোববার রাত ৯ ঘটিকা পর্যন্ত, জনপ্রতি নির্ধারিত সদস্য ফি $10 ডলার প্রদানপূর্বক ভোটার সদস্য হওয়া যাবে । ঐ দিন বেলা ৪ ঘটিকা থেকে রাত ৯ ঘটিকা পর্যন্ত ভোটার সংগ্রহ চলবে । প্যাকেজ ভোটার ও সদস্য (১০০টা হলে) ফরম জমাদানের ক্ষেত্রে, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর নামে সার্টিফাই ব্যাংক চেক এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে ।

২৬ ডিসেম্বর ২০২১ ভোটার হওয়ার শেষ তারিখ

আহবানে

ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল
সভাপতি, ৬৮০-৯৩৮-৬৭১৮

মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৬২২-৭৭৭৩

উপদেষ্টা: আজমল হোসেন কুনু, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী,এম,এম শাহীন, এড নাছির উদ্দীন

আহবাব চৌধুরী খোকন (৯১৭) ৯৬৯-১৯৯১, মো: জুসেফ চৌধুরী (৬৪৬) ৩০৭-২১৩৭, শফি উদ্দিন তালুকদার (৬৪৬) ৩৫৯-৪৮৭৩, মনজুর চৌধুরী জগলুল (৩৪৭) ২১৯-৫৫৯১, লোকমান হোসেন (৯৭৩) ৯৬৮-০৫৬০, মইনুল ইসলাম (৯১৭) ৫৩৫-৪১৩১, মানিক আহমদ (৬৪৬) ৩৫৫-৬৩২৩, বুরহান উদ্দিন (৯১৭) ৪০৫-৬২৭৬, শরিফুল হক মনজু (৯২৯) ৩৬৫-১৩৮৮, জামিল আনছারী (৩৪৭) ৮৩৩-১০২৮, শাহিন কামালী (৬৪৬) ২৩৩- ৬৬৯১, শামিম আহমদ মনির (৭১৮) ৭৭৫-৮১৯৭, সুতিপা চৌধুরী (৬৪৬) ৬৩৭-৩৭১৩, হেলিম উদ্দিন (৩৪৭) ৫৯৬-২১১৫, মান্না মুনতাসির (৯২৯) ৩৩২-৯১২৫, রোকন হাকিম (৯১৭) ৩৬২-২৪৪২, মিজানুর রহমান (৯১৭) ৬১৩-০৮৭০

প্রচারে: প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক বুরহান উদ্দিন

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS | Biman BANGLADESH AIRLINES | Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | DELTA AIR LINES | American Airlines

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372

(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

Fly
Emirates
SPECIAL FARE
Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai
From
New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles
718-200-2655
718-406-9745
World Tours and Travel
MD. Shamsuddin, MBA CEO
37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands
১ ঘন্টায় ব্যানার
এখন জ্যামাইকাতে
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP
আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন
ডিজিটাল ব্যানার
বিজনেস কার্ড
পোস্টকার্ড
ফ্লায়ার
ক্যালেন্ডার
ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
সাইন
পোস্টার
ম্যাগাজিন
স্টিকার প্রিন্ট
লেমিনেশন
টি-শার্ট
আইডি কার্ড
মেন্যু
রিসিট বুক
লেটার হেড
ইনভাইটেশন কার্ড
রোল আপ ব্যানার
সাইড ওয়াক সাইন
পাসপোর্ট ফটো
WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION
JOB PROPOSAL
WRITTEN
আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি
100% BEST QUALITY
929-372-7445, 845-793-4580
www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
callijventures@gmail.com

Khalil Biryani House
Khalil Biryani House
খলিলের খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক জমজমাট
HALAL
For Delivery
+1 646-763-5073
Khalil Halal Chinese
2062 McGraw Ave.
Bronx, NY 10462.
347 621 2884
Khalil Biryani House
1457 Unionpart Road
Bronx, NY 10462
718 409 6840
www.khalilsfood.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

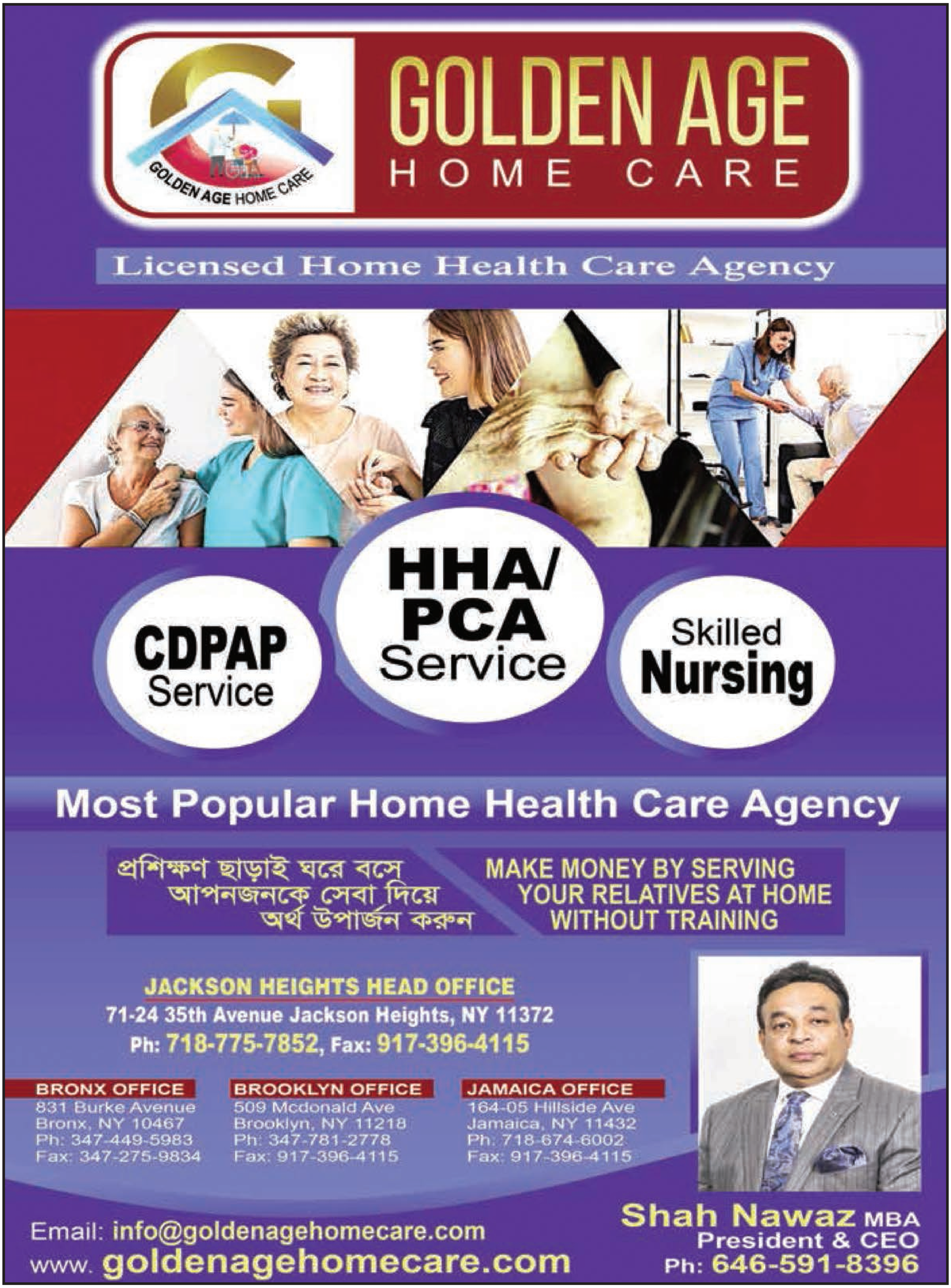
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP
Service
HHA/
PCA
Service
Skilled
Nursing
Most Popular Home Health Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Injured in an Accident?

MAPQUEST US: 133-33 Brookville Blvd., Rosedale, NY 11422
PUBLIC TRANS: **E Train** to last stop in Queens, then Q5 Bus to Brookville Blvd and Merrick Blvd. Ask driver when to get off.
QUEENS: Cross Island Pkwy to Belt Pkwy to exit 24B-Merrick Blvd. turn left at light onto Merrick Blvd-Visitor Parking on RT.
BROOKLYN: Belt Pkwy East to exit 24A-130th Ave. turn LT onto Brookville Blvd, then at light trun RT onto Merrick Blvd, see above.
L.I.: Northern State West to cross Island Pkwy So. Then to Belt Pkwy to exit 24B-then follow Queens directions.
L.I.: Southern State Pkwy W to Belt Pkwy-exit 24B-follow Queens directions above.

FRANCISCO CASTILLO

Attorney at law

One Cross Island Plaza, Suite 116, Rosedale, New York-11422
Phone: 718-528-4424, Fax: 347-294-1055
E-mail: francisco@franciscocastillolaw.com

হেঁচকি থেকে বাঁচার

(শেষের পাতার পর)

অবস্থা তৈরি হয়। হেঁচকি এমন একটা জিনিস যা কারণে অকারণে আমাদেরকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়।

হেঁচকি হল একধরনের শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত সমস্যা মানবদেহে ফুসফুসের নিচে একধরনের পাতলা মাংসপেশী থাকে যাকে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা বলে। এই পর্দাকে নিয়ন্ত্রন করে ভ্যাগাস নামক স্নায়ু। এই স্নায়ু কোন কারণে উত্তেজিত হলে ডায়াফ্রাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এই পর্দায় সংকোচনের সৃষ্টি হলেই হেঁচকি উঠতে বাধ্য। কারণ সেই সময় শ্বাসকার্য চলাকালীন বায়ু দ্রুতগতিতে শ্বাসন-ালীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আসুন জেনে নিন হেঁচকি বন্ধ করার উপায়-

এক চামচ চিনি বা মাখন: চট করে ১ চামচ মাখন বা চিনি খেয়ে নিন। হেঁচকি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে।

পানি খান: বেশি করে পানি খান। বিশেষ করে এই সময় ঠান্ডা পানি খেলে হেচকির সমস্যায় দ্রুত উপকার পাওয়া যায়।

নাক চেপে রাখুন: হেচকির সমস্যা শুরু হলে নিশ্বাস নেওয়ার সময় নাক হালকা চাপ দিয়ে চেপে ধরুন। এই পদ্ধতি হেঁচকির সমস্যা কমাতে সাহায্য করবে।

নিঃশ্বাস আটকে রাখুন: হঠাৎ করে হেঁচকি শুরু হলেই, দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে যত ক্ষণ সম্ভব দম বন্ধ করে থাকুন। দেখবেন হেঁচকি নিমেষেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কাগজের ব্যাগে শ্বাস প্রশ্বাস নিন: হেচকির সমস্যা শুরু হলে হাতের কাছে কাগজের ব্যাগ বা বড় ঠোঙা থাকলে তার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে নিশ্বাস নিন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে।

লেবু খেয়ে দেখুন: দ্রুত হেঁচকি বন্ধ করার জন্য জিভে এক টুকরো পাতিলেবু রেখে কিছু ক্ষণ চুষুন। এটি হেঁচকি বন্ধ করতে খুবই কার্যকর একটি। হেঁচকি বন্ধ করতে লেবুর রসের সঙ্গে সামান্য আদার কুচিও একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। এতে কিছু ক্ষণের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে।

একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট: এতকিছু করার পরেও যদি আপনার হেঁচকি না থামতে চায় তবে শেষ উপায় একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। কেননা এতে আছে প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলোকে শান্ত করে, ফলে একটা ট্যাবলেট খেলেই হেঁচকি থেমে যায় আপনা আপনিই।

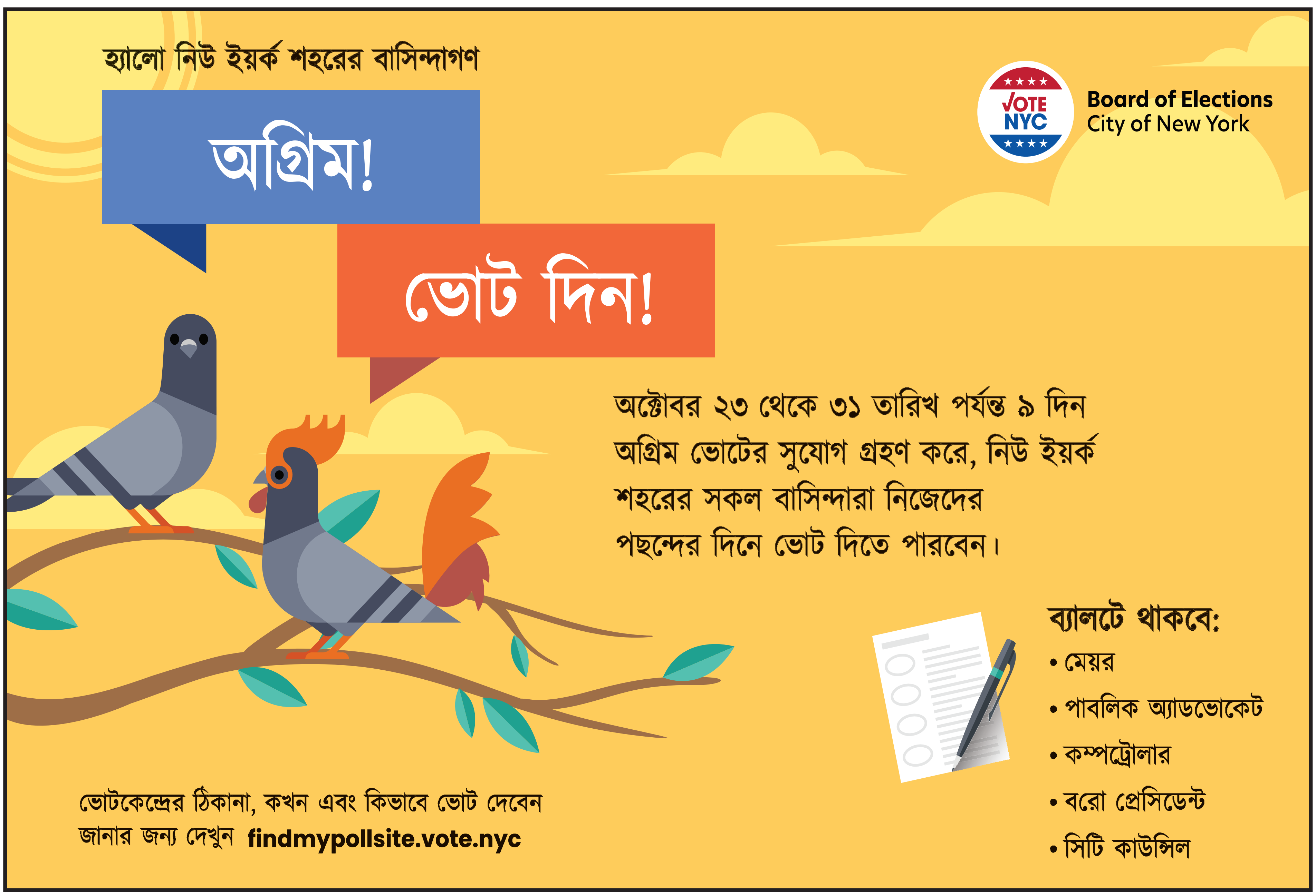

সাহিত্য সাময়িকী

প্রেমের কবিতা

সোহরাব পাশা

(কবি জাহিদ হায়দার - বন্ধু কে)

মেঘে ঢাকা ভোরের গোলাপ
দাগ ওঠে না রোদের
সন্দেহ প্রবণ ছায়াগুচ্ছ
অন্তরে-বাহিরে
মানুষের চারপাশ আজন্ম অপর

ভ্রমণের অসমাপ্ত ছোট ছোট গল্প
লাবণ্যের ছেঁড়া পাতা - ঘুমন্ত শস্যের
নিরীহ ক্রন্দন
অনিয়ম নৈরাজ্য - নিয়ম,
অদ্ভুত আদিম রূপান্তর
ত্রস্ত কলস্বর
পেছনে তুমুল না - থাকার ইতিহাস
নৈঃশব্দ্যের গান,
মুখস্তের ক্লাশ - তেলরং - মিশ্রমাধ্যম
রোদন নিষিদ্ধ - দীর্ঘ প্রেমের কবিতা।

দেখবেন রাজা

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

দেখবেন, রাজার স্বাধীনতা থাকে না।
দেখবেন, রাজা যখন বাহির হয় সদলবলে
কতটা বেষ্টিত থাকে নিরাপত্তা চাদরে।

আমার মনে হয় রাজার মনটা
বাতাসে হু হু করে।
আমার মনে হয় রাজার মনটা
ছুটে বেরিয়ে যায় বুক থেকে।
মাঠে গিয়ে একা একা
ঘোরাঘুরি করে।
ওই আকাশের খোলা চত্বরে
পাখির মত ওড়াউড়ি করে।

রাজার খুব কষ্ট ভেতরে ভেতরে।
সাধারণ থাকতে পারে না বলে
রাজার খুব কষ্ট।

রাজা কবে একা হবে
তাই শুধু ভাবে।
খাঁচার পাখির মত রাজা
মনে হয় ছটফট করে।

তারপরে কাহিনী শেষ

আলম মাহবুব

পাখিরা ক্লান্ত হলে
সন্ধ্যা এলো তারপরে রাত
সেই থেকে নতুন কাহিনী অন্ধকারের

নদী ডুবে যায়
আড়াল করে রোদ মাখা পাতার ঘ্রাণ
দীর্ঘশ্বাসের আগুনে পোড়া গর্জনে
মৃত নদীর পাশে সচেতন চোখ থাকে
পাহারায়
আলো পড়ে না ক্যানভাসে
নীলবৃষ্টির রাত্রি শুধু দীর্ঘতর হয়

নির্ঘুম চোখে আলো কাতরতা
নতজানু সব হাত উপরে তোলে ধরে
পাখিরা ডাকলেই ভোর
তারপরেই কাহিনী শেষ অন্ধকারের।

সুদূরমগ্ন

চঞ্চলা চঞ্চু

সুদূরমগ্নতার খেসারত দিতেই হয়! কত যে ভয়, কত যে অপমান,
কত যে গ্লানি! সব অনুচ্চকথা চোখের জল করে মুছে চলেছে সময়!
প্রিয়, তোমার

মরিচিকা আলোয় পথ হারালো কত যে পতঙ্গ নারী! আহারে। আমারও
পতঙ্গ বিলাসী জীবন; তোমার আগুনে পুড়ে হলাম কয়লা। ওই কয়লার
গহীনে গোপনে অপরিশোধিত রত্ন হয়ে পড়ে রইলো আমার অতৃপ্ত মন!
কেউ আর এই রত্ন ধুয়ে মুছে নিজের করতে পারলো না, যত ধোয়, ততই
বেরিয়ে আসে তোমার ঘ্রাণ, তোমার রঙ, তোমারই টান।

তুমি ছাড়া জীবনের স্বস্তি পেলো না জীবন! নীরবে নিভৃতে শুধু এপাশ
ওপাশ করেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেলো...।

ভাদ্রের রোদ

শেখ রিপন

ভাদ্রের রোদে পোড়া ধানের ডগায়
হিরক মতি শিশিরের বিলাসী যাপন
বর্ষার জল চুষা হাভাতে মাটির...
পেট ফাঁটা পলিতে, কাঁকড়ার ডানা;

শিকড় পঁচা দুদলি ঘাসের সাবক
মস্তচাপ ঠেলে উঁচু করে মাথা.......
বেড়া ভাঙা আধো ছাউনি চাষার
ছাগলছানায় খরাপেটে খায় তার পাতা;

মস্ত নির্লজ্জ, মনুষ্য খেঁকো দেবতা।

জ্যোৎস্না স্নান

আদিল মাহমুদ

এখানে জ্যোৎস্না স্নানে
কী অসংখ্য ঢেউ
ফেনিল উচ্ছ্বাসে
দুলে ওঠছে
নামছে
সা রে গা মা পা এর সুরে
আদিম জিকির।

প্রৌঢ়ত্বের পবিত্র একাগ্রতা জানে
জ্যোৎস্না ও সমুদ্র
যেনো প্রণয়াভিসারেমত্ত কপোত-কপোতি
জলদাস-জলদাসী।

আন্তর্জাতিক লোক সংগীত সম্মেলন’ ২০২১

কুড়ি বছর পূর্তি

উৎসর্গ

ভাওয়াইয়া উৎসব ও পথমেলা

১০ অক্টোবর রবিবার

স্থান: ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড
(বিটুইন ৩৭ এবং ৩৮ এভিনিউ)
কুইন্স প্যালেস, নিউইয়র্ক

- পথমেলা
- আলোচনা
- সেমিনার
- কবিতা আসর
- সঙ্গীতানুষ্ঠান
- সম্মাননা প্রদান

প্রবেশ উন্মুক্ত

স্টলের জন্য যোগাযোগ
মাকসুদ চৌধুরী
917-854-4144
তামান্না হাসিনা
718-517-1477

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
ইমদাদুল হক
646-750-1272

স্মরণিকায় লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ
এবিএম সালেহ উদ্দিন
917-294-9989

উৎসব উদ্বোধক:
বেবী নাজনীন
আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী

মেলা উদ্বোধক:
গিয়াস আহমেদ
মুলধারার রাজনীতিবিদ

সভাপতিত্ব করবেন:
কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
কনভেনার

প্রধান অতিথি:
এম. শহীদুল ইসলাম
মাননীয় রাষ্ট্রদূত

বিশেষ অতিথি:
সাদিয়া ফয়েজুন্নেচ্ছা
কনসাল জেনারেল, নিউইয়র্ক

সম্মানিত অতিথি:
ডাঃ হামিদুজ্জামান
চেয়ারম্যান, মেলা উদ্‌যাপন কমিটি
ড. ছিদ্দিকুর রহমান
প্রধান উপদেষ্টা, মেলা উদ্‌যাপন কমিটি
এটর্নী মঈন চৌধুরী
মুলধারার রাজনীতিবিদ
আসেফ বারী টুটুল
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, বারী হোম কেয়ার

সার্বিক তত্বাবধানে
ফাহাদ সোলায়মান
কো-কনভেনার

সার্বিক সহযোগিতায়
হাজী আবদুর রহমান — চীফ কো-অর্ডিনেটর
ফিরোজ আহমেদ — কো-অর্ডিনেটর
আবু তালেব চৌধুরী চান্দু — কো-অর্ডিনেটর
মোহাম্মদ কাশেম — কো-অর্ডিনেটর

সহযোগিতায়: আলী ইমাম সিকদার, মোহাম্মদ হোসেন খান, শাহ নেওয়াজ, আব্দুর রহিম হাওলাদার, এস,এম জাহাঙ্গীর, আতোয়ারুল আলম, মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, রুহুল আমিন ছিদ্দিক, রাফেল তালুকদার, মোঃ আলী, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, এম.এ সাদেক, আহসান হাবিব, বদিউল আলম, মীর মশিউর রহমান, খতিব সরকার, আশরাফুজ্জামান, ডাঃ নার্গিস রহমান, রফিকুল মাওলা, মোঃ মিয়া দুলাল, মঞ্জুর মোর্শেদ, সবিতা দাস, কাজল মাহমুদ, পারভীন বাবু, খাদিজা চৌধুরী বিউটি, কাজী শামীমা বেগম সামু, আরিফা হক বৈশাখী, আকাশ রহমান, ফিলিপ লিটন, সাইফুল ইসলাম, মোহর খান, শাহনাজ বেগম, তামান্না হাসিনা, আতিয়া বাবু, শাহাদাত হোসেন রাজু, মাহবুব হোসেন, ম. আনোয়ার খন্দকার, মাহতাব উদ্দিন মিথু, মনিরুল ইসলাম, রইচ উদ্দিন, চামেলী গোমেজ, মামুন সিংগার, রিপন মিয়া।

সারাদিনব্যাপী পথমেলা এবং মাটি ও মানুষের প্রাণের গান ভাওয়াইয়া উৎসবে

আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত

কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
কনভেনার
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮

নুর ইসলাম বর্ষন
মেম্বার সেক্রেটারী
৩৪৭-৯৩৫-৫৪১৭

স্বাগতিক সংগঠন: বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতি

সহযোগী সংগঠন
লায়ন্স ক্লাব, বাংলাদেশ আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি,
অল এশিয়ান আমেরিকান ফাউন্ডেশন (এএএ), নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন

বিধান পাল কর্তৃক প্রচারিত, 347-473-7618

প্রয়াত কবি ফরিদা মজিদকে নিয়ে প্রবাসী সংস্কৃতিসেবী ও লেখকদের স্মৃতিচারণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কবি অধ্যাপক ফরিদা মজিদ প্রয়াত হয়েছেন ঢাকায়। কণ্ঠে ক্যানসার নিয়ে বিদায় নিলেন গত ২৮ সেপ্টেম্বর। মৃত্যুকালে বয়েস হয়েছিলো পপ্রায় ৭৯ বছর। প্রগতিশীল ও সৃষ্টিশীল নারী-ব্যক্তিত্বের বিদায়ে সর্বত্র শোকের ছায়া। প্রবাসের সংস্কৃতিসেবী ও লেখকরাও স্মৃতিচারণ করেছেন। নানাজনের কণ্ঠে শোকভরা স্মৃতি তর্পণ।

মৃত্যুর পরপরই ফেসবুকে আবেগপ্রবণ পোস্ট দেন নিউ-ইয়র্ক প্রবাসী কবি সালেম সুলেরী। ঢাকায় ফরিদা মজিদ তিনবাংলা'র প্রাণকণ্যা ছিলেন বলে জানান। উল্লেখ্য, কবির জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪২-এর ২৭ জুলাই। লেখাপড়া, অধ্যাপনার পেশাজীবন বৃটেন ও আমেরিকায়। ২০০৬ থেকে অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন বাংলাদেশে। এজন্যে নিজেকে তিনি 'তিনবাংলা'র প্রামাণ্য প্রতিনিধি বলতেন। বাংলাদেশ-ভারত-প্রবাসবাংলা'র সেতুবন্ধ সংগঠন 'তিনবাংলা' করতেন। প্রশিক্ষণ-গবেষণা-অনুবাদ বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে শুদ্ধতা ও আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছেন। তিনবাংলা'র গ্লোবাল সভাপতি হিসেবে নানান সহযোগিতা পেয়েছি। কবি সালেম সুলেরী'র মতে তিনি 'আধুনিকা' ছিলেন। তবে পরিপাটি শাড়িতে বাঙালীত্ব বহাল রাখতেন। ওনার পরামর্শেই তিনবাংলা দেশে-বিদেশে সাহিত্য-সাংবাদিকতার কর্মশালা করেছে।

ফরিদা মজিদের স্মৃতিতর্পণ করেছেন বিশিষ্ট সংগঠক নার্গিস আহমেদ। নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রথম নির্বাচিত নারী সভাপতি। শোক প্রকাশের পাশাপাশি লিখিতভাবে স্মৃতিচারণ করেছেন। বলেছেন, ২০১৭-তে ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁয় দীর্ঘদিন পর দেখা। 'তিনবাংলা' সংগঠনের সাংগঠনিক সম্মেলন ছিলো। কবি জাহিদুল হক ও ওনার প্রস্তাবে আমি আমেরিকা'র সভাপতি হই। তিনবাংলা'র বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে হলেও ওনার আগ্রহ ছিলো সর্বাধিক। প্রবাসীদের প্রতি বিশেষ টান শেষদিন পর্যন্ত বহাল ছিলো।

বৃটেনের প্রবীণ লেখিকা সালেহা চৌধরী বলেন, ধাক্কা খেলাম। আমরা প্রায় সমবয়সী, তরুণবেলার বন্ধু। ফরিদা মজিদ যেন আমাদেরও অমর্ত্যলোকে ডাকছে।

নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, আড্ডাগুলো ভুলিনি। হাডসন রিভার ড্রাইভে বাসা ছিলো। বাঙালী সংস্কৃতিসেবীদের জন্যে হৃদয় ও বাসা উন্মুক্ত রাখতেন। কবি মুহম্মদ আলী বাবুলের মতে সে-সে এক সময় ছিলো। মূলধারার সাহিত্যাঙ্গনে বাংলা'র মশাল জ্বালিয়েছেন।

সিনিয়র সাংবাদিক তাসের মাহমুদের স্মৃতিচারণ দীর্ঘ। বলেছেন, পরিচয়- আশির দশকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারে'। ফরিদা মজিদ ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি অনন্যসাধারণ নারী। ওনার উদ্যোগ, সম্পৃক্ততায় ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটি হয় নিউইয়র্কে। ওনার মতো দক্ষ সংগঠক কমিউনিটিতে হাতে গোনা।

'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন বলেন, উনিতো নিকটাত্মীয়। পারিবারিকভাবে আমার 'ন-নাস', জ্যোৎস্না ফুপুর মেয়ে। ওনাদের পরিবারটি ঐতিহ্যবাহী ও খ্যাতিমানে ভরা। প্রখ্যাত কবি গোলাম মোস্তফা আপন নানা। শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার, মোস্তফা আজিজ মামা। কবি ফরিদা মজিদের মৃত্যু দেশ-পরিবার সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করলো।

কবি শামস-আল মমীন আহবান করেছেন 'ফরিদা মজিদ'কে পড়তে। একমাত্র কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদ ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। শিরোনাম 'গাঁদা ফুলের প্রয়াণ ও যারা বেঁচে থাকবে'। সংগঠক আবু খালিকুজ্জামান বলেন, আমরা একই ধারার মানুষ। জন্ম পশ্চিমবাংলায়, ঢাকায় কৈশোর-তারুণ্য। আর শেষে প্রবাসবাংলায়। অর্থাৎ তিনবাংলা'র জীবন। উনি-আমি তিনবাংলা'র ট্রেনের যাত্রী।

সাপ্তাহিক মাতৃভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার বলেন, আমি মহা-মর্মাহত। উনি ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আমার থলিতে ওনার প্রাণবন্ত জীবনের শতস্মৃতি জমা আছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সম্পাদক ফখরুল আলমও শোকার্ত। বলেন, কমিউনিটিকে গড়তে উনি অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। প্রবীণ সংগঠক হাসান আলী বলেন, সম্পর্ক ১৯৯২ থেকে। মদিনা মসজিদের নিকট মবশ্বির চৌধুরীর রেস্টুরেন্ট। একসঙ্গে অনেক সভা ও মতবিনিময় করেছি। বাংলাদেশে চলে গেলে ফেসবুকে যোগাযোগ রাখতেন। সংস্কৃতিসেবী ফেরদৌস খান বলেন, নবপ্রজন্মের জন্যে উনি দৃষ্টান্ত। সংগঠক মনিকা রায় চৌধুরীর মতে, ওনাদের পথেই হাঁটছি।

লেখক-সংগঠক এবিএম সালেহউদ্দীন বলেন, স্মৃতিভান্ডার বিশাল। কারণ নিউইয়র্কে ম্যানহাটনে হাডসন রিভারসাইডে প্রতিবেশী ছিলাম। লস এঞ্জেলেস থেকে স্মৃতিচারণ করেন সিকদার গিয়াসউদ্দিন। বলেন উনি লেখক-অনুবাদক-শিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন।

প্রবাস লেখক আদনান সৈয়দ ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট দেন। ফরিদা মজিদের নিউইয়র্কের শেষ দিনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। প্রয়াত কবির হেঁসেলের খবরও দিয়েছেন প্রাণাবেগ থেকে। শিক্ষাব্রতী ফরিদা শিরীন খান প্রকাশ করেছেন বিষ্ময়। বলেছেন, এতো কম বয়েসে সেই কবে এতোকিছু করেছেন। বাঙালির নারীত্বকে অনেক উচ্চতায় নিয়েছিলেন।

বহুমাত্রিক লেখক কাজি জহিরুল ইসলাম শোকবাণী দিয়েছেন। বলেন, বৃটেন-আমেরিকার মূল ধারার কবিদের বন্ধু ছিলেন। বাংলাদেশের আর কোন কবি-লেখক এতো নৈকট্য পাননি। পাবলো নেরুদা, টেড হিউজ, অ্যালেন গিনসবার্গ... ভাবাই যায় না। অস্ট্রেলিয়াবাসী কথাসাহিত্যিক দীলতাজ রহমানও মুখ খুলেছেন। বলেছেন, ২০১৯-এ ঢাকায় প্রথম ও শেষ দেখা। অন্যরকমভাবে খোঁপাটি বেঁধেছিলেন যা ভুলতে পারি না। আমার গাড়িতে অনুবাদ বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথা হয়। সংস্কৃতিসেবী রানু ফেরদৌস বলেন, ছিলেন ভালোবাসায়। ওনার সান্নিধ্য আমাদের মুগ্ধতা দিয়ে গেছে। লেখক সোনিয়া কাদের বলেন, আব্বা ওনাকে জানতেন শুনেছি। উনি প্রবাস-মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আব্বার ওপরে লেখা বই-এ ওনার প্রসঙ্গটি এনেছি। যতোদিন বাঁচি ওনাকে শ্রদ্ধা জানাবো। পরপারে উনি যেন স্বর্গীয় প্রশান্তি পান।

এছাড়াও প্রবাসের অসংখ্য লেখক-সংস্কৃতিসেবী শোক প্রকাশ করেছেন। একুশে পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-লেখক ড. নূরন্নবী, শিশুসাহিত্যিক শরীফ মাহবুবুল আলম, প্রাবন্ধিক আবেদীন কাদের, সংগঠক আজিজুল হক মুন্না, কবি তমিজ উদদীন লোদী, কবি-অনুবাদক রওশন হাসান, লেখক-সাংবাদিক মনিজা রহমান, বৃটেনের কবি শামীম আজাদ, মুজিব ইরম, সাংবাদিক কাজী জাওয়াদ, রিমন ইসলাম প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ১৪১জন কারা!

(২৯ পাতার পর)

এর সভাপতি মিসেস সেলিমা আহমাদ এমপি, বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান, সিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, এফবিসিসিআই পরিচালক মোঃ মুনতাকিম আশরাফ, মিসে হাসিনা নেওয়াজ, দিলীপ কুমার আগারওয়ালা, মোঃ রেজাউল করিম রেজনু সিআইপি, মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ আনোয়ার সাদাত সরকার, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি সভাপতি রিজওয়ান রহমান, মোঃ সাইফুল ইসলাম, তাবারাকুল তোসাদ্দেক হোসেন খান টিটু, মোহাম্মদ বজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী খোকন, মোহাম্মদ নুরুন নেওয়াজ, আবুল কাশেম খান, রাশেদুল হোসেন চৌধুরী (রনি), নাজ ফারহানা আহমেদ, য়ৈসদ সাদাত আলমাস কবির, মিসেস শমী কায়সার, মোঃ শফিকুল ইসলাম ভরসা, মোঃ আবু নাসের, প্রীতি চক্রবর্তী, মোঃ রিয়াদ আলী, ড. নাদিয়া বিনতে আমিন, আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল, সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ হেলাল উদ্দিন, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রি ঢাকার সভাপতি মিসেস নিহাদ কবির, বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক জেসমিন আকতার, মোতাহার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক নাসরিন ইয়াসমিন চৌধুরী, রাইসা হাসিন চৌধুরী একুরেট স্টীল লিঃ এর ফাতিমা আকতার, এফবিসিসিআই এর সাবেক পরিচালক বেনজির আহমেদ এমপি, ডিজাইনার ফ্যাশন ডিমিটেড এর পরিচালক তাসফিয়া জসিম, অটো মিউজিয়াম লিঃ এর পরিচালক রামিসা মালিয়া, আবুল মোনেম লিঃ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, টোটাল বিজনেস সলিউশন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, চট্রগ্রাম উইমেন্স চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর পরিচালক সাবিনা কাইয়ুম, সুতিল এর সিউও আঞ্জুমান উল ফেরদৌসী, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ সাপ্লায়ার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি গোলাম নাসির, এফবিসিসিআই এর অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মামুনুর রহমান এবং প্রটোকল অফিসার খান মোঃ নুরই আলম সিদ্দিকী।

পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শোভিত, চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ওয়েষ্ট চেষ্টার কাউন্টি এর কটন পয়েন্ট পার্ক-এ অনুষ্ঠিত হলো পাবনা জেলার ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক আঞ্চলিক সংগঠন পাবনা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ইনক-এর বার্ষিক বনভোজন ২০২১। গত ২১ আগষ্ট এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সকাল ১০টায় সংগঠনটির সভাপতি এটিএম কামাল পাশা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক এবং সংগঠনের সাবেক সভাপতি ওয়াজেদ আলী খান বাচ্চু সংগঠনের সকলকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান। এরপর পরিবেশিত হয় সকালের নাস্তা। পাশের টেবিলে সাজানো ছিল তরমুজ।

বেলা ১২টায় শুরু হয় খেলাধুলা পর্ব। যার দায়িত্বে ছিল খন্দকার রেজাউল কারীম রেজা, শহিদুল ইসলাম ও মনি। উল্লেখযোগ্য খেলাধুলার মধ্যে ছিল ছোট্ট মনিদের দৌড় প্রতিযোগিতা, মেধা পরীক্ষা, চামচে মারকেল রেখে দৌড়, ফুটবল খেলা, বয়স্কদের বল নিক্ষেপ এবং বিশেষ আকর্ষণ মহিলাদের বাজনা থামলে বালিশ কোথায়, খেলাধুলার র্পব শেষ হলে শুরু হয় দুপুরের খাবার।

খাবারের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা রকিব উদ্দিন দুলাল, আহ্বায়ক ওয়াজেদ আলী খান বাচ্চু, সিনিয়র সহ সভাপতি ইউনুছ আলীসহ কার্যকরি পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

সবশেষে শুরু হয় বনভোজনের প্রধান আকর্ষণ রাফেল ড্র। রাফেল ড্রতে মোট ১৪টি আকর্ষনীয় পুরস্কার ছিল। এর মধ্যে প্রধান আকর্ষন ছিলো ১ম পুরস্কার স্বর্ণের নেকলেস এবং ২য় পুরস্কার ৬৫ ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন। রাফেল ড্র-তে ১ম পুরস্কার বিজয়ী হন কুইন্স থেকে মিসেস ফরিদ এবং ২য় পুরস্কার পান ব্রুকলীন থেকে নাজমুল হক। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ১৪১জন কারা!

(শেষের পাতার পর)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভার্চ্যুয়ালী হয়েছে। গেলো বছর ৭৫তম অধিবেশনের কর্মকান্ড করোনার জন্য বলতে গেলো পুরোটাই ভার্চ্যুয়ালী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এবারের জাতিসংঘের অধিবেশনে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মূল ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি ছয় দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবী উপস্থাপন করেছেন। এর বাইরেও বিভিন্ন ইভেন্টে যোগ দিয়েছেন। তাঁর জাতিসংঘ সফর নিয়ে চুলচেরা ভালোমন্দ বিশ্লেষন হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। তবে সবচেয়ে যে বিষয়টি বেশী আরোচিত হচ্ছে তা হলো তাঁর সফর সঙ্গী নিয়ে।

জানা গেছে, এবার প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এসেছেন এবং সেই ফ্লাইটেই তিনি তার সফর সঙ্গী নিয়ে দেশে ফিরবেন। আসলে তার সফর সঙ্গী কতো?। তাদের সফরের ব্যয় কতো? এই অর্থের যোগানদাতা কে? প্রধানমন্ত্রীর এতো বিশাল বহরের সফর সঙ্গীর প্রয়োজন আছে কি? এমন নানান প্রশ্ন সচেতন দেশবাসী ও প্রবাসীদের মাঝে ঘুরপাক খেলেও নেই কোন উত্তর।

প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর সঙ্গীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে অফিসয়ালী ১৪১ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। এই বিশাল প্রতিনিধি দলে যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন: ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিডিএফ) এর থিমেটিক অ্যাম্বাসেডর সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ .কে আবুল মোমেন এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পত্নী সেলিনা মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম এমপি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী, বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ মনিরা বেগম, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্ণেল ডা. তৌহিদা নওয়াজেস রোজি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক মো: ওসমান গনি, প্রধানমন্ত্রীর সহকারি সামরিক সচিব লে. কর্ণেল জি এম রাজীব আহমেদ, পিএসসি, প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার-১ মোহাম্মদ শামীম মুসফিক, প্রধানমন্ত্রীর এডিসি স্কোয়াড্রন লীডার এ কে এম শওকত উল্লাহ সামিও, মেজর মো: শফিউর রহমান, মোহাম্মদ মসিউল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার ডা: রুবাইয়াৎ ফেরদৌসি, গণভবনের কম্পট্রোলার মো: রাশিদুল হাসান, নার্সিং অফিসার মেজর আকলিমা, সিনিয়র চীফ পেটি অফিসার মো: আল মাসুম, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মো: মাইনুল হাসান, মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন মো: রাসেদুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্টাফ নিদ্রা মারাক, মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো: আবদুস সোবহান মিয়া, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, রাষ্ট্রাচার প্রধান এম, আমানুল হক, মহাপরিচালক (বহুপাক্ষিক অর্থনেতিক বিষয়াবলী) আন্দালিব ইলিয়াজ, মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) সামিয়া আঞ্জুম, রাষ্ট্রাচার উপ-প্রধান (সফর) কাজী জিয়াউল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব (সফর-১) আতাউর রহমান, সহকারী সচিব (সফর-২) মো: মাহাদি আলম বিনতু, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত মহ: শহীদুল ইসলাম, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত রাবার ফাতেমা, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) এ বাংলাদেশ প্রেসিডেন্সির বিশেষ দূত মো: আবুল কালাম আজাদ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মহসিন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনেতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতেমা ইয়াছমিন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মোস্তফা কামাল, অগ্রগামী নিরাপত্তা দল (ফিনল্যান্ড) এ ছিলেন, এসএসএফ পরিচালক লে. কর্ণেল আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিএসসি, উপ-পরিচালক মেজর মো: জাহিদুল ইসলাম ফয়সাল, লে. কমান্ডার মো: মুজাহিদুল ইসলাম, লে. কমান্ডার নাজিবুল হাসান, সহকারী পরিচালক ক্যাপ্টেন মো: তরিকুল ইসলাম, ফ্লাইট লে. মো: মোহাইমিনুল ইসলাম মুমিন, ফ্লাইট লে. ইসতিয়াক আহমেদ খান, পিজিআর মেজর কাজী মো: রাহাত কোরেশী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মেজর মো: তৌফিক এলাহী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ জহীর উদ্দিন, অগ্রগামী নিরাপত্তা দল (যুক্তরাষ্ট্র)- এসএসএফ পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মো: শহীদুর রহমান, পিবিজিএম, পিবিজিএমএস, উপ- পরিচালক স্কোয়াড্রন লীডার খান তানভীর আহমেদ, মেজর এ এম তারিজুস শাকেরীন, মেজর রিফ-াতউদ্দীন আহমেদ লিওন, মেজর আহসানুল ইসলাম, মেজর মোঃ তাওহীদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামশেদ শাহরিয়ার ভূইয়া, ক্যাপ্টেন সাখাওয়াত হোসেন প্রিন্স, ফ্লাইট লেফটেন্ট্যান্ট নাঈম-ঈ-জামান, লেফটেন্যোনাট এম রেজওয়ানুল হক, পিজিআর মেজর মোহাম্মদ মুহাইমিনুল হক, মেজর মো: মেহেদী হাসান সবুজ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মেজর এ টি এম সাকিব আদনান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক লে: কর্ণেল উজ্জল আহমেদ, পিএসসি, উপ-পরিচালক দেবব্রত দাস, টেকনিশিয়ান (এসএসএফ) মো: সুমন বাবু, এসএসএফ মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো: মজিবুর রহমান, ওএসপি, পিবিজিএমএস, পিপিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, পিজিআর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: জাহাঙ্গীর আলম, বিপিএম, এএফডাব্লিউসি, পিএসসি, এসএসএফ এর উপ-পরিচালক স্কোয়াড্রন লীডার শাফায়াত জামিল ফাহিম, মেজর মীর মোহাম্মদ ফাহদ বিন আসাদ, মেজর বি এম গোলাম কিবরিয়া তূর্য, সহকারী পরিচালক ক্যাপ্টেন কাজী শওকত আরা আঁখি, ক্যাপ্টেন মো: মাহবুবুল আলম খান, লেফটেন্যান্ট ইফফাত আরা ইমা, এসপিবিএন এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাসুদ রানা।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস ও মিডিয়া টিমে রয়েছেন- প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহ-সানুল করিম, স্পিচ রাইটার মো: নজরুল ইসলাম, উপ-প্রেস সচিব মিঞা মুহাম্মদ হাসান জাহিদ তুষার, সহকারী প্রেস-সচিব মু. আশরাফ সিদ্দিকি, সিনিয়র ফটোগ্রাফার এস এম গোর্কি, বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রযোজক বার্তা মো: আতাউর রহমান, বাংলাদেশ বেতারের উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক সিরাজুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর সিনিয়র রিপোর্টার আশরাফুল হক, ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) সিনিয়র করেসপনডেন্ট মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর.কম স্টাফ করেসপনডেন্ট গোলাম মুজতবা, বাংলানিউজ২৪.কম সিনিয়র করেসপনডেন্ট মহিউদ্দিন মাহমুদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের উর্ধ্বতন চিত্রগ্রাহক পান্থ রেজা, ফোকাসবাংলানিউজ সিনিয়র ফটোগ্রাফার ইয়াসিন কবীর জয়, ডিএফপি-প'র অফিসিয়াল ফিল্ম ক্যামেরাম্যান লুৎফর রহমান, তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি) এর অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার মো: আলতাব হোসেন।

গণমাধ্যমের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুর রহমান, ৭১ টেলিভিশনের বিশেষ সংবাদদাতা ফারজানা রূপা।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলে রয়েছেন: ব্যবসায়ী দলের প্রধান ও এসবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, এম এ মোমেন, মোঃ আমিনুল হক শামীম, মোঃ আমিন হেলালী, সালাউদ্দিন আলমগীর, এম এ রাজ্জাক খান রাজ, সাবেক সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম (মহিউদ্দিন) এমপি, পরিচালক এ কে এম সেলিম ওসমান, এ এম নাঈমুর রহমান এমপি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

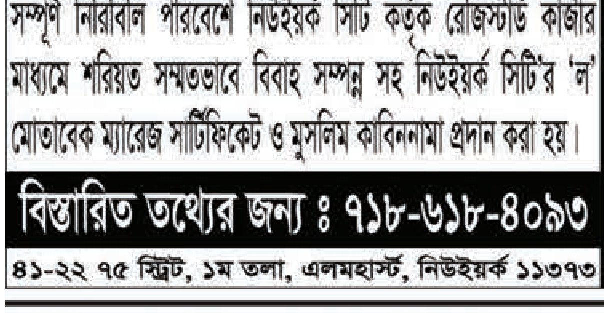

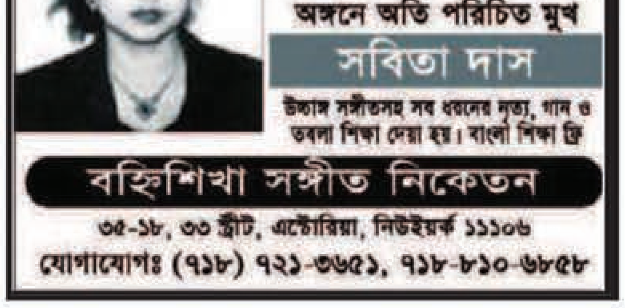

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও
Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো
এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

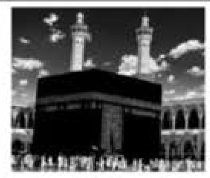

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates SAUDIA ETIHAD

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার
সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে স্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মুজিব বর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে

নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে ‘বাংলা কর্ণার’-এর উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: ‘মুজিব বর্ষ’ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীউদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক এর উদ্যোগে এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী’র সহযোগিতায় নিউইয়র্কস্থ কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে ‘বাংলা কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন উপলক্ষে নিউইয়র্ক সফরকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ.কে. আব্দুল মোমেন এমপি গত ২৮ সেপ্টেম্বর ‘বাংলা কর্নার’ স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্নারটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি. ল্যু, কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেনিস এম. ওয়ালকট। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির সদস্য এবং সাংবাদিকবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিনিটির সর্ববৃহৎ আবাসস্থল নিউইয়র্কস্থ কুইন্স বোরো যেখানে ইংরেজী, স্প্যানিশ ও চাইনিজ ভাষার পরেই বাংলা চতুর্থ বৃহৎ ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেকারণে উক্ত বোরোতে অবস্থিত কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে ’বাংলা কর্ণার’ উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ‘বাংলা কর্ণার’ টির সর্বমোট ৩০৯টি বই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। বইগুলো বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে বাংলাদেশের প্রথিতযশা লেখক ও সাহিত্যিকদের লেখা। এছাড়াও, বাংলাদেশের উপন্যাস, গল্পসমগ্রসহ শিশু-কিশোর উপজীব্য বইসমূহ এ কর্ণারে স্থান পেয়েছে।

২০১৯ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর কুইন্সের মূলধারাকে সম্পৃক্ত করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কুইন্সে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী-আমেরিকানদের জন্য কনস্যুলেট যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে ‘মুজিব বর্ষ’ উপলক্ষ্যে ‘বাংলা কর্ণার’ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ২০২০ সালে এই ‘বাংলা কর্ণার’ বিপুল পরিসরে উদ্বোধনের কথা থাকলেও কোভিড মহামারীর কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে এ বছর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন সীমিত পরিসরে কোভিড সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে আজ ‘বাংলা কর্ণার’টির উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ.কে. আব্দুল মোমেন এমপি।

অনুষ্ঠানে ড. মোমেন এমপি বলেন ২০২১ সাল বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ বছর আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং আজ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্ম দিন। তিনি বলেন, এছাড়াও এ বছর বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হলো বাংলাদেশ এবছরই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার সকল সূচকে সফলভাবে উর্ত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, সে কারণে এ বছরের এ দিনে ‘বাংলা কর্ণার’ এর শুভ উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তিনি এ সময় কুইন্স লাইব্রেরীকে ঘিরে তাঁর অতীত স্মৃতিচারণ করেন। তিনি আরো বলেন, আমরাই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। তিনি আশা প্রকাশ করেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মদের নিয়ে এই ‘বাংলা কর্ণার’-এ আসবেন এবং বই পড়বেন। তিনি এই বিশেষ দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ৩২টি ভাষণের সংকলণ ও বিশ্লেষণ এবং প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৭৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখনি সম্বলিত বিশেষ সংকলন কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীকে উপহার দেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে মুজিব বর্ষে স্থাপিত এই ‘বাংলা কর্ণার’টি আমাদের বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী সহ অন্যান্য মূলধারার প্রতিষ্ঠানের সাথে কনস্যুলেটের যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ও ব্রাজিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত (মনোনীত) সাদিয়া ফয়জুননেসা এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেনিস এম. ওয়ালকট অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন ‘জাতির পিতা’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধুর বারংবার কারাবরণের সময়কাল উল্লেখ করে বলেন মুজিব বর্ষে এই ‘বাংলা কর্ণার’ স্থাপন যথার্থ প্রতীকী এবং গুরুত্ব বহন করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি. ল্যু, কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস এবং সাংবাদিক-লেখক হাসান ফেরদৌস। প্রত্যেকেই বাংলা ভাষাকে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী-আমেরিকানদের কাছে তুলে ধরার এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এর মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষি সকলের বিশেষ করে শিশু কিশোরদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরী হবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর নিজের লেখা বেশ কয়েকটি বই কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট ডেনিস ওয়ালকট এর হাতে তুলে দেন। এছাড়াও ‘Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ Volume:1-9 এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোকচিত্র নিয়ে প্রকাশিত “Lighting the Fire of Freedom: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” বইসমূহ লাইব্রেরীকে উপহার দেন। কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেনিস এম. ওয়ালকট কমিউনিটিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে একটি Presentation of Honour স্মারক প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নিউইয়র্কের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফিতা কেটে ‘বাংলা কর্ণার’ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, এই বইসমুহ কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর প্রধান শাখায় ৬ মাস প্রদর্শিত হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত লাইব্রেরীর বিভিন্ন শাখায় এই বইগুলি সংগৃহীত থাকবে।
-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহঃ
➢ বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
➢ ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
➢ আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
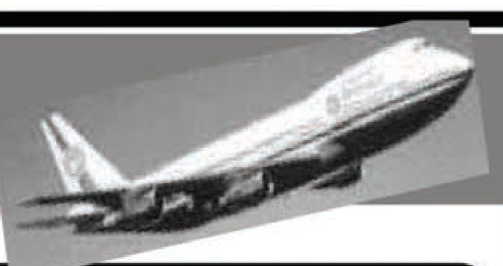
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package
WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

※ ফিজিক্যাল এক্সাম ※ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ※ টিএলসি এক্সাম ※ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ※ ডায়াবেটিস ※ উচ্চ রক্তচাপ ※ থাইরয়েড ※ এজমা ※ বাতের ব্যথা ※ চর্মরোগ ※ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট

আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগনা, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL

We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃববরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ
এবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
F TO 169 STREET

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Member: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داین

বাংলা পত্রিকা 25% off
SULTAN 001
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও শেফ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

- নিরিবিলি পরিবেশ
- রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

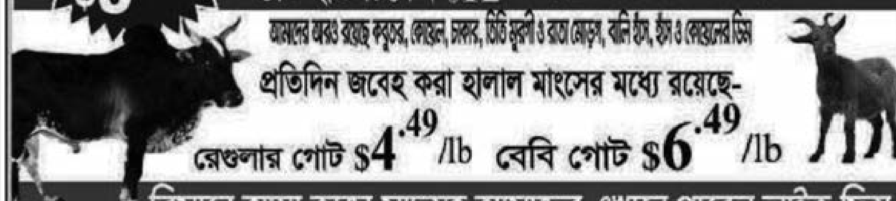

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99
তন্দুর লাচ্ছি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেচকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজড সল্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

শব্দের পাঁচগুণ দ্রুত গতির ক্ষেপণাস্ত্র

(প্রথম পাতার পর)

গত সপ্তাহে হাইপারসনিক এয়ার-ব্রিদিং উইপন কনসেপ্ট (এইচএডব্লিউসি) এর ফ্রি ফ্লাইট টেস্ট পরিচালনা করা হয়। ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি (ডারপা) সোমবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে ডয়েচে ভেলে।

জানা যায়, ২০১৩ সালের পর এই প্রথম হাইপারসনিক শ্রেণির অস্ত্রের পরীক্ষা চালালো যুক্তরাষ্ট্র। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরি করেছে রেথিওন টেকনোলজিস অ্যান্ড নরথপ গ্রুম্যান।

এ প্রসঙ্গে এইচএডব্লিউসি এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার অ্যান্ড্রু নোয়েডেলার বলেছেন, 'সামরিক শক্তির সক্ষমতার দিক থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলো।'

হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মূলত বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ দিয়ে চলে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি গতিতে চলে। ঘণ্টায় এর গতি থাকে ৬২০০ কিলোমিটার।

ডয়েচে ভেলে জানায়, পরীক্ষার সময় একটি যুদ্ধবিমানের উইং থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি নিক্ষেপ করা হয়। এর এক সেকেন্ডের মধ্যে একটি রকেট বুস্টারের মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রটির গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার এক সেকেন্ডের পরেই ক্ষেপণাস্ত্রটির মধ্যে লাগানো আরেকটি ইঞ্জিন চালু হয়। যা এর গতিবেগ শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি বাড়িয়ে দেয়।

গত জুলাইয়ে রাশিয়া দাবি করেছিলো, তারা টিসারকন (জিরকন) হাইপারসনিক ক্রুস ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, এটি নতুন প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্রের একটি অংশ। বিশ্বে এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় ৭

(প্রথম পাতার পর)

প্রিভেনশন জানায়, দৈনিক গড়ে ১ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

মহামারির প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ভ্যাকসিন প্রদানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশটিতে জনসংখ্যার ৫৫.৭ শতাংশের পুরোপুরি টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে।

তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে, যা ব্রাজিল এবং উচ্চ সংক্রমণের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের মুখোমুখি হওয়া ভারতের চেয়েও অনেক বেশি।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ঢেউ গত আগস্টের শেষদিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল, এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

ডিসেম্বরে মার্কিন কর্তৃপক্ষ টিকাদান কার্যক্রম শুরু করেছিল, যা এপ্রিলে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছায়, কখনও কখনও দৈনিক ৪ মিলিয়নের বেশি টিকা প্রদান করা হয়েছে, বর্তমানে টিকাদান কার্যক্রম যথেষ্ট ধীরগতির।

চীনে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৪৮ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, বিশ্বজুড়ে কোভিডে মৃতের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে। সবথেকে বেশি প্রাণহানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মেক্সিকো ও ভারতে। প্রথম ২৫ লাখ মানুষের মৃত্যুতে সময় লেগেছিল এক বছরেরও বেশি। তবে দ্বিতীয় ২৫ লাখ মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৮ মাসে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ জন্য অধিক সংক্রমক ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টকে দায়ি করা হয়েছে। গত এক সপ্তাহে দৈনিক ৮ হাজার জন মানুষ কোভিডে মারা গেছেন বিশ্বে। অর্থাৎ, প্রতি এক মিনিটে ৫ জনের মৃত্যু হচ্ছে এই মরণ ভাইরাসে। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মৃত্যুর হার কমে আসছে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, এখনও বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজও পাননি।

জিম্মি মোল্লা বারাদার, মারা গেছেন আখুন্দজাদা

ফুসফুস কেমন আছে তা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেবে মোবাইল অ্যাপ!

এক দুর্দান্ত ফিচার আনল হোয়াটসঅ্যাপ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, কোভ্যাক্সের অধীনে এখন শুধুমাত্র সেসব দেশেই ভ্যাকসিন দেয়া হবে যারা ভ্যাকসিন কার্যক্রমে পিছিয়ে আছে। ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে নানা প্রচারণা সত্তেও নাগরিকদের বেশিরভাগকেই কোভিডের ভ্যাকসিন দিতে পেরেছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপরেও শুক্রবার দেশটিতে কোভিডে মৃতের সংখ্যা ৭ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত বিশ্বে এটিই সর্বোচ্চ। দেশটিতে ভ্যাকসিন কার্যক্রমের কারণে হাসপাতালে ভর্তির হার কমে আসছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। অপরদিকে রাশিয়ায় শুক্রবার কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৮৮৭ জন। এখন পর্যন্ত সেখানে মাত্র ৩৩ শতাংশ নাগরিক কোভিডের ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

অঞ্চল হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকা বিশ্বের সর্বোচ্চ কোভিড মৃত্যু দেখছে। বিশ্বে এখন পর্যন্ত যতো মানুষের কোভিডে মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে ২১ শতাংশই এই অঞ্চলের। এরপরেই রয়েছে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ। উভয় অঞ্চলেই ১৪ শতাংশ করে মৃত্যু হয়েছে।

কারাগারে মুফতি কাজী

(প্রথম পাতার পর)

শেষে তাকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুজ্জামান।

অপরদিকে তার আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম শাহিনুর রহমান তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদশ দেন। এর আগে, বুধবার মুফতি ইব্রাহিমকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়।

এরপর রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুজ্জামান। শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম আবু সুফিয়ান নোমান দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

ইউটিউব, ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ায় গত বুধবার মুফতি কাজী ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়। ঢাকা মহানগর ডিবি উত্তরের সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) মুন্সি আব্দুল লোকমান বাদি হয়ে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা এ মামলা করেন।

একনজরে জিয়াউদ্দিন

(প্রথম পাতার পর)

অবস্থায় তিনি মারা যান। ১৯৫৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন তিনি।

বাবলু বাসদ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গত শতকের ৮০ এর দশকের শুরুতে ডাকসুর জিএস ছিলেন।

দুই দফায় জাতীয় পার্টির মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করা বাবলুকে প্রথমে উপদেষ্টা করেছিলেন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

তার শাসনামলে বাবলুকে শিক্ষা উপমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এরপর বাবলুকে অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং পরে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী করা হয়েছিল।

১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বাবলু। পরে ২০১৪ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য হন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরশাদের নির্দেশে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন।

এরশাদের জীবদ্দশায় ২০১৪ থেকে দুই বছর জাতীয় পার্টির মহাসচিবের দায়িত্বে ছিলেন বাবলু। ২০২০ সালে আবার সেই দায়িত্বে ফিরেছিলেন তিনি।

তার প্রথম স্ত্রী অধ্যাপক ফরিদা আক্তার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০০৫ সালে মারা যান। বাবলু-ফরিদা দম্পতির এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

গত কয়েক বছর আগেই জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এরশাদের ভাগ্নি মেহেজাবুন্নেসা রহমান টুম্পাকে বিয়ে করেছিলেন বাবলু।

রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী মুহিবুল্লাহ হয়ে

(প্রথম পাতার পর)

মিয়ানমারেই। ছিলেন শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি দুর্দশাগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সোচ্চার। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার প্রতিবাদে আরাকানে যেসব রোহিঙ্গা নেতা সোচ্চার ভূমিকা রাখেন মুহিবুল্লাহ তাদের অন্যতম। মুহিবুল্লাহ মিয়ানমারের মংডু এলাকার লংডাছড়া গ্রামের মৌলভী ফজল আহমদের ছেলে। রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র বাহিনীর রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)-এ প্রধান ভূমিকায় কাজ করার অভিযোগ ওঠার পর ১৯৯২ সালে মুহিবুল্লাহ মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসেন।

জিম্মি মোল্লা বারাদার, মারা গেছেন আখুন্দজাদা

এরপর থেকেই তিনি কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করেন। উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প ও ক্যাম্পটির আশপাশে বেশি সময় ধরে বসবাসের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। সর্বশেষ কুতুপালং ক্যাম্প-১ লম্বাশিয়া ইস্ট-ওয়েস্ট ব্লকের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ২০০০ সালের শুরুতে ১৫ জন সদস্য নিয়ে মুহিবুল্লাহ গড়ে তোলেন 'আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস'- নামের সংগঠন। এই সংগঠন রোহিঙ্গাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করে। অধিকার কর্মী হিসেবে কক্সবাজারের স্থানীয়দের সঙ্গেও মুহিবুল্লাহ গড়ে তোলেন সুসম্পর্ক। সংগঠন গড়ে তোলার পর কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান তিনি। তাদের জমায়েত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ধীরে ধীরে রোহিঙ্গাদের নেতা হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে নিয়মিত যাতায়াত করায় তিনি দুই পাশের রোহিঙ্গাদের মধ্যে সমানভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সর্বশেষ ২০১৭ সালের ২৫শে আগস্ট মিয়ানমার সেনাদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে মংডু টাউনশিপের সিকদারপাড়া গ্রাম থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন তিনি। এরপর আবারও আশ্রয় নেন উখিয়া ক্যাম্পে। সবকিছু আগে থেকে জানা-শোনা থাকায় ওখানকার মানুষের সঙ্গে মিশতে তার বেশি সময় লাগেনি। আবারও তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বেশ কিছু সংগঠন কাজ করলেও মুহিবুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এআরএসপিএইচ সংগঠনটি বেশ শক্তিশালী। মুহিবুল্লাহর সংগঠনে ৩০০ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছেন বলে জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত একটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল। রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ দেশের বাইরে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন একাধিকবার। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ১৭ দেশের যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৭ প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন তাদের একজন ছিলেন মুহিবুল্লাহ। যুক্তরাষ্ট্রের এ সফর দেশজুড়ে আলোচনায় এলে মুহিবুল্লাহ বেশ পরিচিতি লাভ করেন এবং রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত হন। ২০১৯ সালের ২৫শে আগস্ট রোহিঙ্গা আগমনের বর্ষপূর্তিতে। তিনি লাখো রোহিঙ্গার সমাবেশ ঘটিয়ে আলোচনায় আসেন। সেদিন তার নেতৃত্বে ৩ থেকে ৫ লাখ রোহিঙ্গার মহাসমাবেশ হয়। এরপর তিনি উখিয়া-টেকনাফের ৩২ রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে আরো প্রভাব বিস্তারকারী নেতা হয়ে ওঠেন। রোহিঙ্গাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে দক্ষ মুহিবুল্লাহ ধীরে ধীরে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন রোহিঙ্গাদের।

২৫শে আগস্ট মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রস্তুতিতে কীভাবে এতো বড় মহাসমাবেশের আয়োজন করেছিলেন মুহিবুল্লাহ ও তার সংগঠন। এর উত্তরে মুহিবুল্লাহ জানিয়েছিলেন, উখিয়া- টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে তার সংগঠনের দুই হাজার নেতাকর্মীকে মোবাইল ফোনে নির্দেশনা পৌঁছে দেয়া হয়। এরপর কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে মহাসমাবেশে উপস্থিত হওয়ার কথা জানায়। জাতিসংঘ মহাসচিবসহ যতো বিদেশি প্রতিনিধি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গেছেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই রোহিঙ্গা প্রতিনিধি হিসেবে মুহিবুল্লাহ ও তার সঙ্গীদের সাক্ষাৎ হয়েছে। মুহিবুল্লাহ মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিবকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সংলাপের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও সমপ্রতি বিশ্বব্যাংক রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে নাগরিকত্ব দেয়ার অনুরোধ জানালে বাংলাদেশের পাশাপাশি এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে রোহিঙ্গারা নিজ ভূমে মিয়ানমারে ফিরে যেতে চান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল মুহিবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন রোহিঙ্গাদের সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস' (এআরএসপিএইচ)।

বুধবার রাতে কুতুপালং ক্যাম্পে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তের গুলিতে মারা যান ৪৬ বছর বয়সী মুহিবুল্লাহ। তার মৃত্যুতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে। হত্যাকাণ্ডের পরের দিন তার জানাজা ও দাফন হয় কুতুপালংয়ে। নিরাপত্তা কড়াকড়ি থাকলেও মুহিবুল্লাহর জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেন। স্থানীয়দের দাবি তাকে শেষবার একনজর দেখতে আসা জনস্রোত প্রমাণ করে তিনি কতোটা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছের নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

মানবপাচারের অভিযোগে বাংলাদেশির কারাদণ্ড

(প্রথম পাতার পর)

সহযোগিতা ও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশির নাম মোহাম্মদ মিলন হোসেন (৪১)। তিনি ম্যাক্সিকোর তপাচুলায় থাকতেন। আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, ২০১৭ সালের মার্চ মাস থেকে ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশিদের তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে পারাপারের জন্য পৌঁছে দিতেন।

মিলন হোসেন তপাচুলায় একটি হোটেলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশীদের রাখা হত। তারপর তপাচুলা থেকে মন্টেরিতে যাওয়ার প্লেনের টিকিট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দিতেন। মন্টেরি থেকে মিলন হোসেনের সহযোগী মোক্তার তাদেরকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ব্যবস্থা করতেন।

বিশ্বের প্রভাশালীদের গোপন

(প্রথম পাতার পর)

গোপন অর্থ লেনদেনের তথ্য ফাঁস হয়েছে। ফাঁস হওয়া নথিতে যাদের নাম এসেছে, তাদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। প্যান্ডোরা পেপার্স নামে এসব দলিলপত্রে প্রায় ৩৫ জন বর্তমান ও সাবেক নেতা এবং তিন শতাধিক সরকারি কর্মকর্তার নাম রয়েছে। যারা বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের মধ্যে রয়েছেন-জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চেক প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেই বাবিস,আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনিয়াত্তা, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার প্রমুখ।

ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান ও বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করস্বর্গ হিসেবে পরিচিত পানামা, দুবাই, মোনাকো, সুইজারল্যান্ড ও ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া দ্বীপপুঞ্জের মতো দেশ ও অঞ্চলের কোম্পানিতে বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যে অর্থ রেখেছেন ও গোপন লেনদেন করেছেন, সেই তথ্য ফাঁস হয়েছে।

গার্ডিয়ান ও বিবিসিসহ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ওই সব কোম্পানির হাজার হাজার নথি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে প্যান্ডোরা পেপারস।

বিবিসি বলছে, অফশোর কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগকারী হিসেবে যাদের নাম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান ৩৫ জন নেতা এবং ৩০০-এর বেশি সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন। ৯০টির বেশি দেশের এসব কর্মকর্তার মধ্যে মন্ত্রী, বিচারক, মেয়র ও সেনাবাহিনীর জেনারেলরা রয়েছেন। আরও আছেন শতাধিক বিলিওনিয়ার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনপ্রিয় ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা।

এতে দেখা গেছে, জর্ডানের বাদশাহ গোপনে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশে ১০ কোটি ডলারের সম্পদ করেছেন। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও তার স্ত্রী লন্ডনে একটি অফিস কেনার সময় ৩ লাখ ১২ হাজার পাউন্ড কর ফাঁকি দিয়েছেন।

ফাঁস হওয়া নথিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মোনাকোয় গোপন সম্পদ এবং চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে বাবিসের ফ্রান্সে ২ কোটি ২০ লাখ ডলার দিয়ে প্রাসাদ কেনার তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ও তার পরিবার তাদের একজন। এই পরিবারের বিরুদ্ধে নিজ দেশের অর্থ লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে।

ইমিগ্র্যাশন ইস্যুতে বেকায়দায়

(প্রথম পাতার পর)

আচরণ ট্রাম্পের সময় যেমন ছিল এখনো ঠিক তাই আছে। শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে, না আশ্রয় দেওয়া হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে বাইডেন ছিলেন অভিবাসন প্রত্যাশীদের পক্ষে উচ্চকণ্ঠ। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন মানবাধিকার হবে তার পররাষ্ট্রনীতির মূল স্তম্ভ। বাইডেন প্রশাসন যেন হাইতির শরণার্থীদের নিজ দেশে ফেরত না পাঠায় সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে গত সপ্তাহে ৩৮টি নাগরিক ও অভিবাসী অধিকার গ্রুপের এক জোটের পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউজে চিঠি দেয়া। সহিংসতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচতে তারা টেক্সাসের সীমান্তবর্তী ডেল রিওতে আশ্রয় নিয়েছিল। ঐ জোটের মধ্যে ছিল এসিএলইউ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও কনফারেন্স অন সিভিল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন ব্ল্যাক অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক ও ন্যাশনাল কনফারেন্স অব ব্ল্যাক লয়ার্সের সভাপতি নানা জিয়াফি। তিনি বলেন, পরিস্থিতি এখন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, 'হাইতিতে সরাসরি প্লেনে করে শরণার্থী ফেরত পাঠিয়ে তাদের চরম দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে, এর ফলে মারাও গেছে কিছু শরণার্থী। বিষয়টি আপনার প্রশাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ডিপোর্টেশন ফ্লাইট অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সীমান্তে যারা নিরাপত্তা আশ্রয় চাইছে তাদের অবশ্যই আশ্রয় এবং তাদের আবেদনগুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করতে হবে। লক্ষণীয়, ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতর থেকেই শরণার্থী বহিষ্কার বন্ধের কথা বলা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত সিনেটের চাক শুমারও ঐ চিঠির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, শুমার সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কংগ্রেসের উচ্চ ও নিম্নকক্ষ মিলিয়ে ১২ জন সদস্য ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে বাইডেনের কাছে বহিষ্কার বন্ধ করার আহ্বান জানান। এদিন শরণার্থীদের প্রতি বর্ডার প্রেট্রল এজেন্টদের নির্মম আচরণের প্রকাশিত ভিডিওর সমালোচনা করে হোয়াইট হাউজ।

এর আগে ন্যাশনাল বর্ডার প্রেট্রল ইউনিয়ন শরণার্থী ইস্যুতে হোয়াইট হাউজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে। ন্যাশনাল বর্ডার প্রেট্রল কাউন্সিলের প্রধান ব্রেনডন জাড বলেন, 'ডেল রিও সীমান্তে নতুন ১৫ হাজার শরণার্থী আসার বিষয়টি উল্লেখ করে আমি জুনেই হোয়াইট হাউজকে অবহিত করেছিলাম।' তিনি বলেন, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চেয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কাছে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা ঠিক করে দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা এই সময়ের মধ্যে সেই চিঠির উত্তর দেয়নি। সীমান্ত নিরাপত্তার বিষয়টি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তত্ত্বাবধান করে থাকে।

জাড বলেন, 'হোমল্যান্ডের আচরণে আমরা যার পর নাই হতাশ হয়েছি। তারা জানত সীমান্তে শরণার্থী আসছে। কিন্তু তাদের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পাদনের কোনো পরিকল্পনা তারা নেয়নি। শরণার্থীরা ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। শিশুরা খুবই মানবেতর অবস্থায় রয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। অথচ আমরা সীমান্তে কারো সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত নই।'

ট্রাম্প যুগের নীতি পরিবর্তন ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েই বাইডেন ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তার প্রশাসন দৃশ্যত এখনো পর্যন্ত কোনো সাফল্য দেখাতে পারেননি। মনে হচ্ছে যেন এ ইস্যুতে হোয়াইট হাউজ এখন নীতিমালা ঠিক করে উঠতে পারেনি। সীমান্তে সর্বশেষ এ পরিস্থিতি নিয়ে তিনি একদিকে যেমন অধিকার গ্রুপ থেকে নিজ দলের কংগ্রেস সদস্যদের কাছ থেকে চাপের মুখে রয়েছেন তেমনি বিরোধী রিপাবলিকান শিবির তার সমালোচনা করছে এই বলে যে শরণার্থীদের ফলে সৃষ্ট সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যুটি তিনি উপেক্ষা করছেন।

২৬ বছরে বাংলা পত্রিকা

(প্রথম পাতার পর)

বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত সোমবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বাংলা পত্রিকার ২৫ বছরের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আজ (৪ অক্টোবর) সোমবার প্রকাশিত হলো নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা। বাংলা পত্রিকার নতুন বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সম্পাদক আবু তাহের সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভান্যুধায়ীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এদিকে বাংলা পত্রিকার বার্তা বিভাগের উদ্যোগে পত্রিকার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাৎক্ষনিকভাবে গত সোমবার বার্তা কক্ষে কেক কাটার আয়োজন করা হয়। সম্পাদক আবু তাহের সহকর্মীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেক কাটেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ ও এমদাদ হোসেন দীপু, টাইম টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক আব্দুল আহাদ, ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার তপন মাহমুদ জনি ও নিউজ প্রেন্টোর সামিয়া মুন উপস্থিত ছিলেন।

করোনার ট্যাবলেট

(প্রথম পাতার পর)

থামিয়ে দিতে পারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই।

মার্কিন কম্পানি মার্ক ও রিজব্যাক বায়োথেরাপিউটিকস যৌথ উদ্যোগে এই ক্যাপসুল তৈরি করেছে। এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের রিপোর্ট বেশ ভালো। ৭৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবীর ওপর ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮ শতাংশ করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ১৪ শতাংশ সামান্য অসুস্থতা অনুভব করেছে। তবে কারো মৃত্যু হয়নি।

নেচার মাইক্রোবায়োলজি সায়েন্স জার্নালে মলনুপিরাভির ওষুধের বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন গবেষকরা। ভাইরোলজিস্ট এবং সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড প্লেমপার বলেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয় মলনুপিরাভির। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সঙ্গে সার্স-কভ-২ ভাইরাসের অনেক মিল রয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো করোনাও আরএনএ (রাইবোনিউক্লিক এসিড) ভাইরাস। যেকোনো সংক্রামক আরএনএ ভাইরাল স্ট্রেনকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে এই ওষুধ। এটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংক্রমণ ঠেকাতে পারে বলে দাবি।

উত্তর ক্যারোলাইনা চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট টিমোথি সিয়াহান বলেন, 'শুধু নিজেকে সুস্থ করে তোলাই নয়, অন্যের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতেও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে এই ওষুধ।' সূত্র : এপি।

শিল্পী ডা. শাহনাজ আলমের গানে দর্শকরা আনন্দিত

(শেষের পাতার পর)

প্যালেসে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর রোববার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিপুল দর্শকের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। হল ভর্তি প্রচুর দর্শকই প্রমান করে শিল্পী ডাঃ শাহনাজ আলমকে দর্শকরা কত ভালবাসেন। আনন্দঘন উচ্ছাসে দর্শকরা উপভোগ করেন একটি সুন্দর গানের অনুষ্ঠান।

প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি শিল্পী সম্পর্কে কিছু কথা বলেন এবং মঞ্চে শিল্পীকে আহ্বান জানান। শাহনাজ আলম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একাধিক জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। তার গাওয়া মৌলিক গান ছাড়াও বাংলা, হিন্দি গান আর পারফমেন্স দুটিই মধ্যরাত পর্যন্ত দর্শকরা উপভোগ করেন। তার গানে দর্শককূল ছিলেন অভিভূত। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন ও রিজিয়া পারভিন সহ প্রবাসের শিল্পী, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গান শেষে সুস্বাদের নৈশ ভোজের আয়োজন ছিল।

বেগমপাড়ার মালিকদের ধরুন দুদকের উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট

(শেষের পাতার পর)

বিরোধী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 'দুদক' সংক্রান্ত এই পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষকদের দীর্ঘ দিনের। বিশ্লেষকদের এ পর্যবেক্ষণ এবার প্রতিধ্বনিত হলো উচ্চ আদালতের কণ্ঠে। দুদকের উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট বলেছেন, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যদি দুদক এভাবে ছোটে তাহলে দেশের উন্নয়ন কীভাবে হবে? রোববার (৩ অক্টোবর) বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি কেএম জাহিদ সারওয়ার কাজলের ভার্চুয়াল ডিভিশন বেঞ্চ এ মন্তব্য করেন। দিনাজপুরের ব্যবসায়ী ও জেলা যুবলীগ নেতা খলিলুল্লাহ আজাদ মিল্টনের জামিন শুনানিকালে এই মন্তব্য করেন হাইকোর্ট। দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করে। তারপক্ষে জামিন আবেদন করেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বুড়ুয়া। এ সময় দুদকের পক্ষে অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান সংযুক্ত ছিলেন। সরকারপক্ষে সংযুক্ত ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার।

দুদকের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে আদালত আরও বলেন, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যদি আপনারা এভাবে ছোটেন তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে কীভাবে। যারা দেশের বাইরে বেগমপাড়া করছেন, যারা মালয়েশিয়া, আমেরিকায় টাকা পাঠাচ্ছেন, এগুলো বড় বড় মানি লন্ডারিং। তাদের ধরেন।

পরে ৪০ কোটি টাকা অর্থপাচার মামলায় দিনাজপুরের ব্যবসায়ী খলিলুল্লাহ আজাদ মিল্টনকে ৮ সপ্তাহের জামিন দেন আদালত। তবে জামিনের শর্ত হিসেবে আসামিকে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে এবং তিনি দেশত্যাগ করতে পারবেন না বলে আদেশে বলা হয়। আদেশের বিষয়ে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, দিনাজপুরের সোনালী ব্যাংকের যে ব্রাঞ্চের কথা মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ওই ব্রাঞ্চের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে ১৪ কোটি ৭১ লাখ ৭৩ হাজার ২১৮ টাকার জমা করেছেন খলিলুল্লাহ আজাদ। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই টাকা উত্তোলন করেছেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে উচ্চ আদালত বিভিন্ন মামলায় প্রাসঙ্গিকভাবেই দুদকের সমালোচনা করে আসছে। প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের ছেড়ে চুনো-পুটিদের ধরার অভিযোগও আছে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে। রয়েছে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রফতানিকারক এবং দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীদের অনুসন্ধান-তদন্তের নামে হয়রানি করার অভিযোগ।

বেগমপাড়া নিয়ে দুদকের নিরবতা: মালয়েশিয়ায় 'সেকেন্ড হোম' এবং কানাডার 'বেগমপাড়া' নিয়ে বিশ্লেষক মহলে রয়েছে উচ্চবাচ্য। অর্থপাচারের প্রসঙ্গ উঠলেই প্রাসঙ্গিকতা পায় এ দু'টি বিষয়ে দুদকের আশ্চর্যজনক নিষ্ক্রিয়তা। দেশে অবস্থানরত ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের পেছনে দুদক যতটা কোমর বেঁধে নামে- সেভাবে নামতে দেখা যায় না আলোচিত অর্থপাচার সম্পর্কে। সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত হাতে থাকলেও রহস্যজনক নী-রবতা দুদকের দায়িত্বশীলতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশ্লেষকরা তাই প্রশ্ন তোলেন- তাহলে দুদকের কাজ কি? উচ্চ আদালতও দুদকের নিরবতা-নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বহুবার। হাইকোর্টের একই বেঞ্চ ইতিপূর্বে অর্থপাচারকারীদের 'দেশের শত্রু' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের ইনডেক্স প্রকাশ করে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই)। এ ধারাবাহিকতায় ৭ বছর আগে একটি ইনডেক্স প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে বছরে অন্তত: ৮০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন গত বছর সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন. কানাডার টরেন্টোতে টাকা পাচার করে বাড়িঘর বানিয়েছেন এরকম অন্তত ২৮টি ঘটনা তার জানা রয়েছে। এর মধ্যে রাজনীতিক ৪ জন। ২৪ জনই বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মকর্তা। তার এ মন্তব্যের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে মালয়েশিয়া, কানাডা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অবৈধ সম্পদের মাধ্যমে সেকেন্ড হোম করেছেন তাদের তালিকা চেয়ে গত ১৪ জানুয়ারী তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় দুদক। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি জানা যায়নি।

শিল্পোন্নয়নের অন্তরায় দুদক: অর্থপাচার দেশের আলোচিত ইস্যু হলেও এ বিষয়টি দুর্নীতি দমনের কাছে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। দেশের কোন শ্রেণিটি অর্থপাচার করছে- পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেটি স্পষ্ট করে দিলেও দুদকের দৃষ্টি যেন এ প্রশ্নে অন্ধ, একচোখা। অর্থপাচার বেশি করছেন সরকারের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বে আসীন ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা। অথচ তাদের বিষয়ে দুদক অ্যাকশনে নেই। রাজনীতিকরাও অর্থপাচার করছেন। সেটির পরিমাণ সরকারি চাকরিজীবীদের চেয়ে কম। কিন্তু দুদকের চোখ সেদিকে যায় না। দুদক 'অর্থপাচারকারী' খোঁজে কেবল বেসরকারি ব্যক্তিদের মাঝে। বিশেষত: যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। যারা উৎপাদিত পণ্য রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আনছে- তাদের বিরুদ্ধে 'অবৈধ সম্পদ অর্জন' এবং সেই সম্পদ 'পাচার'র অভিযোগ আনছে। অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসাবাদের নামে সম্মানহানি করছে। দেশে বিনিয়োগ, শিল্পসম্প্রসারণ তথা বেসরকারি খাতের শিল্পোন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। দুদকের বাছ-বিচারহীন এ যেন ভূমিকায় দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তারা বিরক্ত। তারা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানির অভিযোগ তুলছেন। অন্যদিকে অন্যের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে অর্থপাচারকারী সরকারি কর্মকর্তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অনুসন্ধান-তদন্ত দূরে থাক-ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ গ্রহণ এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের মামলাও করে না। কিন্তু কেন দুদক অর্থপাচারের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না? প্রশ্ন করা হয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি'র কাছে।

জবাবে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এর মূল কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। তিনি বলেন, আমাদের দেশে অর্থ পাচারের সাথে জড়িতদের বিচার এবং অর্থ ফিরিয়ে আনার দৃষ্টান্ত হয়েছিল ২০০৭/৮ সালে এবং যে প্রক্রিয়ায় এটা তখন সম্ভব হয়েছিল একই প্রক্রিয়া এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সদিচ্ছা নেই, তাই এখন হচ্ছে না। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র স্বাক্ষরকারী দেশ। যেসব দেশে অর্থ পাচার হয় তারাও স্বাক্ষরকারী সদস্য রাষ্ট্র। এই কনভেনশনের আওতায় পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে চিহ্নিত করা, অর্থ-সম্পদ ফেরত আনা সম্ভব। যারা জড়িত তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

নেপথ্যে আমলা-অনুরাগ: কারা বেশি অর্থপাচার করেন- এটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যেই প্রথম উঠে আসেনি। দুদক নিজেও জানে-কারা এই অর্থপাচাকারী। আর তাই অর্থপাচারকারীদের সুরক্ষায় দুদক সদা অন্তপ্রাণ। বিশেষ এই শ্রেণিটির প্রতি সংস্থাটির অনুরাগ যেন জন্মগত। এ কারণে প্রতিষ্ঠার ১৭ বছরেও সিভিল সার্ভিসের দুর্নীতির বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বরং প্রশাসন কর্মকর্তাদের যাতে কোনো ধরনের 'ক্ষতি'র সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে রাখা হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনত: স্বশাসিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। বাস্তবে জন্মলগ্ন থেকেই এটি আমলাতন্ত্রের পদানত সর্বোচ্চ পরাধীন এক সংস্থা। এ সংস্থায় কমিশনে যেমন রয়েছে আমলা-আধিক্য তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণেও রয়েছে আমলা-প্রাধান্য। দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক বাছাই পর্বটি প্রশাসন ক্যাডারদের দখলে। দুদকের গুরুত্বপূর্ণ 'বিশেষ অনুসন্ধান-তদন্ত-১', 'অনুসন্ধান-তদন্ত-২', 'অর্থপাচার দমন-প্রতিরোধ' সংক্রান্ত ডেস্ক এবং 'দুদক প্রশাসন' প্রেষণে আসা এডমিন ক্যাডারদের করায়ত্বে। কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খবরদারিত্বের কাজটিও করেন আমলা-কর্মকর্তারা। দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, শাস্তি, বি-ভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ারটি রাখা হয়েছে অনুসন্ধান-তদন্ত সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাহীন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের হাতে। এসব বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশন নামক সংস্থাটি পরিচালিতই হচ্ছে আমলাতন্ত্রের মর্জিমাফিক। যারা অর্থপাচার করছে তাদের অনেকেই দুদকের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে থাকা কর্মকর্তাদের স্বজাতি। এ কারণে তাদের অর্থপাচার এবং দুর্নীতির বিষয়ে কমিশনের পরিকল্পিত এই উদাসীনতা।

দুদকের মিথ্যা বাগাড়ম্বর: পররাষ্টমন্ত্রী অর্থপাচারকারীদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের পর চলতিবছর ফেব্রুয়ারীতে দুদকসহ তিনটি সংস্থার কাছে তালিকা চেয়েছিলেন হাইকোর্ট। কিন্তু দুদক নির্ধারিত সময়ে কোনো তালিকা দাখিল করেনি। বরং সংস্থাটির আইনজীবী বলেছিলেন, আমরা অর্থপাচারকারী তালিকা প্রকাশ করতে পারি না। মানিলন্ডারিংয়ের তথ্য তদন্ত পর্যায়ে প্রকাশ করা যায় না। আন্তর্জাতিক আইনে বাধা আছে। অনেক দেশে চিঠি দেয়া হয়েছে। তারা তথ্য পাঠাচ্ছেন।

বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সংগঠন এগমন্ট গ্রুপ-এর সদস্য। এটি বিভিন্ন দেশের ১৬৬টি ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সংগঠন। তাদের নীতিই হলো তদন্ত পর্যায়ে তথ্য প্রকাশ না করা। তদন্ত পর্যায়ে তথ্য প্রকাশের দায়ে নাইজেরিয়াকে গ্রুপ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আমরা সেই ঝুঁকি নিতে পারি না। ওই সময় সংস্থাটির তৎকালিন চেয়ারম্যান বলেছিলেন, যেসব ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করে সেসব দেশেই থাকছেন, তাদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। এপর্যন্ত বাংলাদেশের ৬০ ব্যক্তির অর্থ পাচারের তথ্য চেয়ে ১৮টি দেশে চিঠি দেয়া হয়েছে। ওই পর্যন্তই। এরপর মানিলন্ডারিং বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতির কথা শোনা যায়নি সংস্থাটির মুখ থেকে। বাস্তবতা হচ্ছে, বিদেশে অর্থপাচারকারী কিংবা পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে কার্যত: কোনো তৎপরতাই নেই। 'মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল এসিস্ট্যান্ট রিকোয়েস্ট' (এমএলএআর)-এর আওতায় প্রকাশযোগ্য কোনো তথ্যই কোনো দেশ থেকে পাচ্ছে না দুদক। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুদক ৫০টি অর্থ পাচার মামলা দায়েরের দাবি করে। বাস্তবে এগুলো হচ্ছে দেশের ভেতর বিভিন্ন বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 'অবৈধ সম্পদ অর্জন'র অভিযোগে মামলা। এসব মামলায় ২০১২ সালের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের কয়েকটি ধারাযুক্ত করে এটিকে 'মানিলন্ডারিং মামলা' বলে দাবি করছে সংস্থাটি। বিশেষত: ক্যাসিনোকান্ডকে গ্রেফতার হওয়া আলোচিত কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলাগুলো রুজু করা হয়। এসব এজাহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন, সেই সম্পদ 'স্থানান্তর',' হস্তান্তর' এবং 'রূপান্তর'র অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব হচ্ছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ব্যাপকভিত্তিক সংজ্ঞার পরিভাষা। এসব অভিযোগ আনার জন্য বিদেশে অর্থ পাচারের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় কোনো দেশে অর্থ স্থানান্তরিত কিংবা পাচার না হলেও এই অভিযোগগুলো আনা সম্ভব। দেশের অর্থ দেশেই বিনিয়োগ হলেও দুদক এজাহারে এসব পরিভাষা প্রয়োগ করে 'অর্থপাচার'র অভিযোগ আনছে। আর এ অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন অনেক ব্যবসায়ী, শিল্প মালিক এবং রফতানিকারক।

জানা গেছে, এমএলএআর'র আওতায় দুদক বিদেশ থেকে কোনো তথ্য পাচ্ছে না। মানিলন্ডারিং মামলা দায়েরের কৃতিত্ব দাবির জন্য সংস্থাটি এ ধরণের চাতুর্যের আশ্রয় নিচ্ছে। ২০১৫ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন সংশোধিত হওয়ার পর বেসরকারি ব্যক্তিদের 'অর্থপাচার' সংক্রান্ত এখতিয়ার হারায় দুদক। ২০১৮ সাল থেকে বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 'অবৈধ সম্পদ অর্জন'র ধারা প্রয়োগের পাশাপাশি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারাও প্রয়োগ করছে। বিষয়টি এখনও উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ হয়নি। মামলার পরিণতি না ভেবে নিছক লন্ডারিং মামলার সংখ্যা বাড়াতে একের পর এক দায়ের করছে 'অর্থপাচার মামলা'। তবে দুদকের এ হেন মামলাকে 'শুভঙ্করের ফাঁকি' বলে উল্লেখ করেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট বাবরুল আমীন। তিনি আশঙ্কা করে বলেন, বেসরকারি ব্যক্তিদের মানিলন্ডারিং মামলার এখতিয়ার সিআইডিসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে। দুদক যে মামলাগুলো করছে সেগুলোর ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। (সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব)

গর্ভপাতের অধিকারের

(শেষের পাতার পর)

ওয়াশিংটন ডিসিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের বিক্ষোভটি ছিল সবচেয়ে বড়। সম্প্রতি টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে গর্ভপাতবিষয়ক পাস হওয়া একটি আইনকে কেন্দ্র করে নারীদের এই বিক্ষোভ শুরু হয়। ওই আইনে গর্ভধারণের ছয় সপ্তাহ পর থেকে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা হয়। গত মাস থেকে এই আইন কার্যকর হয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভকারীরা সুপ্রিম কোর্টের আশেপাশের রাস্তা দখল করে, 'আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত' স্লোগান দেন। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান লেখা ব্যাপার দেখা যায়। এর আগে র ্যালিটি শুরুতেই কয়েক ডজন গর্ভপাত বিরোধী সমর্থকদের তোপের মুখে পরে। গর্ভপাত বিরোধীরা র ্যালির সমর্থকদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। এক গর্ভপাত বিরোধী ব্যক্তি র ্যালির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, 'নিষ্পাপ শিশুদের রক্ত তোমাদের হাতে লেগে আছে'। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল গর্ভপাতের সমর্থনে এদিন দুইটি র ্যালিতে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গর্ভপাত বিষয়টি নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে আমরা ক্লান্ত'। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের 'রো বনাম ওয়েড' নামের ঐতিহাসিক রায়ে নারীদের গর্ভপাতে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষয়টি সামনে এনে বিক্ষোভে অনেকেই '১৯৭৩' লেখা টি-শার্ট পরেছিলেন। রো বনাম ওয়েড আইনের প্রসঙ্গ তুলে টেক্সাসের গর্ভপাতবিরোধী নতুন আইনের সমালোচনা করছেন আন্দোলনকারীরা। নতুন আইনকে ১৯৭৩ সালের 'রো বনাম ওয়েড' আইনের লঙ্ঘন বলে মনে করছেন তারা।

মেক্সিকো সীমান্ত

(শেষের পাতার পর)

তারা সেখানে দুটি গোপন ঘরে থাকতেন। লারেডো সেক্টর বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি লিগার্ড স্ট্রিটের একটি বাড়িতে প্রথম গোপন ঘর আবিষ্কার করে। ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন জানিয়েছে, ওই ব্যক্তিরা গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, এল সালভাদর এবং হন্ডুরাসের বাসিন্দা। পরে দ্বিতীয় আরেকটি এমন বাড়ি আবিষ্কার করা হয়। বর্ডার পেট্রোল এজেন্টরা ফিলাডেলফিয়া স্ট্রিটের একটি বাড়িতে বেশ কয়েকটি অবৈধ অভিবাসীদের থাকার বিষয়ে তথ্য পেয়েছিল। দ্বিতীয় ঘরটি প্রথম ঘরের চেয়ে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এজেন্টরা বাড়ির ভিতরে ৪০ জনের বেশি অবৈধ অভিবাসীর খোঁজ পান। এই ব্যক্তিরা হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা এবং মেক্সিকো থেকে এসেছিলেন। সিবিপি বলেছে যে গ্রেপ্তার হওয়া অভিবাসীদের কেউই ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরেননি। এজেন্টরা তাদের পিপিই দিয়েছিল এবং তাদের মেডিক্যাল স্ক্রিন করা হয়েছিল।

এক জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

(শেষের পাতার পর)

২০১৯ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার এক সিনাগগে হামলা চালিয়ে একজনকে হত্যা ও তিনজনকে আহত করেছিলেন জন আর্নেস্ট। তার কয়েক সপ্তাহ আগে কাছের এক মসজিদেও আগুন লাগিয়ে দেয় সে। তবে মসজিদে আগুনের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

উল্লেখিত অপরাধে গত ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জন আর্নেস্টকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে সান ডিয়াগোর আদালত। সাজাখাটার সময় কোনো প্যারোলেরও আবেদন করতে পারবেনা সে। জানা গেছে, সিনাগগে হামলার কিছুক্ষণ আগে আর্নেস্ট ইন্টারনেটে একটি ইহুদি ও মুসলিমবিরোধী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, একই সময়ে নিউজিল্যান্ডে দুই মসজিদে হামলা চালিয়ে ৫০ জনকে হত্যার ঘটনা থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছেন। এছাড়া কয়েকমাস আগে পেনসিলভেনিয়ার পিটসবার্গে সিনাগগে হামলা চালিয়ে ১১ জনকে হত্যার ঘটনাও তিনি ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ করেন। রায় ঘোষণার আগে আর্নেস্টকে কোনো বক্তব্য দিতে দেয়া হয়নি। তিনি বর্ণবাদী বক্তব্য দিতে পারেন এই আশঙ্কায় বিচারক ঐ সিদ্ধান্ত নেন।

ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে

(শেষের পাতার পর

)বিচারককে আর্জি জানান, যেনো টুইটার কর্তৃপক্ষকে অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল হিলে উগ্র ট্রাম্পপন্থী সমর্থকদের হামলার ঘটনার উস্কানিদাতা হিসেবে টুইটার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়। অ্যাকাউন্টটিতে ট্রাম্পের ৮৯ মিলিয়ন ফলোয়ার ছিল।

২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে থেকে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর ট্রাম্প এই অ্যাকাউন্টি সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বেশিরভাগ সময় প্রতিপক্ষকে শক্ত আক্রমণ এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর বিষেদাগার করেই পোস্ট দিতেন টুইটারে। বেশিরভাগ টুইটেই তিনি তাঁর সমর্থকদের আগ্রাসীভাবে উস্কে দিতেন। বর্ণবৈষম্যমূলক পোস্ট এবং করোনার উৎপত্তি বিষয়ে অভিবাসীদের দায়ী করাসহ নির্বাচনে ডেমোক্রেটিকদের রুখে দিতে অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করতেন তিনি। ট্রাম্পের অ্যাটর্নি গত ১ অক্টোবর শুক্রবার মায়ামির ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে টুইটার ও এর প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ জারি করেন। সেখানে বলা হয়েছে টুইটার তাঁর প্রথম নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন। এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

কারো কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভূমিকা রাখার আহ্বান

(৪৬ পাতার পর)

মুহিবুর রহমান রুহুলের নেতৃত্বে কার্যকরী কমিটি নিয়মিত মর্টগেজ পরিশোধ ছাড়াও ৭০ হাজার ডলার এককালীন পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ কমিয়ে আনেন। তা ছাড়া ভবন সংস্কারের মাধ্যমে ভাড়া ৮ হাজার ডলার থেকে ১০ হাজার ডলারে উন্নীত হয়। তৎকালীন সভাপতি মস্তফা কামাল ও সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান রুহুল ১ লাখ ৮০ হাজার ডলারের চেক দিয়ে সমিতির ভবন ঋণমুক্ত করার উদ্যোগ নিলেও একটি বিশেষ মহলের অসহযোগিতার কারনে তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। এতে সমিতির প্রায় ৩০ হাজার ডলারেরও বেশি মর্গেজ ইন্টারেস্ট বাবদ গচ্চা যায়।

২০২০-২০২১ সালে বর্তমান সভাপতি মকবুল রহিম চুনই এবং সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান রুহুলের কার্যকরী কমিটি নিয়মিত মর্টগেজ পরিশোধ করে গত জুন মাসে ৬৪ হাজার ডলার পরিশোধের মাধ্যমে ভবনটিকে সম্পূর্ণরুপে ঋণমুক্ত করেন। যা এসব কমিটির সাফল্যের ধারাবাহিকতার একটি অংশ। অবশ্যই এখানে সাধারণ সদস্যদের বিশাল অবদান ও সহযোগিতা রয়েছে। কারন এই কমিটিগুলো সদস্যদের সাথে নিয়েই তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে নিজেদের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। অন্যদের মতো স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে সমিতির ভবন বিক্রি করে বকেয়া তেলের বিল দেয়ার মতো হঠকারী সিদ্ধান্তের কথা বলেননি এটিই হয়তো তাদের দৃষ্টিতে অপরাধ।

এস্তফা কামাল বলেন, বিশ্ব মহামারির এই সময়ে সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- দুঃখজনকভাবে যারা করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের ফিউনারেল সার্ভিসে সহযোগিতাসহ পাশে থাকা, করোনাকালে দুর্লভ অ্যান্টিবডি টেস্ট, সুরক্ষা সামগ্রী যেমন মাস্ক, স্যানিটাইজার ও গ্লাভস বিতরণ এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এছাড়া দেশে বিয়ানীবাজার উপজেলায় নগদ ১১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। অতি সম্প্রতি সমিতির উদ্যোগে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বেসরকারি অনুদান প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজার সমিতি। যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হলো অক্সিজেন কনসেনট্রেটর এবং সিলিন্ডার। বিয়ানীবাজারবাসীর আন্তরিক সহযোগিতায় সফল এই অনুদান সর্বমহলে ব্যপক প্রশংশিত হয়।

একটি পক্ষ তাদের বক্তব্যে বলেছেন দীর্ঘদিন থেকে সমিতির নির্বাচন হয়নি-যা তাদের মনগড়া এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বের পালাবদলকে বাধাগ্রস্থ করার ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। আপনারা দেখেছেন এবং জানেন, একটি অবাধ এবং সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিগত সব কয়টি কমিটি। নিয়ম অনুযায়ী সদস্য নিবন্ধন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন গঠনসহ নির্বাচনী সব কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু দুটি পক্ষ ছাড়া নির্বাচন হয়না। একটি পক্ষ সব আয়োজন করলেও অন্য পক্ষটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেননি এই ব্যর্থতার দায়ভার তো তাদের ওপরই বর্তায়?

তিনি বলেন, একটি পক্ষের অসৎ উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে যে, স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে আমরা ভোট নিবন্ধন এস্টোরিয়ায় নিয়েছি। ২০১৭ সালের ভোট নিবন্ধনের সময় ওজন পার্কের রোজ বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে যে তান্ডব চলেছিল, কারা ছিল এর নেতৃত্বে! তারা কি অস্বীকার করতে পারবে? ওই ঘটনায় পরবর্তীতে তারা সমিতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। মহামান্য আদালত তাদের করা মামলাটি খারিজ করে দেন এবং আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু তখনও একটি পক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহন করেননি। এটা কি তাদের ব্যর্থতা নয়?

মস্তফা কামাল বলেন, গত সাধারণ সভায় ওজন পার্কের আল মদিনা পার্টি হলে সমিতির বর্তমান সহ-সভাপতির উপর যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, তার দায়ভার কি তারা এড়াতে পারবে? এ বছর সমিতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভোট নিবন্ধিত হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৮ হাজার ডলার সমিতির ফান্ডে এসেছে, যা সম্পন্ন হয়েছে এস্টোরিয়ায়। এবারের ভোটার নিবন্ধন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে যা তাদের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এস্টোরিয়ায় না হয়ে ওজনপার্কে হলে গত ভোটার নিবন্ধন ও সাধারণ সভার মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে এর দায়ভার কে নিত! গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেয়ার সদিচ্ছা থাকলে নিবন্ধন কার্যক্রম ওজন পার্ক কেন নিউইয়র্কের যে কোন স্থানে গঠনন্ত্র অনুযায়ী হলে তাতে অংশ নেয়া সকলের দায়িত্ব।

মস্তফা কামাল বলেন, ২০০৬-২০০৭ সালের কমিটি ৭২ হাজার ডলারের হিসাব দিতে পারেনি! এই কমিটির পর পরবর্তী কমিটিগুলোর সাধারণ সভায় বিষয়টি নিয়ে বার বার আলোচনা ও হট্টগোল হয়। পরে ২০১০ সালের একটি সাধারণ সভায় ৭২ হাজার ডলারের সেই হিসাবটি নিয়ে আর আলোচনা না করতে এবং তাদের দায়মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দায়মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিরা বর্তমান ও গত ১৪ বছরের কমিটিগুলোর ধারাবাহিক সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কমিটিগুলোর নামে অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। কারন অতীতে ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত টেলিফোন বিল সমিতির একাউন্ট থেকে দেওয়ারও রেকর্ড আছে। সমিতির সর্বশেষ সাধারণ সভায় সাবেক একজন সভাপতি চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে সমিতিকে দ্বিখন্ডিত করার ঘোষণাও দেন। তার এই হঠকারিতা দেখে সাধারণ সভায় আগত অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারা চাইছেন মিথ্যা বানোয়াট গল্প সাজিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি ঢাকতে।

বর্তমান কমিটিসহ বিগত ১৪ বছরের কমিটিগুলো সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক বছরে দুটি সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছভাবে তুলে ধরছে। এছাড়া স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রতি দুই বছর অন্তর অডিট কমিটির মাধ্যমে আয় ব্যয়ের মূল্যায়নও করে তা সাধারণ সদস্যদের সামনে প্রকাশ করে আসছেন।

তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতিকে পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করে আসছি। আমরা তিন দশকের এই সমিতিকে ''আমার'' হিসেবে বিবেচিত না করে ''আমাদের'' প্রিয় সমিতি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু একটি মহল প্রিয় বিয়ানীবাজারবাসীর প্রাণের সংগঠনটিকে ''আমার'' সংগঠন হিসেবে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রিয় বিয়ানীবাজারের সচেতন বাসিন্দারা তাদের সেই অসৎ উদ্দেশ্য কখনোই বাস্তবায়িত হতে দেবে না।

বিগত তিন দশকের বেশি সময় আগে প্রতিষ্ঠিত বিয়ানীবাজার সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে শুরু করে সব কার্যকরী কমিটির অবদানকেস্মরণ কওে তিনি বলেন, এখানে কারও অবদানকে খাটো করে দেখার অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করিনা। একই সাথে সমিতির সাবেক যে সকল কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের অবদানকেও আমরা স্মরণ করছি।

লিখিত বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, যারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, আসুন ভুল তথ্য না দিয়ে একে অন্যকে সহযোগিতা করে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বের পালাবদল নিশ্চিত করি। বিয়ানীবাজারবাসী এই প্রবাসে অতীতে ঐক্যবদ্ধ ছিল, আছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে। মিথ্যা বানোয়াট অসৎ উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে সম্মানিত সচেতন সদস্যবৃন্দ কখনো বিভ্রান্ত হয়নি এবং হবেনও না। তিনি বৃহত্তর স্বার্থে সমিতির গঠণতন্ত্র এবং সমিতির সাধারণ সদস্যদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসন্ন নির্বাচনটিকে উৎসবমূখর করে তোলা এবং বিয়ানীবাজারবাসীকে তাদের সঠিক নেতৃত্ব বেছে নিতে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

কমিটি না পেয়ে হতাশ নেতা-কর্মীরা

(শেষের পাতার পর)

হবেন। দলের অপর একটি সূত্র জানান, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবাদুস সোবহান গোলাপ এমপি'র মাধ্যমে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সফরের সময় সঙ্গত কারনেই অন্যান্যবারের মতো এবার প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ এবং কথা বলতে পারেননি। তিনি দেশে ফিরে সুবিধামত সময়ে ভার্চ্যুয়ালী যুক্তরাষ্ট্রের নেতা-কর্মীদের সাথে কথা বলবেন। ফলে ধারনা করা হচ্ছে ঐ ভার্চ্যুয়ালী অনুষ্ঠানে সভাপতি শেখ হাসিনা কোন ঘোষণা দিতে পারেন। তবে এটি সম্পূর্ণ নির্ভল করছে শেখ হাসিনা ইচ্ছে অনিচ্ছার ওপর।

এদিকে করোনা পরিস্থিতি সহ নানাবিধ কারণে আপাতত: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তেমন আগ্রহ নেই বলে দলের একাধিক সূত্রে জানা গেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নয়, দেশ-বিদেশের অন্য কোন কমিটির বিষয়ে দল বা দলীয় সভাপতির আপাতত: কোন চিন্তা-ভাবনা নেই বলে সূত্র দাবী করেছে। অপর একটি সূত্র জানায়, দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি হচ্ছে না। ফলে দলের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি লেগেই আছে। এতে কেন্দ্র বিব্রত। তাই নতুন কমিটি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি হওয়াই উত্তম বলে অধিকাংশ নেতা-কর্মীর দাবী।

সূত্র মতে, নতুন কমিটিতে বর্তমান সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান আর থাকছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে যাদের নাম উঠে আসছে তাদের মধ্যে রয়েছেন- বর্তমান উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, উপদেষ্টা ড. প্রদীপ কর, সিনিয়র সহ সভাপতি এম. ফজলুর রহমান প্রমুখের নাম। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ছাড়াও যুগ্ম সম্পাদক আইরীন পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, জনসংযোগ সম্পাদক ও সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কাজী কয়েস, কার্যকরী সদস্য হিন্দার কাদির বাপ্পা, গোলাম রব্বানী প্রমুখের নাম শুনা যাচ্ছে।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

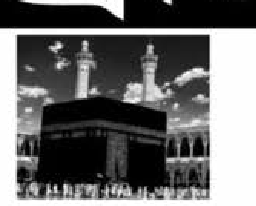

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax

Immigration

Real Estate

Mortgage

Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS · ETIHAD AIRWAYS · BRITISH AIRWAYS · Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS · DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY — 25th Anniversary 1990 2015

Authorised IRS e-file Provider

KAKATUA AGENCY

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।

BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়

DR. WALI KHAN
D.D.S.

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।

যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

শাহরুখ খানের ছেলে

(শেষের পাতার পর)

আরিয়ান খানের। এনসিবির দফতরে ১৬ ঘণ্টা জেরা করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে শাহরুখ খানের ছেলেকে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তার গ্রেফতারি পরোয়ানা। যেখানে আরিয়ান নিজের হাতে কলম দিয়ে লিখেছেন, ‘আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আর আমার পরিবারের সদস্যদের ফোন করে আমি সে কথাই জানিয়েছি।’ নীচে আরিয়ানের সই। ‘দ্য নিউ ইন্ডিয়ান’ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সেই ছবি।

শাহরুখের ছেলেকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস’ (এনডিপিএস)-আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে। পরোয়ানায় লেখা রয়েছে, ৩০ গ্রাম কোকেন, ২১ গ্রাম চরস, ২২টি এম-ডিএমএ বড়ি এবং নগদ ১,৩৩,০০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে মুম্বাই থেকে গোয়াগামী প্রমোদতরীর টার্মিনালে।

শনিবার (২ অক্টোবর) রাতেই খবর আসে গোয়াগামী এক প্রমোদতরীতে এনসিবি আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছেন। তাতে বলিউড তারকা-সন্তানও আটক হয়েছেন। কিন্তু নাম তখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

রোববার (৩ অক্টোবর) সকালে আরিয়ানের নাম জানা যায় আরিয়ান ছাড়াও মোট ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককেই জেরা করা হয়েছে সকাল থেকে। তার পর বিকেলে আরিয়ান এবং আরও দু’জনকে গ্রেফতার করেন আধিকারিকরা।

এদিকে শাহরুখের ঘনিষ্ঠ একজন বলেছেন, শাহরুখ এ বিষয়ে সামনে এসে কোনও কথা বলেন নি। এনসিবি আরিয়ানকে নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেই শাহরুখের আইনি পথে হাঁটার একাধিক রাস্তা খুলে যাবে। তিনি আরো জানিয়েছেন, ছেলে আটক হওয়ার পর থেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত গৌরী। কাজের জন্য বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল তারও। আপাতত শাহর“খের সঙ্গে শহরে থাকবেন গৌরী। দুঃসময়ে ছেলের পাশে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা।

প্রথম দিনেই পাঁচ স্বর্ণ মুক্তি খাতুনের

(শেষের পাতার পর)

শুরু হওয়া বঙ্গবন্ধু ৩৪তম জাতীয় সাঁতারের ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন আনসারের সাঁতারু মুক্তি খাতুন। সময় নিয়েছেন ০১ঃ২২.২৮ সেকেন্ড। ২০১৯ সালে করা বিকেএসপির খাদিজা আক্তারের সময় ছিল ০১ঃ২৩.৭১ সেকেন্ড। মুক্তি খাতুন পাঁচটি স্বর্ণ পদক জয় করেছেন।

রোববার প্রথম দিনে দুইটি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। পালটা জবাব দিয়ে মুখ রক্ষা করেছেন বিকেএসপির আমিরুল ইসলাম।

তিনি ০১ঃ০৪.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ইভেন্টে ২০০৬ সালে বিকেএসপির রবিউল ইসলামের (০১ঃ০৬.২৮) করা রেকর্ড ভেঙেছেন। এদিন বিকালে বয়সভিত্তিক সাঁতারের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।

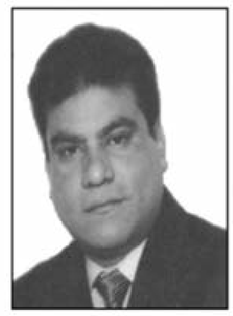

নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশীদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের অঙ্গীকার

(শেষের পাতার পর)

ব্যবসায়ী যোগ দিয়েছেন। বুধবার সকাল ১০টায় শুরু হওয়া সামিটে এই সামিটের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রবাসী কলাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ এমপি। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী। এনআরবি সিপিএ এসোসিয়েশনের সভাপতি মাহতাবুর রহমান নাসিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আন্যান্যের মধ্যে জর্জিয়ার ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান, নি-উইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঠিকানা'র চেয়ারম্যান সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কল্লোল আহমেদ ও এম এ আজিজ, পিপল এন্ড টেক-এর সিও ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিপ, ফেমা ক্যাশের সিও ড. সাইফুল খন্দকার, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট রবিউল করিম সহ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী-আমেরিকান ব্যবসায়ীরা ও বিশিষ্টজনরা বক্তব্য রাখেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার পাশাপাশি ঘাটতি প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়। সমিটে দুবাই এক্সপো-কে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রসার কিভাবে জোরদার করা যায় তা নিয়ে ব্যবসায়ী ও সরকারকে কৌশলী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সামিটে বাংলাদেশ ও আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বিমুখী বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে বলে আশাবাদও ব্যক্ত করেন ব্যবসায়ীরা।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেন, প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগ করলে সরকার তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। তিনি বলেন, প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ২৪.৭৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিটেন্স তারা করোনা মহামারি চলাকালীন সময়ে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে রেকর্ড উচ্চতায় উন্নীত করতে সাহায্য করেছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রবাসীদের ব্যাপকভাবে রেমিটেন্স পাঠানোর পাশাপাশি দেশে বিনিয়োগ করার আহবান জানান তিনি।

মাহতাবুর রহমান নাসির সিআইপি বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। তাই তাদের আহবানে সারা দিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দুবাইয়ে আয়োজিত গ্লোবাল বিজনেস সামিটে উদ্যোক্তাদের জড়ো হওয়া তাই প্রমান করে। তিনি সরকারের বিনিয়োগ কর্মসূচিতে পপ্রবাসীদের আরো ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফর, দুবাই ও উত্তর আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল বিএম জামাল হোসাইন, বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নাসরিন জাহানসহ আরব আমিরাতের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিণ্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের সহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

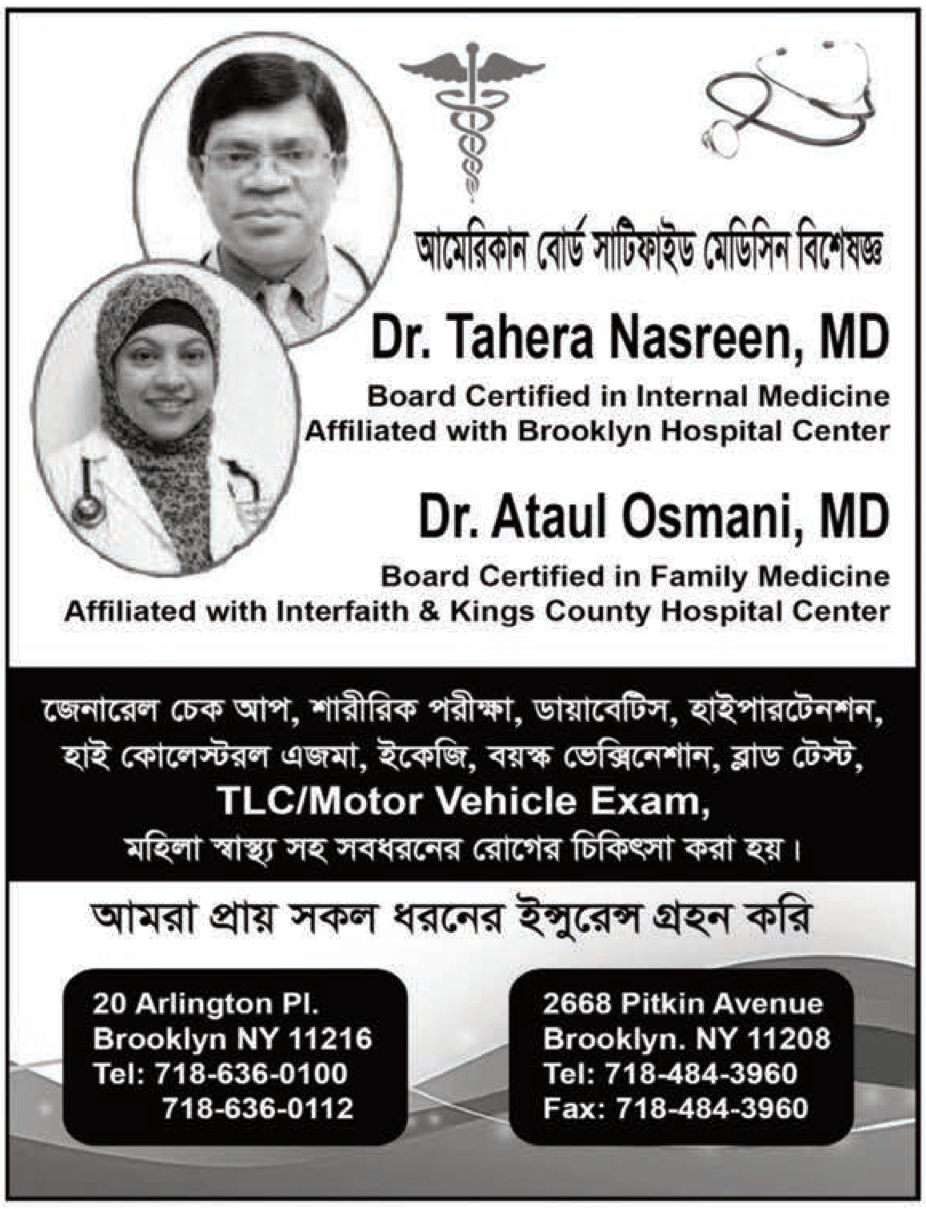

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact #

934-234-7361

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বন্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

এলমহার্স্টে একটি মেডিক্যাল অফিসের রিসেপশনিষ্ট হিসেবে পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪৯-৪৭৭২

আ-১৬/২৩

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউস্থ একটি ফ্রাইড চিকেন এন্ড পিজা স্টোরের ফ্রন্ট ও ব্যাক পজিশনে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১

আ-১৬/২৩/৩০

তান্দুরী শেফ আবশ্যক

আলবেনীতে একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে একজন তান্দুরী শেফ আবশ্যক। থাকা ফ্রি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মি. রহমান (৫১৮-৫০৬-৯৮৮২)

আ-১৬/২৩

সেমিবেসমেন্টভাড়া

১৯০ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউ, ইসাইবনে মরিয়ম মসজিদের পাশে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সাথে কিচেন এবং বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হি-লসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮

আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্টট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

আ-০২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৮৮ এভিনিউ এবং ২১২ প্লেসে ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া হবে, ১লা নভেম্বর থেকে। ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম (সেকেন্ড ফ্লোর), ১/২ বাথরুম, লিভিং, ডাই-নিং, কিচেন (ফানস্ট ফ্লোর)। এফ ট্রেন এর লাস্ট স্টপেজ (১৭৯ স্ট্রীট)। বাস কিউ১, কিউ৩৬ ও কিউ৪৩। যোগাযোগ: ড্যানী (৬৪৬) ৫২৯-৫২৪০।

অ-০৪/১১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাইভেট হাইজে ৭১ স্ট্রীট ও ৩৫ এভিনিউ, মাছ বাজার সংলগ্ন ২ জন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৩৩-৭২৯৬ অথবা ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯

অ-০৪/১১

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪

জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩

জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অওর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭

জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।

জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪

জু-২৮/জু-০৫

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ন বিক্রি

গাড়ীসহ হুইলচেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুণ। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করবার জন্য ফুল টাইম কেশিয়ার আবশ্যক। বিনিয়গে করতে ইচ্ছুক হলে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে পার্টনারশীপ দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগ: **৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮**

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেডরুম/১ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। (হিন্দু হলে ভালো হয়। কারণ বাসার সবাই হিন্দু)। যোগাযোগ: গোপ (৩৪৭-৬০৫-৯৫৮২)

আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮

জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯

জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯

জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪

জুন-১৪/২১

আবশ্যক

পেনসিলভানিয়াতে ভারতীয় মালিকানাধীন একটি আবাসিক হোটেলে ফ্রন্টডেস্কে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে ইংরেজীতে দক্ষ হতে হবে এবং আমেরিকায় কাজ করার বৈধ কাগজপত্র থাকতে হবে।

কাজল: ৬৩১-৭০৩-০৪৫৩।

লোক আবশ্যক

জমজমাট রেস্টুরেন্ট এবং ভালো পরিবেশে কাজের জন্য জারুরী ভিত্তিতে অভিজ্ঞ তান্দুরী শেফ আবশ্যক। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

রেস্টুরেন্ট বিক্রি

জমজমাটপূর্ণ খুবই ভালো লোকেশনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাটফিন বুলেভার্ড (ই, জে, এল, আর) এর সংলগ্ন সম্পূর্ণ রিনোভেটেড বড় তিন বেড রুম, লিভিং রুম, ইট ইন কিচেন, ১ ফুল বাথরুম আগামী অক্টোবর মাস হতে ভাড়া হবে।

যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহি-লার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্স্ট-এ লাগোর্ডিয়া এয়াপোর্টের কাছে দুই ফ্যামিলি হাউজের তিন বেড রুমের বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬

সে-২০/২৭

পারমিট ভাড়া

দুই বৎসরের সিটিওয়াইড ফুলটাইম জায়রোর পারমিট ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ টিপু আহমেদ

৩৪৭-৪৫৯-৪৮৯১

অ-০৪/১১

HELP WANTED

A growing New York based company looking for an well motivated individual for it's **Sales and Customer Service** position. Candidates with some of the Sales, Marketing and Customers handling experience will be given priority. Pay may start at 20.00 - 25.00 per hour, space to learn and such potential to grow. It is a full time in-office job. Excellence in rapport and communication skill is a must. Total position available: 3 (three).

email: sunjob2016@gmail.com

Text: 917 468-3317

বাড়ি বিক্রয়

216-21 104th Ave. Queens Village, NY 2 FAM, Lotsize 57X115, Only cash buyer.

Call: 917-523-4451

বাড়ি বিক্রয়

97-27, 81 St. Ozonepark, 2 Fam $568,000. Only cash buyer.

Call: 917-523-4451

বাড়ি বিক্রয়

104-31, 212th Queens Village, Lot: 60X70. Va-cant. $598,000

Call: 917-523-4451

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।

যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭

জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার

Bangladesh Center Inc

ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

একই মঞ্চে গাইলেন কিংবদন্তী শিল্পী সৈয়দ হাদী এবং বন্যা

(শেষের পাতার পর)

দুই কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী এবং রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা নিউইয়র্কে একই মঞ্চে হল ভর্তি দর্শকদের সংগীতের সুরের ইন্দ্রজালে মোহবিষ্ট করে রেখেছিলেন। সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে গত ২৭ সেপ্টম্বর, সোমবার সন্ধ্যায় পিন পতন নিস্তবদ্ধতায় দুই কালজয়ী শিল্পী উপস্থিত দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়ছেন কয়েক ঘন্টা গান পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম। প্রথমে মঞ্চে আসেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। তিনি অনেকগুলো গান পরিবেশন করেন। গান পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন, রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে আসার পরে তার লেখা আর গানে অনেক গভীরতা এবং নতুনত্ব আসে। তিনি রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গানগুলো একে একে পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানের মাঝে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আর সৈয়দ আব্দুল হাদীকে উত্তরীয় পড়িয়ে দেন অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট রিয়ের এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। অনুষ্ঠানে আলমগী খান আলম বলেন, আমি অত্যন্ত গর্বিত যে এই রকম দুই গুণী ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অনুষ্ঠান দর্শকদের উপহার দিতে পেরেছি। সৈয়দ আব্দুল হাদী এবং বন্যাকে নিয়ে লেখা সালেম সুলেরীর একটি কবিতা সেলিম ইব্রাহিম আবৃত্তি করে শুনান।

পরবর্তীতে মঞ্চে আসেন সবার প্রিয় সৈয়দ আব্দুল হাদী। তার গানও উপস্থিত দর্শকরা প্রাণ ভরে উপভোগ করেন। শিল্পীর সাথে তার সুযোগ্য কন্যা তনিমা হাদীও বেশ কয়েকটি গান করেন। গানের মাঝে মাঝে সুন্দর কথর মালায় দর্শকরা আনন্দিত ও উল্লাসিত হতে থাকেন। মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত গান চলে। তার পরেও যেনো উপস্থিত দর্শকদের ভাষায় 'শেষ হয়েও হইলো না শেষ'।

দুই প্যানেলের ৩৮ প্রার্থীই মাঠে

(শেষের পাতার পর)

কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদে এই দুই প্যানেলের ৩৮ প্রার্থীই এখন ভোটের মাঠে। নির্বাচন ঘিরে ২২ দফা বিধি-নিষেধ নিয়ে প্রস্তুত ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে জমে উঠেছে নির্বাচন। সেই সাথে নির্বাচনী উত্তেজনাও চরমে।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল এবং কার্যকরী কমিটি, ইসি আর প্যানের দু'টির প্রতিনিধিদেও যৌথ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিটির উডহ্যাভেন বুলেভার্ডের 'জয়া হলে' ১০ অক্টোবর ভোট গ্রহণ করা হবে। বিরতিহীন ভোট গ্রহন চলবে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। নির্বাচনী কেন্দ্রে সবাইকে করোনা সংক্রমণ সহ স্বাস্থ সুস্বাস্থ্য রক্ষায় কোভিড প্রটোকল মানতে হবে।

উল্লেখ্য, সমিতির সাবেক সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাকের (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) নেতৃত্বে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করছেন। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন যথাক্রমে হিফজুর এম রহমান, জালাল উদ্দিন আহমদ, কামাল চৌধুরী ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। এবার সমিতির মোট ভোটার হচ্ছেন ৫ হাজার ৩৬৭জন। যা সমিতির ইতিহাসে রেকর্ড।

এদিকে বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন ঘিরে প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। আগামী দিনে সমিতি নিজস্ব ভবন থেকে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে সংগঠনের কার্যক্রম আরো চাঙ্গা হবে প্রত্যশায় নতুন নেতৃত্বের প্রতি অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। নির্বচনে সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ ও বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল আলম অপু'র নেতৃত্বে 'মিসবাহ-অপু' প্যানেল 'আমরা নিষ্ঠা, সততা ও ঐক্যে বিশ্বাসী' শ্লোগান নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছন। অপরদিকে সমিতির সাবেক উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ও সদস্য নাজমুল হক মাহবুবের নেতৃত্বে 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেল 'সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও নতুন নেতৃত্বেও প্রত্যাশায়' শ্লোগান নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্যানেল দুটির পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে চলছে সভা-সমাবেশ আর ভোট প্রার্থনা।

'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- মিসবাহ আহমদ, সহ সভাপতি- আবুল ফজল (লিটন), সাধারণ সম্পাদক- রেজাউল আলম (অপু), সহ সাধারণ সম্পাদক- হোসেন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- পারভেজ ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মাহমুদুল কবির (রুবেল), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল আলীম, দপ্তর সম্পাদক- শামসুল আলম (শিপলু), প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ আজহার হুসেন (রিফাত), ক্রীড়া সম্পাদক- হাসান খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ কমর উদ্দিন, মহিলা সম্পাদক- হাফছা ফেরদৌস হেলেন এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে- সাজু আহমদ, সুহেল আহমদ, আবু রাসেল, ফয়ছল আলম, মোহাম্মদ সরোয়ার আহমদ,, মোহাম্মদ মেহেদী হাসান শিমুল ও ইকবাল হোসেন।

'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সহ সভাপতি- ফয়জুর রহমান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক- নাজমুল হক (মাহবুব), সহ সাধারণ সম্পাদক- আবদুন নূর হারুন, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু তৈয়ব মোহাম্মদ তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, দপ্তর সম্পাদক- আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক- আব্দুল হাকিম, ক্রীড়া সম্পাদক- কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- আকতরারুজ্জামান শাহীন মালিক, মহিলা সম্পাদক- নাজমা আহমেদ এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে- মোহাম্মদ খলকুর রহমান, জামাল হোসেন, মোহাম্মদ রাজ্জাক মুন্না, নূও উদ্দিন, ফখরুল হক, হোসেন আহমদ ও মোহাম্মদ আবু তাহের।

এদিকে 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের সর্বশেষ নির্বাচনী সভা সোমবার সন্ধ্যায় (৪ অক্টোবর) ওজনপার্কের আল মদিনা পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হবে। একই হলে মঙ্গলবার (৫ অক্টোবর) 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের শেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের

(শেষের পাতার পর)

পৃথিবীর বিকাশ, উন্নতি, প্রগতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় উভয়ের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁদের বন্ধনের নির্মাতা স্বয়ং আল্লাহ। তাঁদের বাঁধনই পৃথিবীর জন্য ছিল আশীর্বাদ। তাঁদের দৃষ্টান্তে পরবর্তী নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ের বিধান চালু হয়।

আল্লাহ মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণে বৈধ মিলনের জন্য বিয়ের বিধান দিয়েছেন। তাদের একসঙ্গে জীবনযাপন ও বংশীয় ধারা জারির জন্য চাই শরিয়তসমর্থিত বিয়ে। ইসলামে বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। নারী-পুরুষ মিলনের হালাল পদ্ধতি। বিয়ে-বহির্ভূত নারী-পুরুষ একসঙ্গে জীবনযাপন করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক হলো প্রভূত ক্ষমতাবান।' (সুরা ফোরকান, আয়াত : ৫৪)

ইসলামে মানুষের কাছে বিয়ের বার্তা পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বিয়ের বার্তা আশপাশের মানুষকে জানানো আবশ্যকীয় কর্তব্য। মানুষ যেন তাদের সম্পর্কে স্বচ্ছ সুন্দর ধারণা রাখে। তাদের জন্য বরকতের দোয়া করে। বিয়েতে সমর্থ তরুণরা যেন উদ্বুদ্ধ হয়। বিয়ের জন্য মন আগ্রহী হয়। অভিভাবক সচেতন হয়ে সন্তানের নির্মল ভবিষ্যতে সজাগ হয়।

বিয়ের ঘোষণা: মুহাম্মদ (সা.) বিয়ের ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। বিয়ের প্রচার করতে আদেশ করেছেন। বর-কনের অভিভাবক তাদের নাম ধরে বিয়ের ঘোষণা করবে। মসজিদে সমবেত মুসল্লি ও স্থানীয় মানুষের জটলার সামনে বর-কনের বিয়ের বার্তা পৌঁছাবে। মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে। শরিয়তসমর্থিত বাদ্য বাজাবে। হাদিসে 'দফে'র কথা এসেছে। দফ হচ্ছে যার ওপরের অংশ চালুনির মতো, যাতে ঘণ্টির মতো আওয়াজ নেই, আর তার একাংশে থাকে চামড়ার পর্দা। যারা সরাসরি আরবে দফ দেখেছেন, তাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, দফের একপাশ খোলা। সেটি বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ হয়। প্লাস্টিকের গামলা বাজালে যেমন আওয়াজ হয়। কিন্তু কোনো ধরনের অশ্লীল গান-বাদ্য বাজানো যাবে না। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা বিয়ে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদে সম্পাদন কোরো এবং তাতে দফ বাজাও।' (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৩০১৭) আরেক হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) বলেন, '(বিয়েতে) দফ বাজানো ও ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে হালাল ও হারামের পার্থক্য।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১০৮৮)

ইসলামী সংগীত পরিবেশন: ইসলামে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে অশ্লীল গান পরিবেশন ও শ্রবণ হারাম। অন্তরকে কুমন্ত্রণায় আকৃষ্ট করে- এমন কোনো কিছু ইসলাম সমর্থন করে না। বিয়ে যেহেতু আনন্দ ও শুভকামনার আশিস, সেহেতু বিয়েতে আমোদ-ফুর্তির জন্য ইসলামী সংগীত পরিবেশন করা যেতে পারে। তবে এর মধ্যে কোনো অশ্লীলতা থাকা যাবে না। আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য, তাঁর মহিমা, বড়ত্ব, গুণ-কীর্তন, প্রশংসা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর গুণগান এবং ইসলামের শৌর্য-বীর্যসংবলিত গান, কবিতা পরিবেশন ও পাঠ হতে হবে। ইসলামী সংগীত পরিবেশনের লক্ষ্য হতে হবে মানুষকে বিয়ের পয়গাম জানানো। বিয়ের মাধ্যমে আনন্দের বার্তা পৌঁছানো। বিয়ের সুফল ও কল্যাণ বোঝানো। পর্দা ফরজ নয়- এমন বাচ্চা মেয়েদের কণ্ঠেও ইসলামী সংগীত সুর ছড়াতে পারে। হাদিসে এসেছে, মুয়াওব্বিজ কন্যা রুবাই (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি সকালে আমার ঘরে এলেন। আমার কাছে তুমি (খালিদ ইবনে জাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, তিনি আমার বিছানায় ঠিক সেভাবে বসলেন। আমাদের বালিকারা এমন সময় দফ বাজিয়ে বদরের যুদ্ধে শহীদ হওয়া আমার বাপ-দাদার শোকগাথা গাইছিল। তাদের কোনো একজন গাইতে গাইতে বলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবর জানেন। রাসুল (সা.) তাকে বলেন, এমন বলা হতে বিরত থাকো; বরং তা-ই বলো, যা এতক্ষণ বলছিলে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১০৯০) **বিয়েতে রং মাখা:** রঙের ব্যবহার নানা কিছুর বার্তা নিয়ে হাজির হয়। রং দেখলেই মানুষের মনে সুসংবাদ ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। যুবকের গায়ে লেগে থাকা রং জীবনঘনিষ্ঠ কিছুর বার্তা দেয়। এক সাহাবির গায়ে হলুদ রং দেখে রাসুল (সা.) তার বিয়ের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং ইসলামী শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে হলুদ বা এ জাতীয় রং সৃষ্টিকারী বৈধ উপাদান ব্যবহার করার অনুমতি আছে। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর দেহে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী অবস্থা? তিনি বলেন, আমি এক আনসারি রমণীকে বিয়ে করেছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, একটি বকরি দ্বারা হলেও ওলিমা কোরো।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩৩৭৭)

বিয়ে-পরবর্তী খাবারের আয়োজন: আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও মানুষকে বিয়ের সংবাদ দিতে বিয়ে পরবর্তী অলিমার (বৌভাত) আয়োজন করা যেতে পারে। উপস্থিত সবাই যেন দু'জনের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। বিয়ে উপযুক্ত ছেলেমেয়ে ও তার অভিভাবক যেন সচেতন হয়। রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের অলিমা করেছেন। সাহাবিদের অলিমা করতে আদেশ করেছেন। মানুষকে অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর বিয়েতে যত বড় আয়োজনে অলিমা করেন, আর অন্য কোনো স্ত্রীর বিয়েতে তা করেননি। এতে তিনি একটি বকরি দ্বারা অলিমা করেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫১৬৮)

নব্য বিবাহিত এক সাহাবিকে রাসুল (সা.) বলেন, 'তুমি বকরি দ্বারা হলেও অলিমা করো।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩৩৭৭)

বিয়ের ব্যাপারটি বৈধ পন্থায় জানানোর যত পদ্ধতি আছে, তা অবলম্বন করবে। যেন মানুষ বিয়ের কথা চিন্তা করে, বিয়ের বার্তা পায়, উপযুক্ত তরুণ-তরুণী ও অভিভাবক উৎসাহিত হয়।

নিউইয়র্কের পথে-প্রান্তরে-২

(শেষের পাতার পর)

জল টলমল করছি। দু'জনেই সম্ভবত স্প্যানিশ মনে হয়।

প্রথমে দু'জনে পাশাপাশি সিট পাননি, পরের স্টপেজে কিছু লোক নামতেই দু'জনেই পাশাপাশি বসলেন। লোকটা পাশে বসেই মেয়েটার হাত শক্ত করে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল পরম নির্ভরতায় আর বাকিটা পথ ধরেই থাকল, মেয়েটাও পাশাপাশি বসার সাথে সাথে লোকটার কাঁধে হেলান দিয়েছিল সারাক্ষণ। লোকটা পাশাপাশি বসার সাথে সাথেই গুনগুন করে গান গাইছিল আর হাত নেড়ে নাচের ভঙ্গি করছিল। ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটার কানে কিছু বলার সাথে সাথে মেয়েটা অল্প করে হাসার চেষ্টা করল, লোকটা মেয়েটাকে কপালে চুমু খেল বেশ কবার। কপালে চুমু খাওয়াটা এমনিতেই পবিত্র, কিন্তু তাদের ব্যাপারটা এতটাই অদ্ভুত সুন্দর ছিল কী বলব। মেয়েটা সারাক্ষণই লোকটার কাঁধে মাথা হেলান দিয়ে আমার দিকে মানে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু দুইবারই সে লোকটা চুমু খাবার আগে মাথাটা একটু করে তুলল, লোকটার দিকে না তাকিয়ে আদরটুকু নিল, ইটস লাইক ম্যাজিক!! যেন কোন সিনেমার দৃশ্য, যেন পরিচালক বলেছে স্টার্ট আর অমনি স্টার্ট হয়ে গেছে। আসলে ঠিক বলে বুঝাতে পারব না।

'আই কন্ট্রাক' করব না করেও মেয়েটার চোখে চোখ পড়ল দু'তিনবার, আমার মাস্ক পড়া ছিল কিন্তু মেয়েটা নিশ্চয়ই আমার চোখের হাসিটুকু দেখতে পেয়েছিল, মানুষ আর যাইহোক চোখের ভাষা, আড়াল করতে পারে না। সেই চোখে রাগ, ঘৃণা অবহেলা ভালোবাসা, অনুরাগ মায়া যাই থাকুক সেটা প্রকাশ হবেই। মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, শেষের দিকে সেও মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিল! ট্রেনে উঠার পর আমার আর মেয়েটার মনের আকাশে যে মেঘ ছিল দেখলাম সেটা কেটে গেল দু'জনেরই। নামার সময় দেখলাম একজন পরিপূর্ণ সুখী নারী যে পরম তৃপ্তি আর নির্ভরতা নিয়ে কারো গায়ে হেলান দিয়ে আছে।

সবার জীবনেই এমন একজন মানুষ দরকার যার গায়ে হেলান দেয়া যায়, যে হাসির আড়ালে কান্নাটুকু দেখতে চায়, যাকে মন খুলে সব বলা যায়, যার সামনে আয়নার মতো নিজেকে মেলে ধরা যায়, কোন আড়াল না রেখে, যাকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়!! আফসোস সবাই পায় না, কেউ কেউ পায়।

বিগত ১১ মাস ধরে নিউইয়র্ক সাবওয়েতে ট্রাভেল করছি কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য আর দেখিনি। সত্যি। সত্যি-ই বলছি।

Coruscating Jewel Crowns the Day

SHEIKH HASINA, Prime Minister of The People’s Republic of Bangladesh

PM receives Champion of Skill Development for Youth award

September 28, 2021 was the 75th Birthday of the Honorable Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh Sheikh Hasina. The Prime minister is a visionary and target oriented leader and under her dynamic leadership the country is focusing to promote “socio-economic development of Bangladesh” and “Credit Rating stands at BB- with stable outlook”. That’s why, the prospective investors from all over the world are confident to invest in Bangladesh amid fearless & risk-free environment.

As a results, this year the UN-sponsored Sustainable Development Solutions Network (SDSN) has conferred Prime Minister Sheikh Hasina with "SDG Progress Award" for Bangladesh's steady course in responding to the universal call to take action to end poverty, protect the planet and ensure peace and prosperity for all.

Shortly after Bangladesh's independence, Former US Secretary of State Henry Kissinger and several officials from the United Nations, including the United States, commented that Bangladesh was a basket case, some went one step further and said “bottomless basket”. In response to that statement, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, after addressing the UN General Assembly for the first time as the Leader of Bangladesh on September 25, 1974, visited Washington and stated emphatically - ‘Bangladesh is not a basketball case. We will turn it around...! Unfortunately, he was not given that opportunity.

But her worthy daughter Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, while addressing the UN General Assembly after 46 years, on September 24, 2021 for the 17th time, she has portrayed the turning point, which not only the people of Bangladesh but the whole world has been mesmerized by. She spoke of changing the poverty picture in Bangladesh, highlighted the economic incentives that have been taken to tackle the coronavirus. Everyone, including the United Nations, the World Bank and the Asian Development Bank, is acknowledging that Bangladesh stands with its head held high when the economies of many countries are in turmoil due to the Corona disaster.

The UN Secretary General has rightly said - Bangladesh is a miracle, a name of wonder. However, many people are saying that Bangladesh is the name of a model. Many countries can follow the path of action that Bangladesh have achieved.

In spite of lots of ignoring the threats of the World Bank & other donor Agencies, the Brave Leader Sheikh Hasina is able to implement a huge infrastructure project like the construction of Padma Bridge, Dhaka Metro Rail Project and many more on her own leadership. Because she knows that the people of this country will not bow down to injustice. Because she knows, Bangladesh has strong bail under its feet. We are self-sufficient in food, self-sufficient in electricity. Bangladesh is one of the leading countries in the world in women empowerment.

With extremely strong courage, she hopes for a UN initiative to address the inequality in the production and distribution of the coronavirus vaccines. The leadership of the developed world has not responded to the call of humanity even in such a critical time - it takes courage to speak on the UN stage. She also said that Bangladesh is ready to use its industrial capabilities to produce vaccines for billions of people in the underdeveloped and developing world at low cost if technology is transferred and intellectual property is waived.

In the addressing of UN, Bangabandhu Kanya (Daughter) also highlighted the problems of the citizens of other countries working in different countries. During the Coronation period, expatriate workers in many countries were laid off, deprived of their fair share and sent home. Remittance inflows are good in Bangladesh at the moment, with foreign exchange reserves at record levels - but in many countries our staff has multiple problems. Those who are working in different countries and contributing to keep the wheel of the economy moving - why should their just interests be neglected?

In the addressing of UN, she also outlined realistic programs to tackle the problem of climate change. The Rohingya are expected to play a more active role in resolving the international community. Her unequivocal utterance has caused problems for the junta government in Myanmar. They have to solve it. At the same time, they have to be punished through the International Court of Justice for crimes against humanity.

Thus, the Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina has become the voice of millions of people. Bangladesh's position in the world stage is being consolidated. Prime Minister Sheikh Hasina is now on the list of the world's most just and personable leaders. No one in Bangladesh doubts his honesty and devotion, she is an acceptable and respected person in the world. Peoples of Bangladesh need more Leadership from Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, Because she is the ‘Coruscating Jewel that Crowns the Day’…!

Md. Anwarul Islam Bhuiyan
(Businessman, Columnist and
Islamic Philosopher
Email: anwarib99@yahoo.com)

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ইনজামাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন পাকিস্তানের ক্রিকেট লিজেন্ট ইনজামামুল হক। টুইট করে এ খবর জানিয়েছেন তা সাবেক সতীর্থ এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান রমিজ রাজা। ইনজামামকে বিশ্রাম নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন রমিজ। খবর দ্যা ডনের। সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ইনজামাম-উল হক। বেশ কয়েক দিন ধরে বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। সোমবার তার শারীরিক পরীক্ষা করা হলে হৃদরোগের কথা জানা যায়। দেরি না করে চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করেন। রমিজ টুইট করে লেখেন– ভালো থেকো ইনজি। তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ, এটি খুব ভালো খবর। বিশ্রাম নাও আর সেরে ওঠো বন্ধু।

বিয়ানীবাজার সমিতির সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান ও সাবেক ৭ কর্মকর্তা

কারো কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভূমিকা রাখার আহ্বান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসের অন্যতম পুরাতন ও বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বিয়ানীবাসীবাজার সমিতি। ঐতিহ্যবাসী সিলেটের প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রাণের এই সংগঠনের পুরো নাম 'বাংলাদেশ বিয়ানী-বাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'। এই সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন আগামী ১০ অক্টোবর রোবববার। নির্বাচনে দুটি প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জমে উঠেছে নির্বাচন। একদিকে এই নির্বাচন ঘিরে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবারবাসীদের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তেমনী অন্যদিকে নির্বাচন ঘিরে নানা সমিতির সদ্যস্যরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। চলছে নানা কর্মকান্ড ও সমালোচনা, পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ। বিশেষ করে নির্বাচনী ভোট কেন্দ্র নিয়ে এক পক্ষ সমিতির কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ফলে সমিতির নির্বাচন ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে এই সমিতির নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে, নির্বাচন আদৌ হবে কিনা? ইত্যাদি ইত্যাদি। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমিতির বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সাবেক চারজন সভাপতি ও একজন সাবেক সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা সমিতির বিগত বছরগুলোর কর্মকান্ড ও সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি কারো কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে একে অন্যকে সহযোগিতা করে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বের পালাবদলে ভূমিকা রাখার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

সিটির ওজন পর্কের আল মদিনা পর্টি হলে মঙ্গলবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সমিতির ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সমিতির বর্তমান ও সাবেক ৭জন কর্মকর্তার যৌথ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাবেক সভাপতি মস্তফা কামাল। এসময় বর্তমান সভাপতি মকবুল রহীম চুনুই ও সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান রুহেল ছাড়াও সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, মাসুদুল হক ছানু ও মাশুকুল ইসলাম খান এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মকবুল রহীম চুনুই এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান রুহেল। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠের পর উপস্থিত বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাগণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সংবাদ সম্মেলনে সমিতির বর্তমান ও সাবেক উপদেষ্টা এবং কার্যকরী কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা ও সাবেক নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেণলনে সাবেক সভাপতি মস্তফা কামাল তাল লিখিত বক্তব্যে বলেন, আগামী ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউ এস এ ইন্‌ক এর বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে প্রচার ও প্রচারণা চলছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অতি সম্প্রতি সচেতন বিয়ানীবাজারবাসী নামের ব্যানারে কতিপয় ব্যক্তির একটি সংবাদ সম্মেলণের বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যারা এই সংবাদ সম্মেলণে বক্তব্য রেখেছেন তাদের অনকেই সরাসরি আগামী ১০ অক্টোবরের নির্বাচনের একটি প্যানেলের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন।

সচেতন বিয়ানীবাজারবাসী নামের ব্যানারে যে সংবাদ সম্মেলনটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে সমিতির বর্তমান ও সাবেক বেশ কিছু কমিটির নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঢালাও, মিথ্যা, বানোয়াট, সাজানো এবং নির্বাচনী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করার অপচেষ্টায় ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু অভিযোগ আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা মনে করি তাদের এই অসত্য বক্তব্য আগামী নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।

মস্তফা কামাল বলেন, একটি পক্ষ বিয়ানীবাজারবাসীর নামে ব্যানার তৈরি করে অভিযোগ করেছেন যে, বিগত দিনে সমিতির কার্যক্রম শূণ্যের কোঠায়! তারা কোন সুস্পষ্ট ব্যখ্যা দিতে না পারলেও ঢালাওভাবে বলেছে যে সমিতি সেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। তারা ভোটারদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করতে এটাও বলার চেষ্টা করেছে যে বিগত দিনে সমিতির নেতৃবৃন্দ কোন কাজ করেননি। আমরা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলতে চাই, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সমিতির হাজারও সচেতন সদস্য জানেন সমিতি কোন অবস্থান থেকে কোন অবস্থানে কাদের অবদানে এসেছে। সেটি তারা স্বীকার করতে চান না বলেই নানানভাবে সাধারণ সদস্যদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমরা জানাতে চাই যে, বাংলাদেশ বিয়ানী-বাজার সমিতি সম্পূর্ণভাবে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। শুধু বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের ভয়াবহ দুঃসময়ে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম অন্য সব কিছুর মতো যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এবং নিউইয়র্ক স্টেট আইনের প্রতি সম্মান জানিয়ে সাময়িক বিঘ্নিত হয়েছে। এরপরও আমরা মহামারিকালে সমিতির পক্ষ থেকে ফিউনারেল সার্ভিস থেকে শুরু করে বিপদগ্রস্থ সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমরা করোনাভাইরাস পরীক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেছি। এছাড়া আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশে বিয়ানীবাজারবাসীর পাশেও দাঁড়িয়েছি। তারপরও কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা কারও কারও ইন্ধনে বা তাদের মাধ্যমে ঘটেছে।

মস্তফা কামাল বলেন, সচেতন বিয়ানীবাজারবাসী নামের ব্যানারে সমিতির সাফল্যকে ম্লান ও হেয় করার অপচেষ্টা করা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে সমিতির সাধারণ সদস্যদের অবদানকেই হেয় করার শামিল। বিগত দিনে সমিতির সঠিক সিদ্ধান্তের কারনেই সমিতির ভবন তার নির্ধারিত সময়ের ১৪ বৎসর আগেই ঋণমুক্ত হয়েছে। ২০০৫ সালের জুলাই মাসের ৬ তারিখে ক্রয়কৃত ঘরের ৩০ বৎসরের মর্টগেজ ম্যাচুইরিটি তারিখ ছিল ২০৩৫ সালের ১ আগস্ট। কিন্তু সমিতির বিগত ১৪ বছরে সফল নেতৃত্বের কারনে সবার সহযোগিতায় ভবন আজ ঋণমুক্ত। আপনারা জানেন, ২০০৫ সালে ৫,৬০,০০০ (পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার) ডলারে সমিতির ভবন ক্রয় করা হয়।

সমিতির ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারা এমনকি তেলের বা হিটের বিল দিতে না পারার কারনে আদালত থেকে জাজমেন্ট ইস্যু করা হয়, যা তখন বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক ঠিকানা সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাবেক সভাপতি জনাব বোরহান উদ্দিন কপিল বাড়ি বিক্রি করে তেলের দাম পরিশোধ করার পক্ষে তার সিদ্ধান্তের কথা পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে জানান। সেই দুরাবস্থা থেকে পরপর কয়েকটি কমিটি তাদের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে সমিতির ভবনকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ভবনকে ঋণমুক্ত করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে সমিতির সাধারণ সভা, জাতীয় অনুষ্ঠানাদি, পিকনিক, ইফতার পার্টিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হয়েছে এবং অভিযোগকারী অনেকে এই সব অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, আমরা বলতে চাই ২০০৮ সালে তৎকালীন সভাপতি মাসুকুল ইসলাম খাঁন ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস শাকুর খান মাখনসহ নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ শূণ্য হাতে দায়িত্ব নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে বাড়ির মর্টগেজ নিয়মিত পরিশোধ করে ভবনটিকে ফরক্লোজারের হাত থেকে রক্ষা করে সমিতির নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত ও বেগবান রাখার চেষ্টা করেছেন।

২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত পরবর্তী সভাপতি জনাব আজি-মুর রহমান বুরহান টানা তিনবারের মেয়াদকালে সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ফখরুল ইসলাম দেলওয়ার, শামীম আহমেদ এবং মুহিবুর রহমান রুহুলসহ নির্বাচিত পরিষদকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত মর্টগেজ পরিশোধ করেন এবং বাড়ি সংস্কার করে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করেন। তারা সাধারণ সদস্যদের সম্পৃক্ত করে নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে সমিতির কার্যক্রমকে আরও বেগবান করেন এবং তাদের হাত ধরে সমিতি আরেক ধাপ এগিয়ে যায়।

২০১৬-২০১৭ সালে সভাপতি মাসুদুল হক ছানু ও সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান রুহেলের নেতৃত্বে কার্যকরী কমিটি ভবন সংস্কারের মাধ্যমে ভাড়া বৃদ্ধি করেন। তারা নিয়মিত মর্টগেজ পরিশোধ করেন এ ছাড়া এককালীন ৬০ হাজার ডলার পরিশোধ করে ব্যাংক ঋণ কমিয়ে আনেন এবং নিউজার্সির মালবরো কবরস্থানে নতুন করে ১১৩টি কবর ক্রয় করেন। যেখানে প্যান্ডামিকের সময়সহ বিভিন্ন সময়ে অনেককে দাফন করা হয়।

২০১৮-২০১৯ কার্যকালে সভাপতি মস্তফা কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী

কাজী রাজীব আহমেদের সাথে প্রবাসী সাবেক জাতীয় খেলোয়ারদের মতবিনিময়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন ও সাউথ এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসেসিয়েশনের ট্রেজারার কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাবেক জাতীয় খেলোয়ারদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে গত ২৯ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে সাবেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়ারদের সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকা'র সভাপতি ও বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশার সভাপতিত্বে এবং আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এস এম ফেরদৌসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক জাতীয় খেলোয়ার গোবিন্দ দাস, সাঈদ উর রব, সম্রাট হোসেন এমিলি, শাহজালাল মবিন, বিমল চন্দ্র তরফদার, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সৈয়দ এনায়েত আলী, বক্সার সেলিমমুল্লাহ সেলিম, ছোট ইউসুফ, গোলাম মোস্তফা, লাকী চৌধুরী আখী, সংগঠক ওয়াহিদ কাজী এলিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকার পক্ষ থেকে কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদকে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদও তার পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাবেক জাতীয় খেলোয়ারদের উপহার প্রদান করেন।

গভায় কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বাংলাদেশ আর্চারির ইতিহাস এবং নিজের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের নানাদিক তুলে ধরেন। বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক খেলোয়ারদের বিষয়েও কথা বলেন তিনি। আর্চারি দল নিয়ে বিভিন্ন দেশ সফরের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন এ মতবিনিময় সভায়।

কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ আর্চারি অনেক এগিয়ে গেলেও আরো উন্নতির জন্য শুধু সরকার নয় বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্চারিকে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি তার সম্মানে এ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব নর্থ আমেরিকার কর্মকর্তাদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বক্তারা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যে আর্চারি বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে সেই আর্চারির ভীত রচনাকারী হচ্ছেন কৃতি সংগঠক কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ। শুধু আর্চারিতেই নয় ক্রীড়াঙ্গণের অন্যান্যক্ষেত্রেও তার কৃতিত্বের ছাপ রয়েছে।

উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড আর্চারিতে অংশ নিতে কাজী রাজীব উদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের বাংলাদেশ আর্চারি দল সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন।

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলাদেশ থেকে কথা বলবেন শেখ হাসিনা

কমিটি না পেয়ে হতাশ নেতা-কর্মীরা

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবারও তার যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কমিটি দিলেন না। তিন বছরের জন্য গঠিত কমিটি দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর পারি দিতে চললেও নতুন কমিটি হলো না। ফলে দলীয় নেদা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা রয়েই গেলো। তবে দলের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যে যাই বলাক বা ভাবুক বা দাবী করুক তাতে কিছুই হবে না। সবকিছু নির্ভর করছে দলীয় সভাপতির মন-মর্জীর ওপর। এতে কেন্দ্রীয় অন্য কোন নেতারও কোন হাত নেই। কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ হাসিনা যা চাইবেন তাই (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

দেশ ও প্রবাসে নানা প্রশ্ন থাকলেও উত্তর নেই

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ১৪১জন কারা!

বিশেষ প্রতিনিধি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান শেষে এখন ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থান করছেন। ১ অক্টোবর শুক্রবার তাঁর দেশে ফেরার কথা। করোনা মহামারীর চলমান দু:সময়ে এবার জাতিসংঘের অধিবেশনের কর্মকান্ড **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

ব্যবসায়ীদের পেছনে ছুটলে দেশের উন্নয়ন হবে কীভাবে?

বেগমপাড়ার মালিকদের ধরুন দুদকের উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা: মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম কিংবা কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি ক্রয়ে যারা অর্থ পাচার করেছেন- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তাদের বিষয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয় না। অথচ যারা দেশেই বিনিয়োগ করেছেন, বেকারের কর্মসংস্থান করেছেন- তাদের পেছনে ছোটে সংস্থাটি। দুর্নীতি **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

রোববার বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন-২০২১

দুই প্যানেলের ৩৮ প্রার্থীই মাঠে

মিসবাহ আহমেদ

রেজাউল আলম অপু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটের বিয়ানী-বাজার উপজেলাবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন আগামী ১০ অক্টোবর রোববার। এবারের নির্বাচনে 'মিসবাহ-অপু' এবং 'মান্নান-মাহবুব' দুই প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিচ্ছেন। ফলে সমিতির **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

মোঃ আব্দুল মান্নান

নাজমুল হক মাহবুব

দুবাইয়ে দু'দিনের গ্লোবাল বিজনেস সামিট অনুষ্ঠিত

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশীদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের অঙ্গীকার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সারাবিশ্বে বাংলাদেশীদের বাণিজ্য বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট, রেমিটেন্সের সুযোগ উদ্ভাবন ও ব্যান্ডিং-এর লক্ষ্য নিয়ে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনের গ্লোবাল বিজনেস সামিট। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার (২৯-৩০ সেপ্টেম্বর) দু'দিনব্যাপী দুবাইয়ের ক্রাউন প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বসেছে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্র্যবসায়ীদের মিলনমেলা। এনআরবি-সিআইপিদের দুই দিনব্যাপী গ্লোবাল বিজনেস সামিটে বাংলাদেশের মন্ত্রী, কূটনৈতিক কর্মকর্তাসহ বিশ্বের ৩২টি দেশের দুই শতাধিক বিনিয়োগকারী এবং সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী ও কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা এতে যোগ দিয়েছেন বলে আয়োজকরা জানান। এরমধ্যে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

গর্ভপাতের অধিকারের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গর্ভপাতের অধিকারের দাবিতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে। গর্ভপাতের ওপর বিধিনিষেধ বাড়ানোর প্রতিবাদে শনিবার (২ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ৬৬০টি বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

শিল্পী ডা. শাহনাজ আলমের গানে দর্শকরা আনন্দিত

অপু: প্রবাসের অন্যতম সঙ্গীত শিল্পী ডা. শাহনাজ আলমের একক সংগীত সন্ধ্যাটি অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নিউইয়র্কের পথে-প্রান্তরে-২

মুক্তারা বেগম নদী: মধ্য বয়সী এক যুবক, লম্বা এক হারা গড়ন, খুবই প্রাণবন্ত, যুবতী বা তরুণী, বেশ স্বাস্থ্যবান, কিছুটা অসুস্থ মনে হল, বেশ বিষন্নতার ছোঁয়া তার চোখে মুখে, চোখে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

একই মঞ্চে গাইলেন কিংবদন্তী শিল্পী সৈয়দ হাদী ও বন্যা

অপু: অবিস্মরণীয় গানের সুন্দর অনুষ্ঠান 'সাত সুরে রাঙা সন্ধ্যা' উপহার দিলেন শো টাইম মিউজিক-এর আলমগীর খান আলম। বাংলাদেশের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেয়ার দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বন্ধ করে দেওয়া টুইটার অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে আনতে ফ্লোরিডার একজন ফেডারেল বিচারকের দারস্থ হয়েছেন। তিনি (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদে হামলা

এক জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদে হামলা এবং খুনের দায়ে ২২ বছরের এক তরুণকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

মেক্সিকো সীমান্ত থেকে ১০০ অবৈধ অভিবাসী আটক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টেক্সাস রাজ্যে বর্ডার পেট্রোল এজেন্টরা যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত থেকে প্রায় এক'শ অবৈধ অভিবাসীর খোঁজ পেয়েছেন। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের সামাজিক প্রচার

রায়হান রাশেদ

মানুষের আদি পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.)-এর পবিত্র বন্ধনের সৌরভে পৃথিবীতে মানুষের ধারা জারি হয়েছে। তাঁদের হাত ধরে পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

প্রথম দিনেই পাঁচ স্বর্ণ মুক্তি খাতুনের

স্পোর্টস ডেস্ক: বয়সভিত্তিক জাতীয় সাঁতারের প্রথম দিনেই পাঁচটি স্বর্ণপদক জয় করেছেন আনসারের মুক্তি খাতুন। রোববার (৩ অক্টোবর) মিরপুরে জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

হেলথ টিপস

হেঁচকি থেকে বাঁচার উপায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্লাসের মাঝে বা অফিসে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন, সেই সময় হঠাৎ করে অদ্ভুতভাবে হেঁচকি উঠতে শুরু করল। আর তখন একটা চরম অস্বস্তিকর **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

বিনোদন

শাহরুখ খানের ছেলে গ্রেফতার

বিনোদন ডেস্ক: কেন আমাকে গ্রেফতার করা হল, তা বুঝতে পেরেছি। নিজের গ্রেফতারি পরোয়ানায় এমনই বয়ান শাহরুখ খানের ছেলে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com